ছুটি

আসন্ন দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে আলিপুর বার্তার সব বিভাগ বন্ধ থাকায় আগামী ৮ অক্টোবর পত্রিকা প্রকাশিত হবে না। ১৫ অক্টোবর থেকে ফের নিয়মিত বেরোবে পত্রিকা। সকল পাঠক, বিজ্ঞাপন দাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের আলিপুর বার্তার পক্ষ থেকে রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা।

৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ৪৯ সংখ্যা, ১৪ আশ্বিন – ২০ আশ্বিন, ১৪২৯ ঃ ১ অক্টোবর – ৭ অক্টোবর, ২০২২

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 49, 1 October - 7 October, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : শনিবার : প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে বিপুল দুর্নীতি ফাঁস করতে এবার পুরো মেধা তালিকা প্রকাশ করতে বললো কলকাতা হাইকোর্ট। আবেদনকারীদের দাবি এই ভুয়ো মেধা তালিকা অনুযায়ী নিয়োগ হয়েছে ৫৯০০০– এর মত প্রার্থী যার পুরোটাই অবৈধ। আদালত ঘোষণা করেছে অবৈধভাবে চাকরি পাওয়া শিক্ষকরা নিজে থেকে ইস্তফা দিলে কড়া পদক্ষেপ নেবে না আদালত।

রবিবার : গার্ডেনরিচে যার বাড়ির খাটের তলা থেকে ১৭ কোটি টাকা

উদ্ধার হয়েছিল সেই পলাতক আমিরকে গাজীবাদের একটি ফ্ল্যাট থেকে গ্রেফতার করলো কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। অন্যদিকে এই কেসের আই ও হিসাবে নিযুক্ত পার্ক স্ট্রিট থানার অফিসারকে ক্লোজ করা হয়েছে।

সোমবার : নেতারা রাজি হলেও ওঠেনি কুড়মিদের রেল অবরোধ। নেতৃত্বহীন

সেই আন্দোলন অবশেষে উঠে গেল ষষ্ঠ দিনের সকালে। আড়াইশোর উপর ট্রেন বাতিলের পর রেল লাইন মুক্ত হওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস সব মহলে। তবে এই আন্দোলনের পরে আদৌ কোনো সুরাহা মিলবে কিনা তা নিয়ে রয়ে গেল ধোঁয়াশা। নাকি রাজনৈতিক কোনও ফায়দা তোলার জন্য ক্ষ্যাপানো হলো কুড়মিদের তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

মঙ্গলবার : ২০১৬ সালের টেট অনুযায়ী ৬৫ এবং ২০২০ সালের

টেটের ক্ষেত্রে ৩৯২৯ জনকে প্রাথমিকে শূন্য পদে নিয়োগের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এর আগে ১৮৭ জনকে চাকরি দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। আগামী ২৬ নভেম্বরের মধ্যে ৬৫ জনকে নিয়োগ করতে বলা হয়েছে। ২৮ নভেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানী। এদিকে রাজ্যের শিক্ষমন্ত্রী সকলকে চাকরিতে বহাল রাখতে মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছের কথা জানিয়ে আরও এক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন।

বুধবার : এতদিন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন হতো সংখ্যার বিচারে। এবার বিচার করা হবে পড়ুয়াদের গুনগত মানও। নিউটাউনে এক

কর্মশালায় একথা জানালেন 'নাক' – এর চেয়ারম্যান ভূষণ পটবর্ধন। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুরঞ্জন দাস। চেয়ারম্যান জানান প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি যে সব বিষয় পড়ানো হয় মূল্যায়ন হবে তারও।

বৃহস্পতিবার : জনপ্রিয়তা কুড়োতে ঘটা করে চালু করা রাজ্যের দুয়ারে

রেশন প্রকল্পকে বেআইনি ঘোষণা করলো কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি বলেছেন, ভারতের খাদ্য সুরক্ষা আইনে এমন প্রকল্পর কোনো সংস্থান নেই।

শুক্রবার : বিবাহিত বা অবিবাহিত যেই হোক গর্ভপাতের অধিকার সব

মেয়ের ক্ষেত্রে সমান। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট এক ঐতিহাসিক রায়ে জানিয়েছে বিবাহিতরা ২৪ এবং অবিবাহিতরা ২০ সপ্তাহের মধ্যে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী গর্ভপাত করাতে পারবেন। বিচারপতিদের মতে মেয়েদের শরীরের উপর অধিকার শুধু মেয়েদেরই থাকা উচিত।

সবজান্তা খবরওয়ালা

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ সত্ত্বেও পুজোর আগেই
পথ হয়রানিতে নাজেহাল কলকাতাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৮৫ বছরের এক বৃদ্ধ নিজের গাড়িতে করে টালিগঞ্জের বাঁশদ্রোণী থেকে গত বৃহস্পতিবার চতুর্থীর দিন চেতলা হাটের কাছে নিজের বাড়িতে আসবেন। রাসবিহারী থেকে চেতলা ব্রিজ পেরিয়ে সেন্ট্রাল রোড দিয়ে ঢুকতে পারলেন না বাড়ির দিকে। এগিয়ে গিয়ে চেতলা হাট রোড দিয়ে গিয়ে ঢুকতে পারলেন না ডানদিকে। বাম দিক নিয়ে গোপালনগর থেকে ডানদিকে গিয়ে ঢুকতে পারলেন না রাখালদাস আঢ্য রোড দিয়ে। পাঠিয়ে দেওয়া হলো কালীঘাটে। বৃদ্ধের অনুরোধ পুলিশের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কালীঘাটে গেলে নকুলেশ্বরতলায় গাড়ি রেখে পুলিশের নির্দেশ, এবার হেঁটে আদি গঙ্গার ব্রিজ ধরে বাড়ি চলে যান। এত কড়াকড়ির কারণ মুখ্যমন্ত্রী চেতলায় একটি বৃদ্ধাশ্রমে গিয়েছেন বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করতে। আমাদের প্রতিনিধি মুখ্যমন্ত্রী বৃদ্ধাশ্রমে থাকাকালীন একজন বৃদ্ধের এই হয়রানির দিকে এক পুলিশ অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, 'আমাদের বলে কোনো লাভ নেই, যাদের ভোট দিয়েছেন তাঁদের বলুন।' বোঝা গেল তিনিও এই ব্যবস্থায় কিছুটা বিরক্ত। শুধু দক্ষিণ কলকাতা নয় শহরের নানাদিক থেকে পথ হয়রানির খবর এসে পৌঁছচ্ছে আমাদের দপ্তরে। কেউ নিজের বাড়ি ঢুকতে পারছেন না, কেউ হাসপাতাল সহ বিভিন্ন জরুরি কাজে যেতে গিয়ে আটকে পড়ছেন দীর্ঘস্থায়ী জামে। গাড়ির ভিড়ে অ্যাম্বুলেন্স আটকে থাকার ছবি দেখা যাচ্ছে সর্বত্র। এমনকি যেখানে বড় বড় পুজো হচ্ছে সেখানকার বাসিন্দাদের অনেকে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে বাঁচছেন। কারণ তাদের বাড়িতে

ঢোকার পথ নেই। এমন কি গাড়ি ঢোকাবারও পথ রাখা হয় না প্রশাসনের পক্ষ থেকে। ফলে পুজো মণ্ডপের ঝালাপালা পরিবেশ থেকে পালিয়ে যাওয়াই শ্রেয়। কয়েকবছর ধরে এমন এক বিড়ম্বনাময় অদ্ভুত পরিস্থিতি তৈরী হচ্ছে শহর জুড়ে।

এমন যে হয় সেটা নিশ্চই জানেন মুখ্যমন্ত্রীও। জানেন বলেই প্রথম দিন স্বভূমির পুজো উদ্বোধন করতে গিয়ে বলেছিলেন কোনোভাবেই যেন মানুষের হয়রানি না হয়। এমন হলে তিনি কড়া হবেন বলেও জানিয়েছিলেন। মনে পড়ে তাঁর সদ্য ক্ষমতায় আসার দিনগুলোর কথা। তিনি তখন বলেছিলেন তাঁর জন্য যেন আলাদা ট্রাফিক ব্যবস্থা না হয়। তিনি এসব বললেও তেমনটা কিন্তু হচ্ছে না। পুলিশি ব্যবস্থা অন্য কথা বলছে। তবে কি তাঁর অগোচরে রচিত হচ্ছে এমন হয়রানিকর ব্যবস্থা। তিনি যখন কোথাও যাচ্ছেন তখন তাঁর পিছনে নিরাপত্তার নামে কিভাবে মানুষ হয়রান হচ্ছে তার কোনো খোঁজই পাচ্ছেন না তিনি। যিনি মানুষের হয়রানি পছন্দ করেন না তাঁর পুলিশের করা এই হয়রানি দেখে প্রশ্ন জাগে, তবে কি জেনে বুঝে মুখ্যমন্ত্রীর জনপ্রিয়তায় পিছন থেকে ছুরি মারছে পুলিশ।

নিয়োগ নিয়ে সম্প্রতি আমলারা যেভাবে সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রীকে ছোট করেছে পুজোর কলকাতায় তারই কি পুনরাবৃত্তি চলছে।

কলকাতার যারা পুরোনো বাসিন্দা তাঁদের কাছে এমন নিরানন্দের পুজো সত্যিই বেমানান। দুর্গা পুজো যেন এই ঘিঞ্জি শহরে ক্রমশঃ বিড়ম্বনা হয়ে উঠছে। এখনই পুজোর ট্রাফিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন না আনতে পারলে কলকাতায় দুর্গা পুজো একটি বিষাদের উৎসব বলে পরিগণিত হবে। কলকাতার স্বল্প পরিসর পথ ঘাটে পুজোর জনতার ভিড় সামলাতে পুলিশকে হিমশিম খেতে হয় ঠিকই, কিন্তু তার জন্য স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধি, সহানুভূতি বিসর্জন দিতে হলে সেই পরিষেবা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। এমন এক আন্তর্জাতিক উৎসব সামলাতে এমন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পুলিশবাহিনী নিযুক্ত করা উচিত যারা ভিড় সামলাবে কারোর বিষাদের কারণ না হয়ে।

ইউনেস্কর হেরিটেজ তকমাধারী কলকাতার দুর্গাপুজো সামলাতে যে বর্তমান পুলিশবাহিনী পেশাদারিত্বের সেই উচ্চতায় উঠতে পারছে না তা কল্লোলিনীর পথে ঘাটে প্রমাণিত।

পুজো কার!

ওঙ্কার মিত্র

পুজো মানেই সারা বাংলা বাঁধনহারা। সারা বছরে আয়েশ করে চিন্তা মুক্ত হয়ে কাটাবার এই তো পাঁচটা দিন। কয়েকশো বছর ধরে এটাই নিয়ম। কিন্তু এবার ২০২২– এ বাংলার পরিস্থিতি একেবারে অন্যরকম। বাঙালি এখন গোয়েন্দাদের খপ্পরে। বাঙালির মেধা, কর্মদক্ষতা নিয়েই উঠে গিয়েছে প্রশ্ন। যোগ্য চাকরি প্রার্থীরা রাস্তায় বসে কাঁদছে, বাস ডিপোয় ন্যায্য মজুরি চেয়ে মার

খাচ্ছেন পরিবহন কর্মীরা, বিষাদের কার্নিভালে সামিল হয়েছেন একদল কাজ হারানোর দল। বাবা ছেলের, স্ত্রী স্বামীর হত্যার বিচার চাইছে, পাচ্ছে না। মা মেয়ের ধর্ষণের দোষীর শাস্তির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে। পুর প্রশাসকদের গাফিলতিতে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে একদল বাঙালির স্থান হয়েছে হাসপাতালের বেডে। আবার অনেকের ঘাড়ে চাকুরী যাবার খাঁড়া ঝুলছে আদালতের নির্দেশে। তাদেরকে হয়তো পুজোর পরে চাকুরী থেকে ইস্তফা দিতে হবে নিজে থেকে।

এসব দেখে প্রশ্ন জাগে এবারের পুজোটা আসলে কার? কাজ হারানো, প্রতারিত, অসুস্থ, সন্তানহারা, স্বামীহারা বাঙালির নাকি লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে সরকারি অনুদানে যারা মণ্ডপ, প্রতিমা, আলো সাজাচ্ছে বা লাইনে ঠাসাঠাসি করে ঠাকুর দেখছে, সেলফি তুলছে বা যেসব নেতা মন্ত্রীরা ফিতে কেটে উদ্বোধন করে চাটুকারদের হাততালি কুড়োচ্ছেন তাদের। পুজোয় নাকি সারা বছরের ব্যবসা হয়। সকলেই দিন গোনেন কবে পুজো আসবে, পেটের ভাত জোগাড়ের কটা দিন মুখ তুলে চাইবেন মা।

এরপর পাঁচের পাতায়

রেশন দোকানে মদের বিরুদ্ধে এমআর ডিলার্স

বরুণ মণ্ডল

চাল-গম-চিনির সঙ্গে এবারে সুরাও পাওয়া যাবে রেশন দোকানে। এবার এ রাজ্যের রেশন দোকান

থেকেই প্রতি রেশন কার্ডে মদও কিনতে পারবেন। রেশন ডিলারদের সংগঠন অল ইন্ডিয়া ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলার্স ফেডারেশন' গত ২০ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রকের প্রধান সচিব সুধাংশু পান্ডেকে চিঠি পাঠিয়ে রেশন দোকানে মদ বিক্রির অনুমতি চেয়েছে। রেশন সংগঠনের অন্যতম কর্তা জয়ন্ত দেবনাথের দাবি, বহুদিন ধরে তারা লাভের মুখ দেখতে পারেনি। তাই রেশন দোকান গুলোকে বাঁচানোর জন্য এই পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি। এদিকে সুধাংশু পান্ডের এই চিঠির বিরুদ্ধে জোরদার প্রতিবাদ জানিয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল এমআর ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন'।

এরপর পাঁচের পাতায়

কমে যাচ্ছে সরকারি বাসের পরিষেবা
ড্রাইভার-কনট্রাকটাররা পাচ্ছে বেতন

কুনাল মালিক

রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি বাস ডিপো থেকে যে বাস চলাচল করতো, তা ক্রমশই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। জোকা, টালিগঞ্জ, তারাতলা, ধর্মতলায় গেলে চোখে পড়বে সারি সারি সরকারি বাস দাঁড়িয়ে আছে। এমনকি ড্রাইভার-কনট্রাকটরাও সকালে সই করে হাজিরা দিয়ে বাড়ি চলে যাচ্ছেন। কিন্তু মাস বেতন ঠিকই পাচ্ছেন। জোকা বাস ডিপোর এক কনট্রাকটর দেবাশিস হালদার বলেন, করোনার আগে এখান থেকে ৩৫টা বাস চলত। তার মধ্যে একখানা কোর্টের ও একখানা হাসপাতালের বাস ছিল। বর্তমানে মাত্র ৭টি বাস চলে। পুজোর জন্য ৩টি বাড়ানো হয়েছে। ৪টি বাস বারাসত রুটে চলাচল করে। ১টি

বাস দিঘায় যায়। আগে বারসত রুটে ১৫টি এবং দিঘা রুটে ২টি বাস চলতো। ড্রাইভার কনট্রাকটর মিলিয়ে আছে মোট ৪০ জন। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ বাস বন্ধ থাকায় বসে বসেই আমরা মাইনে পাচ্ছি। ৪ মাস হল কনট্রাকচুয়াল মিস্ত্রীদের বাদ দেওয়া হয়েছে। তারফলে কোনও বাসের মেরামতও হচ্ছে না। সরকারি বাসের পরিষেবা কমে যাওয়ায় মানুষদের ভীষণ সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। বেসরকারি বাস অটো যে যার মতো ভাড়া নিচ্ছে। বিশেষ করে পুজোর সময় বিভিন্ন রুটের অটো গুলো যে যার মতো ভাড়া দাবি করছে। অথচ অন্য তিনটি মেগা সিটি মুম্বাই, হায়দ্রাবাদ, দিল্লিতে সরকারি বাসের পরিষেবা আছে। সেখানে বেসরকারি বাসের অত্যাচার নেই। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী এক প্রশাসনিক বৈঠকে বলেছেন যে, সরকারি বসে থাকা বাস বিক্রি করে দিয়ে নতুন বাস কিনুন অথবা লিজ দিন। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর এই কথায় অনেকেই বিশেষ করে শাসক দলের অনেকেই বিড়ম্বনায় পড়েছেন, কারণ মমতা ব্যানার্জী তো মাঝে মধ্যে তোপ দাগেন, কেন্দ্র সরকার সব বেচে দিচ্ছে। তাহলে 'দিদি'ও কি মোদীর পথেই?

রাজনৈতিক জাঁতাকলে ঐতিহ্যের শোলাশিল্প

কল্যাণ রায়চৌধুরী

কালের নিয়মে সময়ের চাকা যত পাক খেয়ে চলেছে, মানব সভ্যতা তত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। আর সভ্যতার এই পরিবর্তনে আর্থ-সামাজিক রাজনীতিই হচ্ছে প্রধান অবলম্বন। এমনটাই অভিমত সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের। এরকমই জাঁতাকলের এক অন্যতম শিকার হল, পশ্চিমবঙ্গের এক অন্যতম প্রাচীন শিল্প, শোলা শিল্প। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়, আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে এই শিল্পের জন্ম হয়। মূলত হিন্দু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করেই এই শিল্পের সৃষ্টি। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা সহ বিভিন্ন জেলায় ধুঁকতে ধুঁকতে যা যুগ যুগ ধরে আজও টিকে আছে কালের সাক্ষী হয়ে। যারা এইসব শোলার কাজ করে, তাদেরকে বলা হয় মালাকার। উত্তর চব্বিশ পরগনার বাগদা ব্লকের সীমান্তবর্তী কোলা গ্রামের বাসিন্দা বিশ্বনাথ বিশ্বাস বলেন, 'এই শিল্পকে আঁকড়ে আমরা বছরের পর বছর বেঁচে আছি। বাঙালিদের বারো মাসে তেরো পার্বন। শারদ উৎসব, বিজয়ার শুভেচ্ছা, কোলাকুলি শেষ না হতেই আসে লক্ষ্মী পুজো, কালী পুজো। এছাড়াও গণেশ পুজো, কার্তিক পুজো, জগদ্ধাত্রী, বাসন্তী পুজোর মতো নানান পূজানুষ্ঠান। এই শোলার কাজ করে আমাদের এই গ্রামে অনেকগুলি পরিবার বেঁচে আছে।' তিনি আরও বলেন, 'ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হলেও সারা বছর এই শোলার কাজ করে যা সামান্য রোজগার হয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

বাহরিনের দুর্গামণ্ডপ মাতবে চাকদার ট্র্যাডিশনাল প্রতিমায়

দেবাশিস রায়

এবার বাহরিনের দুর্গামণ্ডপ মাতিয়ে তুলবে চাকদার প্রতিমা।সম্পূর্ণ ফাইবার গ্লাসের উপকরণে এই দুর্গাপ্রতিমাটি তৈরি করেছেন নদিয়া জেলার চাকদা শহরের শিল্পী অনুপ গোস্বামী। চাকদা পুরসভার ১৬ নং ওয়ার্ডের খোশবাস মহল্লার বাসিন্দা অনুপ গোস্বামীর হাতে তৈরি নানাধরনের অসংখ্য প্রতিমা আগেও বিদেশের মাটিতে বসবাসকারীদের মন জয় করে নিয়েছে। তবে, মধ্যপ্রাচ্যের দেশে এই প্রথমবার দুর্গাপ্রতিমার বরাত পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই আবেগে ভাসছেন শিল্পী অনুপ গোস্বামী। পারস্য উপসাগরের বুকে ছোট্ট দেশ বাহরিনের রাজধানী মানামা শহরের বুকে মাত্র দু'টি জায়গায় দুর্গাপুজো হয়। মানামা সেন্ট্রাল এলাকায় একটি পুজোমণ্ডপে চাকদার দুর্গাপ্রতিমাটি শোভা পাবে। তথ্য সূত্র অনুযায়ী জানা গিয়েছে, বিশ্বের প্রথম সারির খনিজ তৈল উৎপাদক দেশগুলির মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্র মানামা। এই দ্বীপরাষ্ট্রের জনসংখ্যা সাড়ে ১৪ লক্ষের কিছু বেশি(২০২১ সালের জনগণনা অনুযায়ী)। মোট জনসংখ্যার ৬৯.৭০ শতাংশ মুসলিম, ১৪.১০ শতাংশ খ্রিস্টান, ১০.২০ শতাংশ হিন্দু, ৩.১০ শতাংশ বৌদ্ধ, ধর্মবিহীন ২.০ শতাংশ এবং অন্যান্য সম্প্রদায় ০.৯০ শতাংশ। ভারতীয়

বংশোদ্ভুত বিশেষত কর্মসূত্রে বসবাসরত বাঙালিরা বেশ কয়েক বছর যাবত বাহরিনে ধুমধামের সঙ্গে দুর্গাপুজোর আয়োজন করে আসছেন। এবারও যার অন্যথা হচ্ছে না। বাহরিনের মানামা সেন্ট্রাল এলাকার বাসিন্দা কেষ্ট ঘোষ তাঁর মতো সমমনোভাবাপন্ন কয়েকজনকে নিয়ে দুর্গাপুজো করছেন। এতদিন তাঁরা সাধারণত শোলার তৈরি ছোটোখাটো দুর্গাপ্রতিমায় পুজো করছিলেন। এবারই তাঁরা বেশ বড়োসড়ো প্রতিমার পুজো করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।এই প্রতিমা তৈরির অন্যতম সেরা কারিগরের সন্ধানে নেমে তাঁরা চাকদার বিশিষ্ট শিল্পী অনুপ গোস্বামীর কথা জানতে পারেন। তারপর তাঁকেই দুর্গাপ্রতিমা তৈরির বরাত দিয়েছিলেন। অনুপবাবু প্রায় মাস তিনেকের অক্লান্ত পরিশ্রমে সর্বোচ্চ সাত ফুটের প্রতিমাটি তৈরির কাজ শেষ করেছেন। ৩১ আগস্ট বুধবার সন্ধ্যায় অনুপ গোস্বামী তাঁর বাড়িতে বসে বাহরিনের দুর্গাপ্রতিমার ফিনিশিং টাচ দিতে দিতে বলেন, ৪ সেপ্টেম্বরের ফ্লাইটে কলকাতা থেকে এই মূর্তিটি বাহরিনে পাঠানোর সমস্ত প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে শেষ করা হয়েছে।এই দুর্গাপ্রতিমার মূর্তিগুলি পৃথকভাবে এবং ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতায় তৈরি করা হয়েছে।দুর্গামূর্তির উচ্চতা মোট সাত ফুট, লক্ষ্মী-সরস্বতী দেবীর উচ্চতা পাঁচ ফুট এবং কার্তিক-গণেশ মূর্তির উচ্চতা চার ফুট। ফ্লাইটে পরিবহনের সুবিধার জন্য প্রতিটি মূর্তিকে বিশেষভাবে তৈরি বাক্সে সযত্নে ভরা হয়েছে। তিনি বলেন, বিদেশের মাটিতে দুর্গাপুজো আয়োজনের কথা শুনলেই বাঙালি হিসেবে আমরা অত্যন্ত গর্ব অনুভব করি। সেখানে যখন আমার মতো কয়েকজনের হাতে তৈরি প্রতিমায় বিদেশে দুর্গাপুজো হবে শুনি তখন ভালো লাগার আর সীমা পরিসীমা থাকে না।

দ্বাদশ বর্ষ ধরে তুমি নাই
হৃদয়ের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই

তরুণ ভূষণ গুহ

প্রকট : ১৭ নভেম্বর ১৯৩১
অপ্রকট : ৫ অক্টোবর ২০১০

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি
ও আলিপুর বার্তা পরিবার

Alipur Barta: 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 49, 1 October - 7 October, 2022

বিদেশের নয়া নিম্নগামিতাতেও অনেকটাই মজবুত ও টেকশই ভারতের বাজার

পার্থসারথি গুহ

অর্থনীতি

ভারতের শেয়ার বাজারের গুরুত্বপূর্ণ সূচক নিফটি গত এক সপ্তাহে বেশ কিছুটা পড়ে ১৭ হাজারের সামান্য নিচে এসেছে। যদিও এই মুহূর্তে ভারতের অভ্যন্তর থেকে তেমন কুকথা আসছে না। অর্থাৎ সবটাই আমেরিকা ও ইউরোপের মন্দার জের। মার্কিন মুলুকে মন্দা থেকে বাঁচতে চড়া হারে সুদ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। তার নিরিখেই বিক্রি এসেছে বিভিন্ন বাজারে। ভারতের বাজার যে আমেরিকা–ইউরোপের মতো ভঙ্গুর নয়, তাও বোঝা যাচ্ছে সেসব দেশ নতুন লো করা সত্ত্বেও এদেশের সূচক কিন্তু সেভাবে আর পড়ে নি। সয়ে নেওয়ার ভরপুর লক্ষণ দেখাচ্ছে ভারতের অর্থবাজার।

ভারতের শেয়ার বাজার আগামী এক বছরের নিরিখে কোন অবস্থানে থাকতে পারে তা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। যথারীতি এর মধ্যে দুটি পক্ষ আড়াআড়িভাবে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করা শুরু করেছেন। চট করে বলে দেওয়া যায় না বাজারের ভবিষ্যত ভালো না খারাপ হতে চলেছে। অনেকে আবার এও বলছেন এক বছর সময় যথেষ্ট। পরের কথা না ভেবে এই এক বছরেই এখন মনোনিবেশ করবে শেয়ার বাজার। তার মধ্যে যথারীতি কিছু শেয়ারের দামে উত্থান আসবে। আবার পতনও দেখা যাবে বেশ কিছু শেয়ার বা সেক্টরে। মোটের ওপর একটা ভোলাটাইল পরিস্থিতির মধ্যে বাজার বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হতে পারে। তাতে অবশ্য যাঁরা নিয়মিত ট্রেডিং করে কেনা–বেচা চালিয়ে যাতে পারবে তাঁদের অসুবিধার কিছু নেই। খালি খেয়াল রাখতে হবে কোন শেয়ারটার সাপোর্ট ও রেজিস্ট্যান্স ঠিক কোন জায়গায় আছে। এই মোদ্দা জিনিসটা ধরে নিয়ে কাজ করতে পারলে এই অস্থির জমানাতেও ভালো মুনাফা আসা সম্ভব। তবে খুব দক্ষ ট্রেডার ছাড়া নিতান্ত নবীশ বা সাধারণ ট্রেডারদের কোনও হঠকারিতার জায়গা নেই এখানে। শেয়ার বাজারে রোজ এমন কিছু ঘটনা ঘটে যার সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির সেভাবে কোনও মিল নেই। ধরা যাক কোনও শেয়ারের দাম বাড়তে বাড়তে হয়তো মহীরূহ ছুঁয়ে ফেলল। তারপরেই তাকে গ্রাস করল এক ভয়াবহ পতন। যার হাত ধরে নতুন করে নিচের দিকে তলিয়ে যেতে থাকল শেয়ারটি। এ খেলা বহুদিন ধরেই চলে আসছে অর্থবাজারে। ভারত বলে নয়, তামাম দুনিয়ার শেয়ার বাজারেই এমন নাটকের শুরু ও যবনিকাপাত ঘটে চলেছে অহরহ। তবে তার মধ্যে যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা বাজারের এই তুর্কীনাচনের সঙ্গে তাল রাখার ধান্দায় না গিয়ে বেছে নেন এসআইপি বা সিস্টেমিক ইনভেস্টমেন্টের পদ্ধতি। অর্থাৎ নিয়ম মেনে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ করা শেয়ার বাজারের জন্য। মাসের একটা সুনির্দিষ্ট সময় যা ব্যাঙ্কের খাতা হয়ে বয়ে যায় বাজারের দিকে। ইতিহাস বলছে, এমনভাবে যাঁরা ট্রেড করে থাকেন শেষপর্যন্ত তাঁরাই তাঁদের অস্তিত্ব ধরে রাখতে পারেন শেয়ার বাজারে। নচেৎ লবডঙ্কা মিলতে সময় নেয় না। এমনকি তুমুল আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যেও পড়তে হয় এলোমেলো শেয়ার ট্রেডিংয়ে। সেজন্যই বাজার বুল থাকুক আর বেয়ার, এসআইপি ধরে রাখাটাই শ্রেয় বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশও ২০২২–র প্রথম থেকে বাজারের বুল রান ধরে রাখা নিয়ে চিন্তান্বিত হয়ে উঠেছিলেন। কারেকশনের ভরপুর ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন তাঁরা। ভারতের অর্থবাজারের আপাত বৃদ্ধি নিয়ে যথেষ্ট সন্দিহান ছিল যথেষ্টই। সেই চিন্তাকে মান্যতা দিয়ে ইতিমধ্যেই ভারতের অর্থবাজার প্রত্যক্ষ করেছে একটা বড় মাপের কারেকশন। বলাবাহুল্য, ১০ শতাংশের বেশি এই কারেকশন পর্ব প্রায় মাস তিনেক চলার পর এখন সংশোধনীর খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে ভারতের শেয়ার বাজার। যথারীতি বেয়ার নামক রাক্ষস গ্রাস থেকে রক্ষা মিলেছে নিফটি ও সেনসেক্স নামক বাজারের চন্দ্র–সূর্যের। এখন এটাই দেখার এই বুল ট্রেন্ড আপাতত কতদিন অব্যাহত থাকে। এমনিতে বিদেশের অর্থবাজার থেকে অনেক খারাপ খবরাখবর বা উপাদান থাকলেও অতি সম্প্রতি বৃদ্ধির সুসংবাদ এসে ফের গোটা মার্কেটকে প্রাণবায়ু দিয়েছে। এটা এখন কতদিনের রসদ ভরে এসেছে সেটার দিকে আগামী দিনে নজর থাকবে সকলের। এখনকার প্রেক্ষিতে যে ট্রেডিং চলছে তাতে একটা জিনিস সাফ বোঝা যাচ্ছে নিফটির জন্য ১৮ হাজারের কাছাকাছি লেবেলটা যেমন খুব কঠিন হার্ডলস, ঠিক তেমনই ১৬,৪০০–৫০০–র জায়গাটা বড় মাপের সাপোর্ট। এই বন্ধনীর মধ্যে কিছুদিন অর্থবাজার ঘুরপাক খেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১ অক্টোবর – ৭ অক্টোবর, ২০২২

মেষ রাশি : মনে চঞ্চলতা ও অন্যমনস্কতা বৃদ্ধি। যে কোনও কর্মে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাবোধ। কর্মক্ষেত্রে দূরে বদলির সম্ভাবনা। দাম্পত্য সম্পর্কের হানি হতে পারে। শ্লেষ্মা জনিত রোগ ও উদর পীড়া বৃদ্ধি। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে সতর্কতার সঙ্গে কর্ম করুন নতুবা ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা। অতিরিক্ত ব্যয়ের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : মন্দিরে বা সার্বজনিক স্থানে গাছ লাগান।

বৃষ রাশি : স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্কতার প্রয়োজন। শারীরিক পীড়ায় শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় সাফল্য এলেও অর্থের অপচয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভাইবোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। তীর্থযাত্রার সম্ভাবনা ও ধর্মে কর্মে ব্রতী। অপব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : মঙ্গলবার বিবাহিত মহিলাদের ভোজন করান।

মিথুন রাশি : আর্থিক দিক দিয়ে আগের চেয়ে সমৃদ্ধশালী হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মস্থলে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের সঙ্গে যে কোনও জটিল পরিস্থিতিতে প্রশংসা লাভের সম্ভাবনা। সন্তানের পড়াশোনায় অবহেলা চিন্তার কারণ। ঋণ নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি। ব্যবসায় সাফল্য। অর্জিত অর্থ পেতে বিলম্বের সম্ভাবনা। অতিরিক্ত ব্যয়।

প্রতিকার : মাছেদের খাবার খাওয়ান।

কর্কট রাশি : দাম্পত্য অশান্তি কিছুটা কমবে। কোনো রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি হলেও তা থেকে আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা। শিল্পীদের ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ। কর্মক্ষেত্রে বাধা বিপত্তি থাকলেও তা কাটিয়ে উঠবে। ভাগ্যোন্নতির সম্ভাবনা। রাস্তায় সাবধানে চলাফেরা করুন।

প্রতিকার : প্রতিদিন চন্দ্রদেবের পুজো করুন।

সিংহ রাশি : চাকরি থেকে সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা এবং আশানুরূপ ফল লাভে বিলম্ব। গায়িকা, নৃত্যশিল্পী, অভিনয় জগতের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের হস্তশিল্প, সাহিত্যিক প্রভৃতি সৃষ্টিশীল কাজের নিযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। গুরুজনদের অবহেলা করবেন না। তাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হোন।

প্রতিকার : রবিবার সরকারি কর্মীদের তামার বস্তু দান করুন।

কন্যা রাশি : যে কোনও কর্মে ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নেবেন। স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। অপব্যয় বৃদ্ধি, সঞ্চয়ে বাধা। দাম্পত্য সুখ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। হারানো দ্রব্য ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা। জ্ঞাতিশত্রু নিয়ে উদ্বেগ।

প্রতিকার : প্রতিদিন গণেশ পুজো করুন।

তুলা রাশি : সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাগ্রস্তভাব। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে অর্থাগম। চাকরি ক্ষেত্রে পদোন্নতির সুযোগ আসার সম্ভাবনা। ব্যবসার ক্ষেত্রে বাধা এলেও তা কাটিয়ে উঠবেন এবং ব্যবসায় অপ্রত্যাশিত লাভ অমূলক নয়। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ।

প্রতিকার : শুক্রবার মন্দিরে তুলো দান করুন।

বৃশ্চিক রাশি : সন্তানের সাফল্যে মানসিক শান্তি বৃদ্ধি। অংশীদারি ব্যবসায় ঝুঁকি রয়েছে। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি না হয় সেই চেষ্টা করুন। সঙ্গীত, নৃত্য, কবি, লেখক প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সম্মান ও খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছতে পারেন। গুহ্য রোগ, পেটের সমস্যা, শ্লেষ্মা প্রভৃতি রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিদিন হনুমান চাল্লিশা পাঠ করুন।

ধনু রাশি : স্বজনের আচরণে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি। আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সন্তানের অহেতুক আবদার নাজেহাল হতে পারেন। আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা বৃদ্ধি। চাকরিতে সতর্কতার সঙ্গে কাজ করুন নতুবা বিড়ম্বনার শিকার হতে পারেন।

প্রতিকার : প্রতিদিন গুরু মন্ত্র জপ করুন।

মকর রাশি : ব্যবসায়ে বিনিয়োগে সাফল্যের সম্ভাবনা। ভাই বোনের থেকে সাহায্য পেতে পারেন। গুরুজনদের শরীর নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। আত্মীয়ের সঙ্গে অশান্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। দাম্পত্য সুখ থাকবে। শেয়ার বা লটারিতে বিনিয়োগ না করাই ভাল।

প্রতিকার : শনিবার মন্দিরে তিল আর তিল তেল দান করুন।

কুম্ভ রাশি : সঞ্চয়ের সুযোগ আসার সম্ভাবনা। ভাই বোনের সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। মান–সম্মান লাভ। গুরুজনদের প্রতি যত্ন নিন। সন্তানের পড়াশোনায় শুভ ফল লাভ বিলম্ব। পিতার সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে মতান্তর। দাম্পত্য সম্পর্কে হানির সম্ভাবনা থাকলেও তা কাটিয়ে উদ্বেগের অবসান। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : শনিবার গরিবদের ভোজন করান।

মীন রাশি : অন্যের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। ভাই বোনের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করুন। দাম্পত্য সুখ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। অন্যের বিপদে নিজের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আয়ের সুযোগ রয়েছে। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : নিয়মিত সূর্য্য প্রণাম করুন।

উত্তরের আঙিনায়

বিশ্ব পর্যটন দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে হিমালয়ান হস্পিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিসম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক এর উদ্যোগে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দপ্তর ও শিলিগুড়ি পুরনিগমের সহায়তায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে 'বিশ্ব পর্যটন দিবস – ২০২২' উদযাপন করা হল। মেয়র গৌতম দেব এক বিশাল শোভাযাত্রা বের করলেন পর্যটন দিবসকে কেন্দ্র করেন। তাঁর শোভাযাত্রা গোটা শহরকে প্রদক্ষিণ করে শিলিগুড়ি পর্যটন দপ্তরের সামনে গিয়ে শেষ হয়। এদিন মেয়র গৌতম দেব জানান, আমাদের উত্তরবঙ্গ বিখ্যাত পর্যটন শিল্পের জন্য। আর এই দিনটাতো সবার চাইতে একেবারেই আলাদা।আজকের দিনটিতে সারা ভারতের সাথে শিলিগুড়িতেও পালন করা হচ্ছে।আমাদের লক্ষ্য এই পর্যটন শিল্পের সাথে শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের যুক্ত করা। যাতে কাজের সাথে সাথে তাদের আর্থিক দিকটাও সঠিকভাবে বজায় রাখা যায়।

বাস্তুহারাদের বস্ত্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহালয়ার পুণ্য তিথিতে শিলিগুড়ির ১৪নং ওয়ার্ডের বাস্তুহারা কালীবাড়িতে দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্রদান করলেন বাস্তুহারা কালীবাড়ি কমিটি। এদিন দীনদরিদ্রদের মধ্যে বস্ত্রদান করলেন ১৪নং ওয়ার্ড সম্পাদক বিশ্বময় ঘোষ এবং মন্দির কমিটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য সুশান্ত দাস। এছাড়াও দুঃস্থদের হাতে বস্ত্র তুলে দিলেন মন্দির কমিটির অন্যান্য সদস্যরা। উপস্থিত ছিলেন মন্দির কমিটির মহিলা সদস্যরাও। এদিন ওয়ার্ড সম্পাদক বিশ্বময় ঘোষ জানান, মহালয়ার দিনে দুঃস্থদের হাতে তুলে দেওয়া হল বস্ত্র এটা একটা ভালো দিক।

পুজোতে প্রত্যেক মানুষের মনে একটা ইচ্ছা এবং আশা থাকে, কিন্তু নানান সমস্যার জন্য তাদের পক্ষে সেই আশা পূরণ করা সম্ভব হয় না। আজকে মন্দির কমিটির তরফ থেকে বস্ত্রদান হয়ত তাদের মনে কিছুটা হলেও আনন্দ এনে দিলো।

এসি টয়ট্রেন চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি : এনজেপি থেকে দার্জিলিং পযর্ন্ত এসি টয় ট্রেনের উদ্বোধন করলেন সাংসদ রাজু বিসত এবং জন বারলা। আজ সকালে এনজেপি থেকে পতাকা তুলে টয় ট্রেনকে দার্জিলিংগামী করলেন সাংসদ ও মন্ত্রী। এদিন সাংসদ রাজু বিস্ত জানান, এর ফলে মানুষ উপকৃত হবেন। অনেকেই এনজেপি থেকে সরাসরি দার্জিলিং এ দৃশ্য দেখতে দেখতে যেতে চান। এই এসি টয় ট্রেন তাদের সেই সমস্যার সমাধান করে দেবে। এর ফলে উত্তরবঙ্গ তথা শিলিগুড়িতে এক নতুন দিগন্তের সৃষ্টি হবে। উত্তরবঙ্গের পর্যটন শুধুমাত্র ভারত কেন গোটা বিশ্বের কাছে আকর্ষণীয়। এই টয় ট্রেন যদি শুরু করে দেওয়া হয় তবে উত্তরবঙ্গের পর্যটনের আকর্ষণ আরো বাড়বে শুধুমাত্র তাই নয় বহু লোকের কর্মসংস্থান হবে। আর ভারতীয় রেলের কাছে এটাও একটা আলাদা গুরুত্ব পাবে বলে জানান সাংসদ রাজু বিস্ত।

ই–শিক্ষালয় শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাটিগাড়া থানা, শিলিগুড়ি থানা এবং আমবাড়ি ফালাকাটা আউট পোস্টের পর পুলিশ কমিশনারেটের চতুর্থ ই–শিক্ষা কেন্দ্র ভক্তিনগর থানায় আজ থেকে শুরু করা হল। এছাড়াও অন্যান্য উর্ধ্বতন আধিকারিকদের উপস্থিতিতে কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেন এসএ কে চতুর্বেদী আইপিএস কমিশনার শিলিগুড়ি পুলিশ। ই–শিক্ষা কেন্দ্রটি এলাকার সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের বিনামূল্যে প্রাথমিক কম্পিউটার শিক্ষা প্রদানের জন্য ১০টি কম্পিউটার এবং একটি শ্রেণীকক্ষ দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। প্রথম স্তরে ৩৪ জন শিক্ষার্থীকে কম্পিউটার ক্লাসে ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে অধ্যয়নের উপকরণ এবং স্কুল ব্যাগ প্রদান করা হয়।

ভগৎ সিং স্মরণে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব ও অগ্নিযুগের শহিদ বিপ্লবী । দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি ছিলেন অন্যতম প্রভাবশালী বিপ্লবী । তাঁর ১১৬ তম জন্মদিনে শিলিগুড়ি পুর নিগমের পক্ষ থেকে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন এবং একটি ছোট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল। উপস্থিত ছিলেন মেয়র গৌতম দেব এবং এমআইসি সহ কাউন্সিলর এবং চেয়ারম্যান সহ অন্যান্যরা। এদিন গৌতম দেব জানান, ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য শহিদ ভগৎ সিংহের অবদান ভুলে যাবার নয়। তার সাহস এবং বীরগাথা মানুষের মুখে মুখে ঘুরছে। তাই আজকের দিনটিকে একটা আলাদা দিন হিসাবে গণ্য করা হবে। শহিদ ভগৎ সিংহের জন্য ভারতের মানুষ আজ কিছুটা হলেও চলছে বিশ্বের দরবারে।

শারদ শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুজোর সময় বয়স্কদের হাতে পোশাক এবং পড়ুয়াদের উৎসাহিত করছেন জেলা সভাপতি। তিনি জানালেন, সারা বছর মানুষের কাছে যাওয়া হয় না, তাদের সুবিধা এবং অসুবিধার কথা জানা যায় না, কত যে মেধাবী ছাত্রছাত্রী আছে যারা অত্যন্ত মেধাবী, কিন্তু তাদের পড়াশোনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সামর্থ নেই। তাদের পাশেই আমরা দাঁড়াতে চেষ্টা করব জানালেন দার্জিলিং জেলা সভাপতি। আমরা চেষ্টা করছি যাতে মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা একটু হলেও যাতে পড়াশোনা করতে পারে। তাদের ভবিষ্যতের জন্য তৃণমূল কংগ্রেস যদি একটু পাশে দাঁড়াতে সফল হয় তবে আমরা বুঝব অনেক করলাম। এদিন ছাত্রছাত্রীরা পাপিয়া ঘোষের সাথে তাদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। তারা জানান পরবর্তীতে কীভাবে তাদের অসুবিধা হতে পারে। জেলা সভাপতি তাদের কথা মন দিয়ে শোনেন এবং তাদের সমস্যা সমাধানের কথা দেন। জেলা সভাপতি জানান, আমি শুনেছি ওদের কথা এবং ওদের সমস্যার কথা, আমি কথা দিয়েছি ওদের যে ওদের সমস্যার সমাধান আমি করবো। যারা যা নিয়ে পড়াশোনা করছে তারা সেই দিকেই সাহায্য পাবে, আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব যাতে সবাই নিজের জায়গা থেকে এগিয়ে যেতে পারে।

দূর্গাপূজা কার্নিভাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাটিগাড়া থানা, শিলিগুড়ি থানা এবং আমবাড়ি ফালাকাটা আউট পোস্টের পর পুলিশ কমিশনারেটের চতুর্থ ই–শিক্ষা কেন্দ্র ভক্তিনগর থানায় আজ থেকে শুরু করা হল। এছাড়াও অন্যান্য উর্ধ্বতন আধিকারিকদের উপস্থিতিতে কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেন এসএ কে চতুর্বেদী আইপিএস কমিশনার শিলিগুড়ি পুলিশ। ই–শিক্ষা কেন্দ্রটি এলাকার সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের বিনামূল্যে প্রাথমিক কম্পিউটার শিক্ষা প্রদানের জন্য ১০টি কম্পিউটার এবং একটি শ্রেণীকক্ষ দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছে। প্রথম স্তরে ৩৪ জন শিক্ষার্থীকে কম্পিউটার ক্লাসে ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে অধ্যয়নের উপকরণ এবং স্কুল ব্যাগ প্রদান করা হয়।

যানজট কমাতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিলিগুড়ি মিউনিসিপাল কর্পোরেশনের অষ্টম বোর্ড মিটিং আজ অনুষ্ঠিত হল শিলিগুড়ি পুরভবনে। মেয়র গৌতম দেবের নেতৃত্বে আজকের বোর্ড মিটিংয়ের মূল বিষয় ছিল

পুজোর সময় যানজট ব্যবস্থা এবং জলের ব্যবস্থাকে কীভাবে স্বাভাবিক রাখা যায়। মেয়র গৌতম দেব এবং ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার দুজনেই অতিরিক্ত যানজটের বিরুদ্ধে কথা বলেন। মেয়র এবং ডেপুটি মেয়র দুজনেই পুজোর সময় যানজট ব্যবস্থা যাতে ঠিক থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে বলে নির্দেশ দেন কাউন্সিলারদের। প্রতিটি ওয়ার্ডেই রাখা হবে অতিরিক্ত ট্রাফিক বলে জানান ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। পুজোর সময় যাতে সাধারণ মানুষের এই যানজট নিয়ে কোনও হয়রানি না হয় সেটা দেখবার পক্ষে সওয়াল করেন শিলিগুড়ির ১৪নং ওয়ার্ড কাউন্সিলার এবং এম আই সি শ্রাবণী দত্ত।

অন্যদিকে বিরোধীরা শুধুমাত্র উদ্বোধন এবং সম্বর্ধনা ছাড়া আর কিছুই হচ্ছে না বলে অভিযোগ তোলেন। তারা আরো অভিযোগ করেন দিনের পর দিন গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোকে পিছিয়ে রেখে শুধুমাত্র আড়ম্বরের দিকে নজর দিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের পুরসভা।

বয়স্কদের বস্ত্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : মানবাধিকার সংগঠন আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের পক্ষ থেকে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসত সদর হাসপাতাল চত্বরে এক গুণীজন সম্বর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের অনুষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে ছিলেন সংগঠনের কর্মী দেবাশিস বিশ্বাস ও পারমিতা ঘোষ। গুণীজন সম্বর্ধনার প্রায় ২৪–২৫ জন ব্যক্তিত্বকে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। এদিন সম্বর্ধিত হন বারাসত সদর হাসপাতাল ও বারাসত মেডিকেল কলেজের বিশিষ্ট চিকিৎসকদের অধ্যক্ষ ডা. মানস কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, উপাধ্যক্ষ ডা. প্রবীর কুমার মুখোপাধ্যায়, সুপার ডা. সুব্রত মণ্ডল, নার্সিং মেট্রন সীমা মহাপাত্র, পিয়ালি দাস, নিবেদিতা মিত্র, আকাশ মজুমদার, মলয় দাস, নিরাপত্তা কর্মী আবু হোসেন, সাফাই কর্মী চিন্তামণি ওঁরাও, গ্রুপ ডি কর্মী রজত দাস, পশুপ্রেমী সৌমেন্দু সাউ সহ বেশ কয়েকজন সাংবাদিক ও চিত্র সাংবাদিকগণ এমনটাই জানালেন, সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মী দেবাশীষ বিশ্বাস।

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি
৫৭/১এ চেতলা রোড, আলিপুর,
কলকাতা ৭০০ ০২৭
রেজিস্ট্রেশন নং–এস/৬৬৭০

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সমিতির সকল সভ্যবৃন্দকে জানানো যাচ্ছে যে আগামী ১৬ অক্টোবর ২০২২ নিম্নলিখিত বিষয় সমূহ আলোচনার জন্য সামালি বিবেক নিকেতনে সকাল ১১ টায় নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

কোভিড বিধি মেনে উক্ত সভায় উপস্থিত থাকার জন্য সকলকে একান্তভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

চেতলা, আলিপুর
০১/১০/২০২২

প্রণব গুহ
সাধারণ সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়

১। গত সাধারণ সভার বিবরণী পাঠ ও অনুমোদন।
২। সাধারণ সম্পাদকের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ।
৩। গত আর্থিক বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ ও অনুমোদন।
৪। সমিতির বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা।
৫। বিবিধ।

বিঃ দ্রঃ কোভিড পরিস্থিতি অনুযায়ী ভার্চুয়াল সভার আয়োজনও করতে হতে পারে।

মাননীয়া মৎস্য অধিকর্তা, মৎস্য দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এর প্রেরিত আদেশনামা (পত্র স্মারকসংখ্যা MW1242/MW–11Part–II, dt.02.09.2022) অনুযায়ী, এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, যে সমস্ত ফিসিং বোটগুলির (3163Nos) বিগত ৫বছর বা তার অধিককাল যাবৎ কোন e–li–cence নবীকরন করা হয়নি, সেগুলির রেজিষ্ট্রেশন বাতিল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল ।

স্বাঃ–
সহ মৎস্য অধিকর্তা (সামুদ্রিক)
ডায়ন্ডহারবার,দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

শব্দবার্তা ২১৯

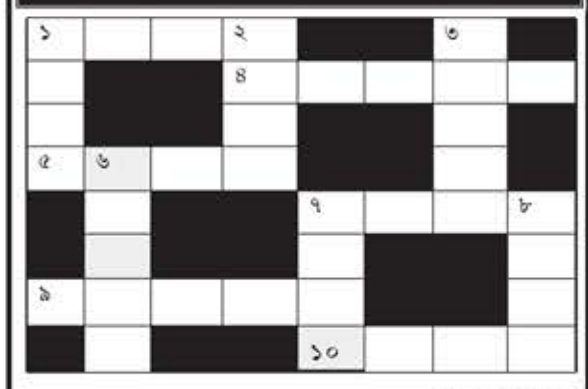

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। অহংকার, গর্ব ৪। ভবসিন্ধু ৫। ক্রমান্বয়ে, পাশাপাশি ৭। মহাভারতে বর্ণিত কাশীরাজ ৯। রমনীদের প্রতি একান্ত অনুগত ১০। ছবি।

উপর–নীচ

১। শাপ ২। আকাশে বিচরণকারী ৩। সৌভাগ্যবান ৬। কৈলাশ পর্বত ৭। দিবস রজনী ৮। বধ, বিনাশ।

সমাধান : ২১৮

পাশাপাশি : ১। তপন ৪। জোয়াল ৫। বাজনদার ৬। আলোচনা ৭। একবার ৯। শক্তিসাধক ১১। হালত ১২। ইজ্জত।

উপর–নীচ : ১। তলব না ২। নন্দন ৩। খবরদার ৪। জোরালো ৭। একহাত ৮। রাজিত ১০। সারাই।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

মানবিক ডাক কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্যানিং ডাকঘরের এক ডাক কর্মী। ফেরত দিলেন কলকাতা পুলিশের টাকা। ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত ক্যানিং–হেড়োভাঙা রুটের তাঁতকল পাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ক্যানিংয়ের ট্যাংরাখালি গ্রামের যুবক রাজকুমার হালদার। তিনি কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল পদে কর্মরত। তার একমাত্র সন্তান অসুস্থ। চিকিৎসার জন্য ভেলোরে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সেই মতো ট্রেনের অগ্রিম টিকিট কাটার জন্য বুধবার গ্রামের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ক্যানিং ষ্টেশনে গিয়েছিলেন টিকিট কাটার জন্য। রাস্তায় তাঁর মানিব্যাগ পড়ে যায়। যার মধ্যে প্রায় নগদ ১৫ হাজার টাকা, কলকাতা পুলিশের পরিচয় পত্র সহ অন্যান্য মূল্যবান কাগজপত্র ছিলো। ডাকঘরে যাচ্ছিলেন ডাককর্মী নন্দলাল নস্কর। রাস্তায় পড়ে থাকা মানিব্যাগটি তার নজরে পড়ে। তিনি তৎক্ষণাৎ কুড়িয়ে নেন। তিনি জানিয়েছেন পরিচয় পত্র পেয়ে ফোন করেছিলাম। সঠিক ব্যক্তির হাতে হারিয়ে যাওয়া মানিব্যাগ ফেরত দিতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে।

পুলিশের উদ্যোগে ধর্ষকের সাজা

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতিনিয়ত নারী নির্যাতন বেড়েই চলেছে,বেড়ে চলেছে ধর্ষণের ঘটনাও। বারে বারে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে। সেখানে পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে সন্তুষ্ট নন সাধারণ মানুষ। কারণ অনেক ক্ষেত্রে প্রমাণের অভাবে অভিযুক্ত ছাড়া পেয়ে যায়। কুলতলি ও বাসন্তী থানার পুলিশের উদ্যোগে পকসো আইনে ধর্ষকের ২০ বছর সাজা ঘোষণায় বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো। যা আগামী দিনে সমাজ কে আরো জাগ্রত করে তুলবে এবং অসামাজিক কার্জকর্ম হ্রাস পাবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

উল্লেখ্য, পকসো আইনের পৃথক দুটি ঘটনায় আসামির কুড়ি বছর করে সাজা ঘোষণা করল বারুইপুর মহকুমা পকসো ও আলিপুর পকসো আদালত। গত ২০ সেপ্টেম্বর এই সাজা দুটি ঘোষণা করেন আলিপুর অ্যাডিশনাল ডিসট্রিক্ট জজ ও বারুইপুর অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজ। এই নিয়ে গত ৬ মাসে দুই আদালতে ৮ জনকে পসকো ধারায় অভিযুক্ত করে দ্রুত সময়ের মধ্যে সাজা ঘোষণা করা হলো।

প্রথম ঘটনাটি ঘটে কুলতলিতে। এক নাবালিকা কে প্রেম ভালোবাসা করে ফুঁসলিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায় প্রভাত পুরকাইত নামে রায়দিঘির এক ব্যক্তি। কুলতলি থানাতে অভিযোগ হয় গত ২০১৮ সালে ২৯ মে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে কুলতলি থানার পুলিশ। নাবালিকাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হলেও অভিযুক্ত ছিলো ফেরার। পুলিশ নাবালিকাকে হোমে পাঠায়। পরবর্তী সময় হোম থেকে ছাড়া পায় নাবালিকা। পুনরায় ওই অভিযুক্ত তাকে বিয়ে করে গোপনে অন্যত্র বসবাস শুরু করে। এমনকি তাদের এক সন্তানও হয়। পুলিশ আবারও আসামী কে ধরার জন্য খোঁজ খবর শুরু করে। গত ২০২১ এ ডিসেম্বরে রায়দিঘী থানা এলাকা থেকে অভিযুক্ত কে পাকড়াও করে কুলতলি থানার পুলিশ। তারপর এসআই শুভময় দাস ওই তদন্তের ভার নেন এবং খুব দ্রততার সাথে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। এবং কেসের শুনানি শুরু হয়। সমস্ত তথ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে বারুইপুর অতিরিক্ত জেলা জজ সন্দীপ মান্না অভিযুক্ত কে কুড়ি বছরের সাজা ও ১৭ হাজার টাকা জরিমানা করেন । এই টাকা অনাদায়ে আরো ছয় মাস সাজা ঘোষণা । দক্ষ দুঁদে পুলিশের জন্য খুব কম সময়ে এমন সাজা ঘোষণা এক বিরল দৃষ্টান্ত। পাশাপাশি নাবালিকাকে বিয়ে করে সন্তান হলেও আইনের চোখে ছাড় পাওয়া যায় না,তা আদালতের এই রায় অনন্য বিরল দৃষ্টান্ত। যা সমাজ ব্যবস্থাকে আমূল বদলে দেবে। অন্যদিকে, ঘটনা প্রসঙ্গে তদন্তকারী অফিসারদের কে কুর্ণিশ জানিয়েছেন প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিক অরিন্দম আচার্য। তিনি বলেন, পুলিশের এমন দৃষ্টান্ত মূলক কর্মের জন্য দুষ্কৃতীরা আগামী দিনে দুষ্কর্ম করার আগে চিন্তা করবে এবং সাহস পাবে না। পাশাপাশি পুলিশের প্রতি মনোবল বাড়বে সাধারণ মানুষের এবং সমাজে নাবালক–নাবালিকা বিয়ে বন্ধ হতে বাধ্য।'

আচমকা বন্ধ নদী বাঁধের কাজ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায় : সুন্দরবনের কুলতলির বেহাল নদী বাঁধের কাজ আচমকা বন্ধ। দ্রুত কাজ চালুর আশ্বাস স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানের। সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকার বেশিরভাগ গ্রামগুলি নদীমাতৃক এলাকা। একদিকে নদী আর আরেক দিকে ম্যানগ্রোভ অরণ্য আর নদীর গা ঘেঁষে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে একের পর এক গ্রাম। কুলতলি থানা এলাকার দেউলবাড়ি দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকার গ্রামগুলি নদীর বাঁধের কাছে। সুন্দরবনে বিগত কয়েক বছর ধরে আয়লা,আমফান, ইয়াস, বুলবুল, ফনির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে পুরো তছনছ করে দিয়ে গেছে। একের পর এক বাড়ি নদীর গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ক্রমশ গ্রাস করছে নদী। কুলতলির দেউলবাড়ি

দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মাতলা নদীর পাড়েই বাঁধ ঘেষা এই দেবীপুর গ্রাম। একটু জলোচ্ছ্বাস হলে আবার কখনো কোটালে প্রায় সময় জল ঢুকে যায় গ্রামের মধ্যে। এই সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের প্রধান জীবিকা মাছ কাঁকড়া ধরা। সাথে সাথে যেটুকু জমি আছে সেই জমিতে ফসল ফলিয়ে তাদের কোনওমতেই চলে সংসার। আর এই নদীর জল চাষের জমিতে বাঁধ ভেঙে নদীর লবণ জল ঢুকে পড়ে তাতে চাষের পক্ষে অনেকটাই ক্ষতি কারক কারণ এই নদীর লবণ জল চাষের জমিতে ঢোকার কারণে প্রথম চাষ তো নষ্ট হবেই সাথে সাথে কয়েক বছর চাষের ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে। যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই সমস্ত গ্রামের কৃষকরা। এই গ্রামবাসীদের মূল দাবি, এই দেউলবাড়ি দেবীপুর গ্রামে মাতলা নদীর বাঁধটি শেষ বামফ্রন্ট আমলে কংক্রিটের বাঁধ তৈরি হয়েছিল সেই বাঁধ আইলা ঝড়ে পুরো ভেঙে নষ্ট হয়ে যায়। তারপরে কোনো ভাবেই মেরামত করা হয়েছিল। এবার সেই বাঁধের আবার নতুন করে কোনভাবে বাঁশ দিয়ে বস্তা করে মাটি ভরে কোনোভাবেই মেরামত করা হচ্ছে ছিল। কিন্তু গ্রামবাসীদের দাবি, তাদের এই বাঁধটি যে কোনো ভাবে কংক্রিটের তৈরি করে দিতে হবে। এ ব্যাপারে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান সতীশ সরদার বলেন, বাঁধ মেরামতের কাজে কিছু সমস্যা হওয়ায় আপাতত বাঁধ মেরামতের কাজ বন্ধ আছে। পুজোর পরে আবার চালু হবে।

বাজি ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স নবীকরণ বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক বছর হল রাজ্যের কয়েক হাজার বাজি ব্যবসায়ীদের ব্যবসা বন্ধ। কেন বাজি ব্যবসায়ীদের 'লাইসেন্স' নবীকরণ স্থগিত রাখা হয়েছে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জেলা শাসক, দমকল, রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের আধিকারিকদের স্পষ্ট কোনও উত্তর নেই এই কথা বলেন উৎসব সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক গোবিন্দ চক্রবর্তী।

গোবিন্দবাবু জানান, মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ হল এ যেন 'নীরি'র কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে পরিবেশ বান্ধব বাজি বানাতে হবে। নীরির শংসাপত্র না থাকলে বাজি উৎপাদকেরা লাইসেন্স পাবে না।

রাজ্যের বিশাল সংখ্যক উৎপাদকদের মধ্যে কতজন নীরির কাছ থেকে আইনি প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তার সঠিক তথ্য না থাকায় উৎপাদকদের লাইসেন্স নবীকরণ বন্ধ। কিন্তু ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে কোর্টের কোনও নির্দেশ নেই এই ক্ষেত্রে কমিটির সংশ্লিষ্ট

আধিকারিকদের কাছে আবেদন হল পরিবেশ বান্ধব বাজি বিক্রিকরণ এরকম একটা বয়ান নিয়ে বাজি ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স নবীকরণ করা।

গোবিন্দবাবু জানান, উৎপাদক এবং বিক্রেতার লাইসেন্স বন্ধ কিন্তু উৎপাদন ও হচ্ছে পাশাপাশি বিক্রিও হচ্ছে এর ফলে রাজ্য সরকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, অপর দিকে বেআইনিদের সুযোগ বাড়ছে।

ম্যানগ্রোভ লাগানোর উদ্যোগে

নিজস্ব প্রতিনিধি : রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে বুধবার কুলতলি ব্লকের কৈখালিতে ICAR-NICRA প্রজেক্টের মাধ্যমে মাতলা নদীর পাড়ে এক বিরাট ম্যানগ্রোভ বনসৃজন অনুষ্ঠিত হলো।এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কৃষি দপ্তরের সহ-কৃষি অধিকর্তা সৌরভ পারিয়া, বনদপ্তরের রায়দিঘি রেঞ্জার শুভায়ু সাহা সহ আরো অনেকে। আমফান এবং ইয়াস ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মাতলা নদীর কৈখালী শ্মশান ঘাটের পার্শ্ববর্তী এক বিস্তীর্ণ ও অরক্ষিত নদী বাঁধ এই বনসৃজন প্রকল্পের জন্য বেছে নেওয়া হয় এদিন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনদপ্তরের থেকে প্রাপ্ত বাণী, গরান, কাঁকড়া, কেওড়া, ইত্যাদি বিভিন্ন রকম গাছ

সহযোগে প্রায় পাঁচ হাজার গাছের চারা গ্রামবাসীবৃন্দ মিলে এদিন এই চরে রোপন করেন। এই বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান সহ সমস্ত বিজ্ঞানী বৃন্দ উপস্থিত হয়ে নিজ নিজ হাতে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে গ্রামবাসীদের মধ্যে উৎসাহ দেন। বৃক্ষ রোপণ শেষে উপস্থিত গ্রামবাসীগণ সংকল্প করেন ছাগল চরানো বা মিন সংগ্রহের মত কাজকর্ম ঠেকিয়ে রেখে এই গাছগুলিকে বড় করার জন্য তারা সর্বতোভাবে চেষ্টা করবেন। এ বিষয়ে এদিন নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের তরফ থেকে ডঃ চন্দন কুমার মন্ডল বলেন, ICAR-NICRA প্রজেক্ট-এর প্রধান উদ্দেশ্য গ্রামগুলোকে সব ধরনের প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা থেকে বাঁচিয়ে রেখে কৃষিকার্য এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ম্যানগ্রোভ অরণ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে নদী বাঁধ গুলো আরো বেশি সুরক্ষিত হলে ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছ্বাসের প্রভাব থেকে গ্রামগুলো রক্ষা পাবে। আর তাই তাদের সুন্দরবন বাঁচাতে এই কর্মসূচি পালন করা হলো।

পঞ্চায়েতের দুর্নীতির অভিযোগে ডেপুটেশন বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী ব্লকের ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে পঞ্চায়েতের একাধিক প্রকল্পে দুর্নীতি,দীর্ঘদিন ধরে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানহীন সহ বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভ দেখায় সিপিআইএমের কয়েকশো কর্মী

সমর্থক। পাশাপাশি বিভিন্ন দাবিতে ডেপুটেশন তুলে দেয় পঞ্চায়েতের এন এসের হাতে।

ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ইউসুফ আনসারি। কিন্তু বিভিন্ন কারণবশত প্রধান পঞ্চায়েতে ঢুকতে পারে না। আর দীর্ঘদিন এই পঞ্চায়েতের প্রধান না থাকার কারণে বিভিন্ন প্রকল্পে এবং পঞ্চায়েতের বিভিন্ন কাজে বঞ্চিত হচ্ছে এই গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে হাজার হাজার মানুষজন এমনি অভিযোগ বিক্ষোভকারীদের। এমনকি প্রধানহীন এই গ্রাম পঞ্চায়েতের ১০০ দিনের কাজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন দুর্নীতির আখড়া হয়ে উঠেছে। এদিকে দীর্ঘদিন ধরে এই গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান না থাকার কারণে অচলাবস্থা হয়ে উঠেছে এমনি অভিযোগ। আর এই সমস্ত দাবিতে কয়েক ঘন্টা বিক্ষোভ দেখায় সিপিআইএমের কর্মী সমর্থকরা। এরপর এক প্রতিনিধি দল বিভিন্ন দাবিতে ডেপুটেশন তুলে দেয় ফুলমালঞ্চ পঞ্চায়েতের এন এসের কাছে। এদিনের বিক্ষোভ ও ডেপুটেশনে উপস্থিতি ছিলেন সিপিআইএমের জেলা সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য অনির্বাণ ভট্টাচার্য, সদস্য রতন বসু, ডিওয়াইএফআইয়ের বাসন্তী লোকাল কমিটির সম্পাদক তথা জেলা কমিটির সদস্য তনুময় মন্ডল প্রমুখ।

বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে

মেগা যুব উৎসবে মানুষের ঢল

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৭ সেপ্টেম্বর ভারত সরকারের যুব ও ক্রীক্ষা মন্ত্রকের অধিনস্ত সংস্থা বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে বারুইপুর রবীন্দ্র ভবনে হয়ে গেল মেগা যুব উৎসব। প্রায় ১০০০ জন যুবক-যুবতী বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। বিষয় ছিল পেন্টিংস, মোবাইল ফটোগ্রাফী, কবিতা লেখা, যুব কনভেনশন, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা এবং কালচারাল ফেস্টিভ্যাল। অনুষ্ঠানের প্রদীপ প্রজ্বলন করেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রিন্সিপাল স্বামী একাচিত্তনন্দ মহারাজ। এছাড়াও মঞ্চ আলো করে উপস্থিত ছিলেন স্বামী সর্বলোকানন্দ মহারাজ, বিধায়ক অনুপ সাহা, শিক্ষক অমল নায়েক, প্রাক্তন পুলিশ অফিসার অরিন্দম আচার্য্য, আলিপুর বার্তার কার্যকরী সম্পাদক প্রণব গুহ, প্রাক্তন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মৃণাল কান্তি নস্কর, অলকানন্দ সরকার, সুরভী মুখার্জী, মানস নস্কর, দেবাশীষ চৌধুরী, সুফল ঘাঁটু, নিতিশ মণ্ডল, অলোক হালদার, দুলাল মজুমদার, ডাঃ তরুণ রায়, কামিনী কুমার গুছাইত এবং সর্বোপরি এনএসএসের রিজিওনাল ডিরেক্টর বিনয় কুমার ও দপ্তরের এপিএ কপিল কুমার। স্বাগত বক্তব্য দেন দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর ডাঃ রজত শুভ্র নস্কর। অডিটোরিয়াম ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। প্রতিটি প্রতিযোগিতাই ছিল চোখে পড়ার মতো। বিশেষ করে কালচারাল ফেস্টিভ্যাল দর্শকদের মুগ্ধ করে। উপস্থিত গুণীজনরাও অনুষ্ঠানের আয়োজনের প্রশংসা করেন। সন্ধ্যায় সফল প্রতিযোগীদের শংসাপত্র ও পুরস্কার প্রদান করা হয়।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ৪৯ সংখ্যা, ১ অক্টোবর – ৭ অক্টোবর, ২০২২

মাতৃরূপেণ...

কলকাতা ও শহরতলির বিভিন্ন পুজো প্যান্ডেলে মানুষের ঢল নেমেছে। প্রকৃতপক্ষে দেবী পক্ষের সূচনাতেই এবারের বাংলায় মা দুর্গার আরাধনা অনেক বেশি পরিমানে আয়োজন হয়েছে। এক দিকে ইউনেস্কোর দুর্গাপুজো নিয়ে বাংলাকে স্বীকৃতি প্রদান অন্যদিকে দুবছরের মহামারি অতিক্রম শেষে মা দুর্গার আরাধনা। এবারের পুজোর ক্লাবগুলি সরকারি সাহায্য অন্যান্য বছরের তুলনায় কিছুটা বেশি পেয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই আড়ম্বর একটু বেশি। কিন্তু বাংলার ঐতিহ্য দুর্গাপুজোর ক্ষেত্রে কতটুকু রক্ষিত হয়েছে বা হচ্ছে তা অবশ্যই বাংলার প্রতিনিধি স্থানীয় যারা আছেন তাদের ভেবে দেখার অবকাশ আছে।

দুর্গা পুজোর ঢাকে কাঠি পড়ার আগেই বিভিন্ন সংস্থা ও টিভি চ্যানেল থেকে পুরস্কার দেওয়ার হিড়িক পড়ে যায়। পুরস্কার সব সময়ই উৎসাহ ব্যঞ্জক। কিন্তু কতটা পক্ষপাতিত্ব মূলক তা নিয়ে প্রতি বছরই বিভিন্ন উদ্যোক্তাদের মনে, ক্লাবগুলির মধ্যে একটা ক্ষোভ ও ঠাণ্ডা লড়াই চলতেই থাকে। পুরস্কার দেওয়ার প্রথম প্রচলন করেছিল একটি রঙের কোম্পানি তারপর শারদ সম্মান দেওয়ার এবং সেই সব স্মারকগুলি থরে থরে পুজো প্যান্ডেলে সাজিয়ে রাখার এবং জৌলুস জাহির করার প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। কর্পোরেট ভাবনার আড়ম্বরে পুজোর মাধুর্য, ঐতিহ্য ও ভক্তির পরিবেশ ক্রমশ নেমে আসছে। অধিকাংশ নামী দামি ক্লাবগুলি থিম পুজোর নামে বিকৃত দেবী প্রতিমা করে থাকে। শাস্ত্রীয় বিধি লঙ্ঘন করে সম্পূর্ণ অবান্তর শৈল্পিক সৃষ্টিকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে দিনের পর দিন। আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল সৃষ্টির ভাবনা দূরে থাক শুধুমাত্র বিজ্ঞাপনী চমকের তাগিদে, লোকটানার কৌশলে যে সমস্ত ক্লাবগুলি নিজেদের এগিয়ে রাখতে পারছে তারাই হচ্ছে 'পুরস্কৃত এবং গণমাধ্যম চর্চিত'।

আগের পুজোয় বাজেট অনেক কম থাকলেও আন্তরিকতা ছিল অনেক। ক্রমশ সেই প্রেক্ষাপট হারিয়ে গিয়ে বিজ্ঞাপনের ভিড়ে বহু তথাকথিত নামী দামি ক্লাবগুলি নানা রাজনৈতিক নেতা নেত্রীদের ছত্রছায়ায় আসতে শুরু করল। সেকালেও রাস্তা ঘাটে বিজ্ঞাপন ঝুলত। হাল আমলে পথের ধারে বৃক্ষগুলিকে নির্বিচারে ছেটে দিয়ে যে তুমুল বিজ্ঞাপনের বাহার চলতে থাকে চেনা শহর হয়ে যায় অচেনা, পরিবেশ হয়ে যায় প্রকৃতি বিরুদ্ধ। অথচ মা দুর্গার অর্চনা আসলে প্রকৃতিরই পুজো। নব পত্রিকার মাধ্যমে কৃষি সভ্যতার প্রতীক এই দুর্গা উৎসব। শ্রীরামচন্দ্রের অকালবোধনের এই সার্বজনীন রূপ বহু মানুষের মুখে হাসি ফোটায়। অর্থনৈতিক চক্র আরও গতি পায় কিন্তু বর্তমানের বিকৃত দেবী প্রতিমার এই আড়ম্বর প্রজন্মের পর প্রজন্মকে পুজো আচ্চা সম্পর্কে ভুল বার্তা দিয়ে চলেছে।

অবিলম্বে দুর্গা প্রতিমার এই ধারাবাহিক বিকৃতিকরণ, শিল্পের নামে স্বেচ্ছাচার বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। ধারাবাহিক পুরস্কার লাভের তাগিদে বহু ক্লাব নিত্য নতুন থিমের আয়োজন করছে। বহু চমৎকার থিম অনেক ক্লাব উদ্যোক্তাদের বিশেষ বিশেষ মস্তিষ্ক থেকে খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন শিবমন্দির, পুরানের নানা ঐতিহ্য, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস, সনাতন ধর্মের নানা শাস্ত্রীয় ঘটনার ভিত্তিতে অজস্র থিম খুঁজে পাওয়া যায় এই শহর কলকাতাতে। সেখানে দেবী প্রতিমা অবিকৃত থাকে। দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই সব থিমের পুজো তথাকথিত 'শারোদসম্মান বিজেতা' হয়ে উঠতে পারে না। ব্যবসায়িক প্রয়োজনের তাগিদে দুর্গা পুজোকে 'মার্কেট' বানিয়ে ফেলার প্রবণতা এক অসুস্থ ভাবনার পরিচয় দিচ্ছে। দুর্গা পুজো হোক শাস্ত্রীয় বিধি মেনে সামাজিক ঐতিহ্য মেনে। প্রতিযোগিতা হোক, থিমের পুজো হোক মাতৃপ্রতিমাকে অবিকৃত রেখে। তবেই দেবীর বোধন সার্থক হবে। আলিপুর বার্তা পত্রিকার তরফ থেকে সকলের জন্য শারদ শুভেচ্ছা রইল।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র আঠার

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং
তে নমউক্তিং বিধেম।।১৮।।

অগ্নে- হে অগ্নিসম শক্তিমান ভগবান; নয়- কৃপা করে পরিচালিত করুন; সুপথা- সঠিক পথের দ্বারা; রায়ে- আপনাকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য; অস্মান্- আমাদিগকে; বিশ্বানি- সমস্ত; দেব- হে দেব; বয়ুনানি- কার্যাবলী; বিদ্বান- জ্ঞাতা; যুয়োধি- কৃপা করে দূর করুন; অস্মৎ- আমাদের থেকে; জুহুরাণম্- পথের প্রতিবন্ধকগুলি; এনঃ- সকল পাপসমূহ; ভূয়িষ্ঠাম- বার বার; তে- আপনাকে; নমঃ উক্তিম- প্রণাম উক্তি; বিধেম- আমি করি।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি অগ্নিসম তেজস্বী, সর্বশক্তিমান, এখন আপনাকে অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত নিবেদন করি। হে পরম করুণাময়! আপনি আমাকে যথাযথভাবে চালিত করুন। যাতে পরিণামে আমি আপনাকেই প্রাপ্ত হই। আপনি আমার অতীত কর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত, তাই কৃপা করে পরমার্থ লাভের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ পূর্ব পাপকর্মের ফল থেকে আমাকে মুক্ত করুন।

তাৎপর্য

ভগবান ভক্তের কাছে গুরুদেবরূপে আবির্ভূত হন। এভাবেই গুরুদেব, বৈদিক নির্দেশাবলী এবং অন্তর্যামী ভগবান স্বয়ং পূর্ণশক্তির দ্বারা ভক্তকে পরিচালিত করেন। তাই ভক্তের জড়-জাগতিক মায়ামোহে পতিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। এভাবেই ভক্তজীবন সর্বতোভাবে সুরক্ষিত এবং ভক্ত নিশ্চিতভাবে সাফল্যের অন্তিম লক্ষ্যে পৌঁছান। সমগ্র পদ্ধতি এই মন্ত্রের মাধ্যমে আভাস দেওয়া হয়েছে শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/১৭-২০) আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ফেসবুক বার্তা

২০০৮ সালে অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোন আবিষ্কার হওয়ার আগে বন্ধুরা এভাবেই আড্ডা দিতো। কিন্তু এখন সেদিন আর নেই, মানুষ আজ আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে। চোখ মোবাইলে। দিনগুলি সত্যিই সোনালী ছিল...!

অন্তহীন শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা

বাঙালিকে 'সর্বং সহা' করে দাও মা

নির্মল গোস্বামী

এবার মা আসছেন ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ-এর তকমা নিয়ে। স্বভাবতই বাঙালির খুশি হবার কথা। কিন্তু আম বাঙালি যত না খুশি তার থেকে বহুগুন খুশি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। তাই মা আসার আগে কার্নিভাল, পুজো কার্নিভাল পুজো উদ্যোক্তাদের ৬০ হাজার করে টাকা অনুদান। আপ্লুত সরকার, সরকারি দল। হেরিটেজ শব্দটার অর্থ হল উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। বাংলা দেশে দুর্গাপুজো ৩০০ বা তারও বেশি বছরের বাঙালির হেরিটেজ ছিলই। বর্তমানে তা বিশ্বের হেরিটেজে স্থান পেল। শুধুমাত্র খাতায় নথিভুক্ত হল এর বেশি কিছু নয়। এর আগে রাঢ়বঙ্গের ছৌ নৃত্যকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের স্বীকৃতি দিয়েছে। তাতে হয়েছেটা কী? ছৌ নৃত্যের প্রচার ও প্রসার কি বেড়েছে? ছৌ নৃত্য শিল্পীরা কী আর্থিক ভাবে লাভবান হয়েছে এই স্বীকৃতির জন্য। কোনটাই হয় নি। দুর্গাপুজো বাঙালির প্রাণের পুজো। পূর্বে ছিল রাজা–মহারাজা বা জমিদারদের বৈভব দেখানোর পুজো। পরবর্তীকালে বারোয়ারী রূপ পেয়ে সার্বজনীন আঙিনায় স্থাপনা হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে পুজোর আয়োজনের জৌলুস ক্রমে ক্রমে বেড়েছে। প্রতিমায় শিল্পভাবনা থেকে বর্তমানে মণ্ডপে মণ্ডপে থিমের আধিক্য চোখে পড়ার মতো। বাঙালির শিল্প সাংস্কৃতির গবেষণাগারে পরিণত হয়েছে দুর্গাপুজো। যা হবার তা হেরিটেজ তকমা লাভের পূর্বেই হয়েছে। হেরিটেজ তকমায় বাঙালির কী লাভ হল? সরকার পুজো কমিটিগুলোকে ৬০ হাজার টাকা করে অনুদান দেবার একটা মস্ত ছুতো পেয়ে গেল। যা সময়ে ভোট রাজনীতিতে ফয়দা হবে। সরকারি কোষাগারের পক্ষান্তরে আমাদের দেয় করের ৩০০ কোটি টাকা নয় ছয় হল। এই 'নয়ছয়' শব্দটা শুনে অনেকেই রে রে করে উঠবে। তাদের যুক্তি হল এই অনুদানের টাকা সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষদের মধ্যে ছড়িয়ে যাবে, তাতে করে বাজার তৈরি হবে। অর্থনীতি চলমান হবে।

সংসার চালাতে গেলে মানুষের যেমন মাসিক আয় ব্যয়ের একটা হিসাব থাকে তেমনি সরকারের সারা বছরের খরচ খরচার জন্য বাজেট তৈরি করা হয়। সেই বাজেটকে বিধান সভায় পাশ করাতে হয়। প্রশ্ন হল গত বাজেটে কি দুর্গাপুজোর অনুদানের টাকার উল্লেখ ছিল? যতদূর জানা যাচ্ছে না, তা ছিল না। তাহলে প্রশ্ন আসে কোন খাতের খরচ কমিয়ে এই অনুদানের টাকা আসবে? যে খাতের টাকা খরচ করার কথা সেই খাতে খরচ করলেই তো অর্থনীতির নিয়মে তা বাজারে ঘুরত। সরকারি খরচ মানেই বাজারে টাকার জোগান বাড়া এবং তাতে অর্থনীতির স্বাস্থ্য তেজি হয়। শুধু পুজো অনুদানের টাকা বিভিন্ন পেশার মানুষদের কাছে যায় অন্যখাতের টাকা যায় না একথা মানা যায় কি? সরকার রাস্তা তৈরি করলে কে টাকা পায়? প্রথমেই মনে আসে কন্ট্রাক্টর, কনট্রাক্টার স্টোন চিপ কিনবে, পিচ কিনবে, ইট কিনবে। স্টোন চিপ যেখানে তৈরি হচ্ছে সেখানকার শ্রমিকরা পয়সা পাবে। পিচ যেখানে তৈরি হচ্ছে, সেখানকার শ্রমিক, ইট ভাটার শ্রমিক সকলেই সেই টাকার ভাগ পাবে।

এবার আসা যাক পরিবহনের বিষয়ে। যে ট্রাক মাল বয়ে আনবে সে ভাড়া পাবে। ড্রাইভার খালাসী পয়সা পাবে। ট্রাক তেলে চলে। সেই ভাড়ার টাকায় তেল কিনবে। তেল কোম্পানিতে হাজার হাজার শ্রমিক কাজ করে, তারা মাইনে পাবে। পেট্রোল পাম্প মালিক এবং শ্রমিকরা লাভবান হবে। তেল কেনার জন্য রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার মোটা টাকা সেই পাবে। রাস্তা তৈরিতে যে গাড়ি ব্যবহার করা হয় সেই ড্রাইভার এবং অন্যান্য শ্রমিকরা রোজগার পাবে। কনট্রাক্টরের ম্যানেজার, কর্মচারিরা মাইনে পাবে। এই যে বিশাল বেনি ফেসিয়ারি এরা সকলেই আবার দুর্গাপুজোর বাজারের খরিদ্দার হবে। অধুনা একটা নতুন বেনিফিসিয়ারী হয়েছে। ক্ষমতাশালী নেতারা কাটমানি খাবে কনট্রাক্টরের কাছ থেকে।

অনুদান পাওয়ার জন্য পুজা কমিটিগুলি কি পুরোহিতকে যা দেবার প্রয়োজন তার থেকে ৫ হাজার বেশি দেবে? দশকর্মা দোকানী যে বিল দেবে তার উপর ২০% বেশি দিয়ে কি পেমেন্ট করবে? ফুলের যা বাজার দর তার থেকে কয়েক হাজার টাকা কি বেশি দেব ফুলওয়ালাকে। কুমোর সম্ভার যা দাম তার থেকে তাকে কি হাজার দুই টাকা বেশি দেবে পুজো কমিটিগুলো? কাপড় গামছা কিনতে গিয়ে কি দোকানীকে ফেলা মূল্যের থেকে অধিক কিছু দেবে? এইসব পুজোর সঙ্গে জড়িতদের যা দেবার তা অনুদান না পেলেও দিতে হতো বা দিত। আর অনুদান পেয়েও তাই দেবে। ঢাকিদের সঙ্গে কি দরদাম না করে ঢাকিরা যা চাইবে তাই দিয়ে দেবে পুজোকমিটিগুলো? তাহলে প্রশ্ন জাগে অনুদানের টাকা কি কাজে ব্যবহৃত হবে?

যাই হোক দানে, অনুদানে, বিজ্ঞাপণে এবং পোষিত অর্থে যে উৎসব হবে সেখানে পুজো গৌন। উৎসবই প্রধান। মায়ের আরাধনা হবে প্রথা মাফিক কিন্তু তাতে প্রাণের সাড়া কতটা থাকবে তা বলা যায় না। ভক্তি, আধ্যাত্মিকতা তো চোখে দেখা যায় না। তাই সে বিষয়ে জোর করে কিছু বলাও যায় না। এতো গেল পুজোর আয়োজকদের কথা। এবার আমজনতা মায়ের কাছে কী প্রার্থনা করবে? যশ দেহি, জিশো দেহি, রূপং দেহি, ধনং দেহি এসব চিরকালীন চাওয়া তো থাকবেই। তার সাথে মায়ের কাছে আকুতি থাকবে মা আমাদের সর্বং সহা কর। রাজ্যের মন্ত্রী সরকারের ২ নম্বর ব্যক্তি ৭২ বছরে তরুণী বান্ধবী নিয়ে থাইল্যান্ড যাত্রা করছে, বান্ধবীর ঘরে কোটি কোটি টাকা মজুত করছে অন্যায় অন্যায্য পথে এইসব দেখে আমরা যেন উত্তেজিত না হই। যেন বিক্ষোভে ফেটে না পড়ি। যার সই করা সার্টিফিকেট নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা অত্যন্ত মূল্যবান সামগ্রী হিসাবে সযত্নে সংরক্ষণ করে সেই ভদ্রলোক আজ জেলে। এও বোধহয় বাঙালির হেরিটেজে নবতম সংযোজন। তাই মা, এই নিয়ে যেন আমরা আত্মগ্লানিতে খ্রীয়মান না হই। বীরভূমের জেলা সভাপতি জেল খাটছে, গরু কয়লা, জমি, বালি, মাটি পাচার করে করে নাকি কোটি কোটি টাকার সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে, তথ্য প্রমাণ সহ তদন্তকারীরা আদালতে জমা দিয়েছে। আমজনতা এ নিয়ে ততটা ভাবিত নয়। কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন ঘোষণা করে লাখ লাখ কেষ্ট তৈরি করব, তখনই হৃদকম্প শুরু হয়। আজ এটা বাঙালির নতুন রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক সংস্কার। আগামী প্রজন্মের কাছে এটাই বাঙালির হেরিটেজ হবে। মাগো এই নিয়ে যেন মনে দ্বিধা দ্বন্দ্ব না থাকে। ভালো–মন্দ, ন্যায়–অন্যায়, বোধ ভুলিয়ে দাও মা। যা দেখছি তা যেন দেখেও না দেখি। যা শুনছি তা যেন শুনেও না শুনি। ঠিক বাংলার বুদ্ধিজীবী সমাজের মতো বিকারহীন করে দিও মা। আর মুড়ি, বাদাম বেচে, কাশফুলের বালাপোষ বেচে, কচুরি পানার বালিশ বেচে যেন দুবেলা দুখে ভাতে তুড়ি বেঁচে বর্তে থাকি সে কৃপাটুকু করো মা।

ব্যতিক্রমী শিক্ষক স্বপন কুমার মন্ডল

অর্ঘ্য রায় : ফলতা ব্লকের দক্ষিণ চালুয়াড়ি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তখন চলছিল বিদ্যালয়ের বার্ষিক সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সঙ্গে আগমনী উৎসব। কিন্তু এত আনন্দ উৎসবের মাঝেও ভারাক্রান্ত মুখে সবটা সামলে যাচ্ছেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত বর্তমান প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার মন্ডল। কারণ আগামী জানুয়ারিতেই তাঁর কর্মজীবন শেষ হতে চলেছে। কিন্তু সরকারি চাকরির মেয়াদ একদিন তো শেষ হওয়ারই ছিল কিন্তু তবুও তিনি কেন এত বিষণ্ন হয়ে রয়েছেন?

উত্তর খুঁজতে গিয়ে উঠে এলো নানা আবেগি তথ্য, উজাড় করা কিছু ত্যাগের গল্প। না, এ যে গল্প নয় সবটাই সত্যি!

১৯৭২ সালে তৈরি হওয়া এই প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ১৯৭৪ সালের ১লা জানুয়ারি সরকারি মান্যতা পায়। তৎকালীন প্রধান শিক্ষক পঞ্চানন চক্রবর্তী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র–ছাত্রী নিয়ে টালির ছাউনিতে শিক্ষাদান চলতে থাকে। অতঃপর ২০০৫ সালের ২৪ অক্টোবর শিক্ষক হিসেবে বিদ্যালয় যোগ দেন অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মী স্বপন কুমার মন্ডল। একটি ছোট চারাগাছ যেভাবে আস্তে আস্তে বড় বৃক্ষে পরিণত হয় এই বিদ্যালয়টিও তার ক্ষেত্রে অন্যথা হয় নি। পরিবর্তনের জোয়ার আসে শিক্ষক স্বপন কুমার মন্ডলের হাত ধরে।

তিনি নিজ প্রচেষ্টায় এবং এলাকার কিছু শিক্ষানুরাগী ব্যক্তির সহযোগিতায় এই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে একটি আদর্শ আধুনিক বিদ্যালয় হিসাবে গড়ে তোলেন। বিদ্যালয়টি যেমন টালির চাল থেকে ধীরে ধীরে তিনতলায় পরিণত হয়েছে তেমনি হয়েছে ঝা চকচকে মেঝে, বসেছে পাথর। তেমনই বিদ্যালয়ের শিক্ষাগত পরিকাঠামোতে এসেছে বিবর্তনের স্বর্ণযুগ। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও। আলো বাতাস পূর্ণ ক্লাসরুম, সুলভ শৌচালয়, মিটিং হল, ডিসপ্লে বোর্ড, পানীয় জলের নিয়মিত পরীক্ষা, দিনলিপি, আইডেন্টিটি কার্ড, লাইব্রেরি, কম্পিউটার শিক্ষা ও পড়াশোনার পাশাপাশি বিদ্যালয়ে যেমন রয়েছে খেলাধুলা, সহপাঠক্রমিক

কার্যাবলী, ও নানা ধরনের প্রতিযোগিতা তেমনি স্কুল ছুট ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়মুখী করতে রয়েছে নানা কার্যাবলী সহ শিক্ষার্থীদের জন্মদিন পালন, ও মিড ডে মিল প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার প্রদানের বিষয়টাকে শিক্ষাঙ্গনে যুক্ত করেছেন প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার মন্ডল। এবং সর্বোপরি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে সমগ্র বিদ্যালয় কে সিসিটিভি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলেছেন প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার মন্ডল।

তিনি বলেন, সেনাবাহিনীর চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পরে কচি–কাঁচাদের সঙ্গে থাকার ইচ্ছা নিয়ে যখন তিনি এই বিদ্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তখন বিদ্যালয়টির হাল কিছুই ছিল না। বেশ কিছু শতক জমির উপরে ছিল বিদ্যালয় তারপরে তিনি বহু প্রতিকূলতার মধ্যেও এলাকার বিশিষ্ট মানুষদের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের সংলগ্ন জমি কেনেন। তারপরে ধীরে সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে নিজ হাতে গড়ে তোলেন এত বড় বিদ্যালয়। তাঁর কথায়, বিদ্যালয়টি তার গৃহ ছাত্রছাত্রীরা নিজের ছোট ছেলে- মেয়ে। দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে যা তিনি লালন–পালন করে চলেছেন। বিদ্যালয়ে যোগদান করার পর থেকে স্বপ্ন শুধুমাত্র একটাই তাঁর বিদ্যালয়টি যেন ফলতা চক্রের সেরা বিদ্যালয় রূপে পরিগণিত হয়।

এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের কথায় বর্তমান বেসরকারি স্কুল গুলোর রমরমার মাঝেও এই দক্ষিণ চালুয়াড়ি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আধুনিক পাঠক্রম কে অঙ্গ করে এত সংখ্যক ছাত্র–ছাত্রী নিয়ে যেভাবে এত সুনামের সাথে এগিয়ে চলেছে তার একমাত্র কৃতিত্ব প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার মন্ডল এবং তার সাথে তাঁর সহকারী শিক্ষকদের উপরেই বর্তায়। একটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় যে কীভাবে বেসরকারি বিদ্যালয়ের পরিপূরক হতে পারে তার একমাত্র উদাহরণ দক্ষিণ চালুয়াড়ির অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। এলাকার সাধারণ মানুষ ও শিক্ষার্থীদের অভিভাবকেরা বলেন, প্রধান শিক্ষক যেভাবে তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা প্রসারের কাজে এগিয়ে এসেছেন তা সত্যিই অনুস্বীকার্য। তারাও কুর্নিশ জানিয়েছেন প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার মন্ডলকে।

কিন্তু এতকিছু করার পরেও মানুষটি পাননি কোনও সরকারি সম্মাননা ও তাঁর বিদ্যালয়টি সেভাবে পায় নি কোনও সরকারি অনুদান। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে প্রধান শিক্ষক একটু আক্ষেপের সুরেই বলেন হয়তো আমি কোনও রঙ মাখিনি বলে।

বিদ্যালয়ের বার্ষিক অনুষ্ঠানের দিনেই প্রকাশিত হয় শিশু শিক্ষার্থীর প্রতিভা বিকাশের দর্পণ–পত্রিকা ভোরের খেয়া। হয়তো সেই কারণেই মন খারাপ প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার মন্ডলের কারণ সামনের ৩১ শে জানুয়ারি তাঁর স্বপ্নের বিদ্যালয় ও তাঁর পুত্র–কন্যা সম ছাত্র–ছাত্রীদের ছেড়ে তাঁর ভোরের খেয়া ধরে চলে যেতে হবে আপন গৃহে, সাথে নিয়ে শুধু কিছু স্মৃতি।

দেশ দেশান্তরে

আফগানিস্তান সংকট

প্রণব গুহ

জাতিসংঘের মানবিক প্রধান মার্টিন গ্রিফিথস আগস্টের শেষের দিকে বলেছিলেন যে ১৯ মিলিয়ন আফগান তীব্র খাদ্য সংকটের মুখোমুখি। জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি ২৪ মিলিয়ন লোকের দরকার অন্যের সাহায্য। তিনি বলেন যে এই হিসাব আরও দ্রুত খারাপ হবে আগামী শীত জ্বালানি ও খাদ্যের দাম আকাশচুম্বি করে তুলবে। জাতিসংঘের উপ প্রতিনিধি মার্কাস পটজেল আফগানিস্তানের সম্ভাব্য অভ্যন্তরীণ সংঘাত এবং দারিদ্রের অবনতি সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছেন তালিবানরা যদি সভ্য সমাজের ডাকে সাড়া না দেয় তাহলে আন্তর্জাতিক ভাবে বিচ্ছিন্ন একটি দেশ হিসাবে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে ভয়ঙ্কর ভবিষ্যত। ৪.৪ বিলিয়ন ডলারের জন্য জাতিসংঘের মানবিক আবেদনে এসেছে মাত্র ১.৯ বিলিয়ন যা খুবই আশংকাজনক।

১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত তালিবানরা যখন প্রথম আফগানিস্তান শাসন করেছিল তখন সেখানকার নারী সমাজ অপ্রতিরোধ্য বিধিনিষেধের অধীনে ছিল। কোনো শিক্ষা নেই, জনজীবনে কোনো অংশগ্রহণ নেই, শুধু

বোরখার নিচে গৃহবন্দী দিন যাপন করা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৯/১১ হামলার পর ২০০১ সালে মার্কিন বাহিনীর হাতে তালিবানরা ক্ষমতাচ্যুত হবার পর আফগান মেয়েরা শিক্ষা সহ নানা পেশায় অংশ নিতে শুরু করে। ২০ বছর পর মার্কিন ও ন্যাটো বাহিনী প্রত্যাহার হবার পর ১৫ আগস্ট ২০২১ ফের ক্ষমতা দখল করে তালিবানরা। সেই থেকে ফের শুরু হয় মেয়েদের বন্দি জীবন। এর থেকে বেরিয়ে না আসতে পারলে তাদের পক্ষে আন্তর্জাতিক সাহায্য পাওয়া মুশকিল। আর এটা নিশ্চিত যে আন্তর্জাতিক সাহায্য ছাড়া আফগানদের খেয়ে পরে বাঁচা অসম্ভব। কিন্তু কট্টরপন্থী তালিবানরা আগের শাসনে ফিরে যাওয়ায় মানবাধিকার কর্মীদের সবচেয়ে খারাপ ভয়কে নিশ্চিত করেছে এবং অবিশ্বাসী আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে তালিবানের লেনদেনকে আরও জটিল করে তুলেছে। পটজেল বলেছেন, তালিবান কর্মকর্তাদের সাথে বোঝা গেছে যে তালিবানরা তাদের পথ থেকে সরতে অনিচ্ছুক। ফলে আফগানদের দুঃখ দুর্দশা ঘোচার আশা খুব কম।

তালিবান পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর থেকে, আফগানিস্তান অর্থনৈতিক সঙ্কটে নিমজ্জিত হয়েছে যখন উন্নয়ন সহায়তার উপর দেশটি নির্ভরশীল ছিল এবং নিষেধাজ্ঞার মধ্যে যা মূলত ব্যাংকিং খাতকে হিমায়িত করেছে।

আফগানিস্তানের ভারপ্রাপ্ত বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী হাজি নুরউদ্দিন আজিজি রয়টার্সকে বলেছেন, তালিবানরা আফগানিস্তানে পেট্রল, ডিজেল, গ্যাস এবং গম সরবরাহের জন্য রাশিয়ার সাথে একটি অস্থায়ী চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। আজিজি বলেন, তার মন্ত্রণালয় তার ব্যবসায়িক অংশীদারদের বৈচিত্র্য আনতে কাজ করছে এবং রাশিয়া তালিবান প্রশাসনকে বিশ্বব্যাপী পণ্যের গড় দামে ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। এক বছরেরও বেশি সময় আগে তারা ক্ষমতায় ফিরে আসার পর তালিবানদের দ্বারা আঘাত করা প্রথম পরিচিত বড় আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক চুক্তি। আজিজি বলেন, এই চুক্তিতে রাশিয়া বছরে প্রায় এক মিলিয়ন টন পেট্রোল, এক মিলিয়ন টন ডিজেল, ৫০০,০০০ টন তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) এবং দুই মিলিয়ন টন গম সরবরাহ করবে।

রাশিয়ার জ্বালানি ও কৃষি মন্ত্রণালয় চুক্তির বিষয়ে মন্তব্য করার অনুরোধে অবিলম্বে সাড়া দেয়নি। তেল ও গ্যাসের দায়িত্বে থাকা রাশিয়ার উপ–প্রধানমন্ত্রী আলেকজান্ডার নোভাকের অফিসও তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানায়নি। আজিজি বলেন, চুক্তিটি একটি অনির্দিষ্ট পরীক্ষার সময়কালের জন্য চলবে, তারপরে উভয় পক্ষই এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট থাকলে দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে বলে আশা করা হয়েছিল। তিনি মূল্য বা অর্থপ্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দিতে অস্বীকৃতি জানান, তবে বলেছিলেন যে রাশিয়া সড়ক ও রেলপথে আফগানিস্তানে সরবরাহ করা পণ্যের উপর বিশ্ববাজারে ছাড় দিতে সম্মত হয়েছে। একটি আফগান কারিগরি দল মস্কোতে কয়েক সপ্তাহ আলোচনায় অতিবাহিত করার পরে চুক্তিটি চূড়ান্ত করা হয়েছিল। আজিজি আরও বলেন, আন্তর্জাতিক তথ্য দেখায় যে বেশিরভাগ আফগান দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করছে এবং তার অফিস আন্তর্জাতিক প্রচারের মাধ্যমে বাণিজ্য ও অর্থনীতিকে সমর্থন করার জন্য কাজ করছে। তিনি বলেন। আমরা যাই করি না কেন, আমরা জাতীয় স্বার্থ এবং জনগণের সুবিধার ভিত্তিতে করি। আফগানিস্তান ইরান এবং তুর্কমেনিস্তান থেকে কিছু গ্যাস এবং তেল পেয়েছে এবং পাকিস্তানের সাথে শক্তিশালী বাণিজ্য সম্পর্ক রয়েছে, তবে বৈচিত্র্য আনতে চায়। তিনি বলেন একটি দেশ ... শুধুমাত্র একটি দেশের উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত নয়, আমাদের বিকল্প উপায় থাকা উচিত । বাণিজ্য চুক্তিটি সম্ভবত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে, যার কর্মকর্তারা দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থার পরিকল্পনা নিয়ে তালিবানদের সাথে নিয়মিত আলোচনা করেছেন।

ওয়াশিংটন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকা আফগান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কিছু রিজার্ভের জন্য একটি সুইস ট্রাস্ট তহবিল গঠনের ঘোষণা দিয়েছে। তালেবানরা প্রায় ৭ বিলিয়ন ডলারের পুরো পরিমাণ মুক্তির দাবি করেছে এবং বলেছে যে তহবিলগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যক্রমের জন্য ব্যবহার করা উচিত।

পশ্চিমা কূটনীতিকরা বলেছেন যে এই গোষ্ঠীটিকে মানবাধিকার, বিশেষ করে নারীদের বিষয়ে তাদের গতিপথ পরিবর্তন করতে হবে এবং আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক জঙ্গি গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে তা প্রমাণ করতে হবে। রাশিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে তালিবানের সরকারকে স্বীকৃতি দেয় না, তবে মস্কো কাবুলের পতনের দৌড়ে আন্দোলনের নেতাদের হোস্ট করেছিল এবং আফগান রাজধানীতে তার দূতাবাস খোলা থাকার জন্য।

মৌশুনী দ্বীপে উৎসবের মেজাজ

অমিত মন্ডল : বারবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সাক্ষী থেকেছে সুন্দরবন। সম্প্রতি আমফান, বুলবুল ও ইয়াসের মত প্রাকৃতিক বিপর্যয় বিধ্বস্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লক। বাদ যায়নি মৌসুনি দ্বীপও। এই মৌসুনি দ্বীপে প্রায় ৩০ হাজারে বেশি মানুষ বসবাস করে। গত ইয়াস ঘূর্ণিঝড়ে মৌসুনির ৯০ ভাগেরও বেশি এলাকা প্লাবিত হয়েছিল। এখনো বহু পরিবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে পারেনি। রাত পোহালেই দুর্গা পুজো। সমস্ত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের যন্ত্রনা ভুলে উৎসবের মেজাজে মৌসুনি দ্বীপ। দ্বীপের মানুষ সামর্থ্য অনুযায়ী জামা কাপড় কেনার জন্য ভিড় জমিয়েছে কাপড়ের দোকানগুলিতে।

মৌসুনি দ্বীপের তিনটি এলাকাতে দুর্গা পুজো হয়। মৌসুনি দ্বীপের সবচেয়ে পুরনো পুজো মৌসুনির বাগডাঙ্গা সার্বজনীন দুর্গা পুজো। তাদের এ বছর পূজা ৭৫ বছরে পদার্পণ করেছে। অন্য

দুটি পুজো মৌসুনির প্রথম খন্ড সার্বজনীন দুর্গা পুজো। তাদের এ বছর ৪৬ তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। এরপরেই রয়েছে মৌসুনি বালিয়াড়া কুসুমতলা সার্বজনীন দুর্গা পুজো।

তাদের এ বছরের পুজো ২৫ তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। মৌসুনি দ্বীপের তিনটি পুজো কমিটি মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষিত আর্থিক অনুদান পেয়েছে। যদিও বাজেটের দিক থেকে মৌসুনি বাগডাঙ্গা সার্বজনীন দুর্গা পুজো কমিটিকে পেছনে ফেলে অনেকটাই এগিয়ে অন্য দুটি পুজো কমিটি। তিনটি পুজো কমিটির পক্ষ থেকে দুস্থ মানুষদের সাহায্যের জন্য একাধিক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। প্রকৃতি যদি বাধ না সাজে তিনটি প্যান্ডেলেই প্রচুর মানুষের সমাগম হবে বলে আশাবাদী পুজো উদ্যোক্তারা। এক কথায় বলা চলে মৌসুনি দ্বীপের মানুষ সমস্ত প্রাকৃতিক ক্ষত ভুলে উৎসবের আনন্দে মাততে চলেছে।

দুর্গা পুজো দেখতে ফ্রান্সের ইঞ্জিনিয়াররা

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবছরই বাংলার দুর্গা উৎসব বিশ্ব হেরিটেজের তকমা পেয়েছে ইউনেস্কোর বিচারে। আর সেই কারণে সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের মধ্যে বাংলার এই দুর্গা উৎসব দেখার জন্য আলাদা চাহিদা তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে ইউরোপ মহাদেশের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিনিধিরা ইতিমধ্যেই কলকাতা সহ আশেপাশের জেলাগুলিতে ভিড় জমাতে শুরু করেছেন, এই দুর্গা উৎসব দেখার জন্য। এরকমই ফ্রান্সের তিন ইঞ্জিনিয়ার এসেছেন কলকাতায়। তবে দুর্গোৎসব দেখার পাশাপাশি এই ইঞ্জিনিয়ারেরা দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরের একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে গিয়ে সেখানকার পড়ুয়াদের সাথে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটান। পড়াশোনার ক্ষেত্রে তাদের বিভিন্ন ধরনের পরামর্শও দেন। ফ্রান্সের বাসাতি নামক একটি কোম্পানিতে কর্মরত এই ইঞ্জিনিয়াররা। সেখান থেকেই ছুটি নিয়ে পুজোর কটা দিন কলকাতা ও আশেপাশে এলাকাগুলিতে প্যান্ডেল পরিদর্শন করবেন, এবং মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরবেন। কিন্তু ঠাকুর দেখা শুরু আগেই বারুইপুরের বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ জি-এম -আই-টি তে ঢুমারেন এনারা। এই কলেজ থেকে প্রতিবছর বাসাতিতে বহু ছাত্র-ছাত্রীরা চাকরির সুযোগ পান। ফলে এই কলেজের পড়ুয়ার আরো কী কী বিষয়ে জোর দিলে বিদেশে চাকরি সুযোগ খুলে যেতে পারে মূলত সে সব বিষয়ে আলোচনা করেন পড়ুয়াদের সাথে। মূলত যে প্রযুক্তি জানলে নিজেরা নিজেদেরকে

ক্যারিয়ারে আরো উন্নত করতে পারবে সেই রকম কিছু প্রযুক্তি পরামর্শ দিন এই ফ্রান্সের ইঞ্জিনিয়ারেরা। পুজোর আগে নিজেদের কলেজে এরকম একটা সুযোগ পেয়ে যথেষ্ট খুশি ছাত্র-ছাত্রীরা। পাশাপাশি কলকাতায় দুর্গা উৎসব দেখার সুযোগ পেয়ে খুশি এই ফ্রান্সের ইঞ্জিনিয়াররা।

বিরুদ্ধে এমআর ডিলার্স

প্রথম পাতার পর

২৮ সেপ্টেম্বর কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ওই অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক হাজী হাসান উল্লাহ লস্কর জানান, বাংলার রেশন দোকানে (ফেয়ার প্রাইস শপের লাইসেন্স ফুড ডিপার্টমেন্ট দেয়) মদ-সুরা অর্থাৎ অ্যালকোহল(রাজ্যে মদের দোকানের লাইসেন্স রাজ্যের আবগারি দফতর দেয়) বিক্রি করার জন্য যে সংগঠন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাব বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মাধ্যমে ও বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেলে প্রচারিত হয়েছে তা অত্যন্ত অবাস্তব, অবিবেচক এবং অবান্তর, অত্যন্ত নীচ ভাবনাচিন্তা, জঘন্যতম কর্মকান্ড। এই প্রস্তাব আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের রেশন ডিলারদের নয়, কিছু নোংরা মনের মানুষদের বলে আমরা মনে করি। এই প্রস্তাব যে ব্যক্তি বা ফেডারেশন দিয়েছেন, তাদের ধিক্কার জানায় বাংলার ১৯,৪৬৫ জন(বাংলায় মোট রেশন ডিলার ২১,৬৩৫ জন) রেশন দোকানদার এবং তাদের একমাত্র সংগঠন ওয়েস্ট বেঙ্গল এমআর ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন'। রাজ্যে রেশন দোকানের লাইসেন্স ও মদের দোকানের লাইসেন্স দু'টি ভিন্ন দফতরের বিষয়।

এমআর (মোডিফাই রেশন) ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক হাজী হাসান উল্লাহ লস্কর, রাজ্য কমিটির সভাপতি সন্তোষ গোস্বামী, কার্যকরী সচিব প্রভাস নাথ হাজরা ও কোষাধ্যক্ষ বিকাশ বাগ এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে আট দফা দাবি পেশ করে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের মাসেমাসে রেশনের মাধ্যমে দেওয়া নীল কেরোসিনের দাম বৃদ্ধি করায়(প্রতি লিটারের দাম ১০৫ টাকা) সাধারণ গ্রাহকের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাওয়ার ফলে বাংলার রেশন ডিলারগণ ক্রমাগত আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। সে কারণে রেশন গ্রাহকদের স্বার্থে রেশন দ্রব্যের ন্যায় ভরতুকি দিয়ে একটি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মতো নীল কেরোসিন তেল সরবরাহ চালু রাখতে হবে। এবং অবিলম্বে ৫ কিলোগ্রাম ভরতুকিযুক্ত রান্নার গ্যাস বাংলার রেশন দোকানে বিক্রয় করার অনুমতি প্রদান করতে হবে। এবং ন্যায় সংগত কমিশনের মাধ্যমে রেশন ডিলারদের আয় সুনিশ্চিত করতে হবে। এটাও শীঘ্রই কার্যকর করতে হবে। গণবন্টনের স্বার্থে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারকে রেশন ডিলারদের কমিশন প্রতি কুইন্টালে ৩০০ টাকা ও রাজ্য সরকারকে দোকানের জন্য প্রতি কুইন্টালে ১০০ টাকা(বর্তমানে রাজ্য সরকার কমিশন বাবদ দোকানের ক্ষেত্রে প্রতি কুইন্টালে ৯৫ টাকা এবং দুয়ারে রেশনের ক্ষেত্রে ৭৫ টাকা দেয়) হিসাবে সরকারি আদেশ দিতে হবে। (রাজ্য সরকার এককালীন কমিশন হিসাবে গত আগস্ট মাস থেকে ৫০০০ টাকা এবং হ্যান্ডলিং লস হিসাবে প্রতি কুইন্টালে ২০০ গ্রামে হিসাবে ধার্য করেছেন)। খাদ্য সুরক্ষা আইনানুসারে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারে মিড ডে মিল প্রকল্পের ন্যায় রেশন দ্রব্যের ওপর প্রতি কুইন্টালে এক কিলোগ্রাম হিসাবে হ্যান্ডিলিং লস' চালু করতে হবে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারকে গণবন্ধন ব্যবস্থাকে উন্নত করতে এবং খোলাবাজারকে নিয়ন্ত্রণ করতে সরকারি আদেশবলে ১৪টি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ওপর ভরতুকি প্রদান করে রেশনের মাধ্যমে সরবরাহ করার সুযোগ গ্রহণ করতে হবে।

এমআর ডিলার্সদের তরফে আরও জানান হয় যে, বাংলার রেশন দোকান বা রেশন ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছে গরিব ও অভুক্ত রাজ্যবাসীদের খাদ্য জোগান দেওয়ার জন্য। মদ বা ওই সুরা নামক অসামাজিক তরল দ্রব্য বিক্রয় করার মাধ্যমে রেশন দোকান কখনোই হয়ে উঠতে পারে না। সে কারণে সাধারণ মানুষের স্বার্থে ও বাংলার রেশন দোকানদারদের আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বী করতে, রেশন দোকানকে বহুমুখীকরণ করার অনেক প্রকল্প সরকারের কাছে আছে। এই প্রকল্প গুলিতে ডিলারদের সংযুক্ত করা হোক। প্রসঙ্গত, এ রাজ্যে মোট রেশন গ্রহীতা রয়েছেন ৯ কোটি ১০ লক্ষ ব্যক্তি বিশেষ।

বিজেপি যুবমোর্চার রক্তদান

নিজস্ব প্রতিনিধি : আজ ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলা বিজেপির যুবমোর্চার পক্ষথেকে সেবা পক্ষকাল কর্মসূচি পালন করা হল রক্তদান শিবির এর মাধ্যমে আমতলা সূর্য্যালয়ে হলে। শতাধিক রক্ত দাতা রক্তদান করলেন, রক্ত দান এর পর জেলা কার্যলয়ে উদ্বোধন করা হল প্রশাসক নরেন্দ্র মোদী জীর ২০ বৎসরের সাফল্যের প্রদর্শনী। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির সম্পাদিকা ও হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইন জিবী প্রিয়াঙ্কা টিব্রেয়াল, রাজ্য নেতা ও জেলা বিজেপির ইনচার্জ রনদেব মজুমদার, যুগ্ম ইনচার্জ প্রিতম দত্ত, জেলা কনভেনার নিতিশ মণ্ডল, সহ সভাপতি সুফল ঘাটু, জেলা যুব মোর্চার সভাপতি তমাল সেনাপতি ও মহিলা মোর্চার সভাপতি সোমা নস্কর সহ অনান্য নেতৃত্বরা।

ফের চেনা ছন্দে সুনীল মণ্ডল, বাড়ছে কৌতূহল

নিজস্ব প্রতিনিধি : পদ্মফুলের লোভে পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে মোহভঙ্গ। শেষমেশ একদা মালকিনের ক্ষমা সুলভ নির্দেশ পেয়েই তিনি পুরনো ঘাসফুল বাগানে ফিরে এলেন। সেইসঙ্গে ফুরফুরে মেজাজেই তাঁর বহুদিনের পরিচিত ফুলবাগানের ইতিউতি ফের পদচারণা শুরু হয়েছে। একেবারে চেনা ছন্দেই বারংবার নিজের কেন্দ্রে ঘুরতে দেখা যাচ্ছে সাংসদ সুনীল কুমার মণ্ডলকে। যা নিয়ে বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের জনতা জনার্দনের মধ্যে বিস্তর চর্চা শুরু হয়েছে। তাহলে সুনীলকুমার মণ্ডলই কী ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ফের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হচ্ছেন? বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রজুড়ে এই প্রশ্নই এখন বিভিন্ন মহলে ঘুরে ফিরে আসছে। ২০১৪ সাল থেকে টানা দু'বার বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন সুনীলকুমার মণ্ডল। তিনি একদা ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। তারপর তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন এবং লোকসভা কেন্দ্রের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। একসময় তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ভরসার পাত্র রূপেও সুনীলকুমার মণ্ডল দলের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছিলেন। বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের পাশাপাশি অসংখ্য সংগঠনের ডাকে নিজের লোকসভা কেন্দ্রের কোণায় কোণায় তাঁকে প্রতিনিয়ত ঘুরতে দেখা যেত। তাঁর চলাফেরা কথাবার্তায় সাধারণ মানুষের মতোই মনোভাব প্রকাশ পেত। একজন হাইপ্রোফাইল জনপ্রতিনিধি হিসেবে তাঁকে কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর বাড়াবাড়ির মধ্যে দেখেননি সাধারণ মানুষ। তিনি সর্বদা মানুষের মধ্যে গিয়ে তাদের নানা অসুবিধা, অভাব, অভিযোগ শোনার চেষ্টা করতেন। এককথায়, পার্লামেন্টের একজন দায়িত্বশীল জনপ্রতিনিধি হিসেবে সুনীলকুমার মণ্ডলের জনপ্রিয়তার গ্রাফ ছিল উর্ধমুখী। সেই তিনিই কীনা ২০২১

সালের বিধানসভা নির্বাচনের মুখে দলবদল করে পদ্ম শিবিরে ভিড়লেন। প্রকাশ্য সভায় কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর হাত থেকে বিজেপির পতাকা তুলে নিলেন। সেইসঙ্গে সাধারণ মানুষের কাছে দলবদল তকমাও জুটে গেল তাঁর। কিন্তু, বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের দাপটের কাছে বিজেপি পর্যুদস্ত হওয়ার পরপরই সুনীলকুমার মণ্ডল বেসুরো গাইতে থাকেন এবং একসময় ফের ঘাসফুলের বাগানে ফিরে যান। সেইসময় তাঁকে পুনরায় তৃণমূল কংগ্রেসে ভিড়তে দেখে দলীয় নেতা-কর্মীদের অনেকেই অসন্তোষ প্রকাশ করেন সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাশ টেনে ধরেন। তা সত্ত্বেও একাধিকবার দলের নিচুতলার কর্মীদের কাছে সুনীলকুমার মণ্ডলকে অপদস্থ হতে হতে হয়েছিল। তারপর দীর্ঘদিন তাঁকে প্রকাশ্যে জনপ্রতিনিধিত্ব করতে দেখেনি সাধারণ মানুষ। বলা যেতে পারে তিনি সাধারণ মানুষের কার্যত ধরাছোঁয়ার বাইরেই ছিলেন। তবে, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের দোড়গোড়ায় ফের এলাকার এই সংসদ সদস্যকে নানা জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে দেখা গেল এবং তাঁকে একাধিকবার সঙ্গ দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ সহ পদাধিকারী অনেকেই। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে যাতে বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের এলাকায় নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজকর্ম সম্পন্ন করা যায় তা নিয়ে জোরদার প্রশাসনিক বৈঠকে সহ বিভিন্ন স্তরে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুরু হয়েছে। এইসব বৈঠকে বিভিন্ন ক্ষেত্রের জনপ্রতিনিধিরাও যোগ দিচ্ছেন। সেই হিসেবে সুনীলকুমার মণ্ডলের দৌড়ঝাঁপও বেড়ে গিয়েছে। সংসদ সদস্যের এলাকা উন্নয়ন তহবিলের টাকা কীভাবে উন্নয়নের কাজে ব্যয় করা হবে, নতুন কোন কোন প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষের কাছে ন্যূনতম পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব প্রভৃতি নিয়ে বিভিন্ন বৈঠকে ধারাবাহিক আলোচনা চলছে। মোদ্দা কথা হল, ২০২৩ সালে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন এবং ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে লোকসভা সংসদীয় ক্ষেত্রীয় এলাকা উন্নয়ন তহবিলের টাকার পূর্ণ ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে সংসদ সদস্য সুনীলকুমার মণ্ডলকে ফের জনসমক্ষে তুলে ধরা। সেদিক থেকে সুনীলকুমার মণ্ডলের তৎপরতা বাড়তেই জনমানসে তাঁকে ঘিরে নতুন করে কৌতূহল শুরু হয়েছে। পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মণ্ডল আজিজুল বলেন, নির্বাচনে কে কোথায় টিকিট পাবেন তা ঠিক করবে দল। আর লোকসভা নির্বাচনের এখনও তো অনেক দেরি। লোকসভা নির্বাচনের টিকিট ফের সুনীলকুমার মণ্ডল পাবেন কীনা তা এখনই বলার মতো বিষয় নয়। তবে, সবক্ষেত্রেই দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নজর রয়েছে। দলে তাঁর কথাই শেষ কথা।

গোরু পাচারে পুলিশের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ

অভীক মিত্র : বুধবার ভোরে বড়োপাহাড়ি মোড় থেকে সাতটি লরি থেকে একশো আটত্রিশটি গরু মোষ আটক করলো রামপুরহাট থানার পুলিশ। আটক করা হয়েছে সাতটি লরি। একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশের বিরুদ্ধে লরি পিছু দশহাজার টাকার তোলাবাজি অভিযোগ তুলেছে ব্যবসায়ী। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে রামপুরহাট থানার পুলিশ । গোপনসূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার ভোরে ষাটনং জাতীয় সড়কে প্রতাপপুর মোড় থেকে একটি গোরুবোঝাই লরি আটক করে মাড়গ্রাম থানার পুলিশ । লরি থেকে উনত্রিশটি গোরু উদ্ধার করেছে পুলিশ । তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ । ধৃতদের বাড়ি মালদা জেলার কালিয়াচকে । মঙ্গলবার রামপুরহাট আদালতে তোলা হলে ধৃতদের চোদ্দোদিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। পাঁচিশে সেপ্টেম্বর গভীররাতে সুরিচুয়া মোড়ের কাছে একটি গোরু বোঝাই গাড়ি থেকে বারোটি গোরু উদ্ধার করলো রামপুরহাট থানার পুলিশ। তিন গোরু ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে

পুলিশ। বিহারের পশুহাট থেকে গরুগুলি নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল মুর্শিদাবাদে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে।

ধৃত তিন ব্যবসায়ী- লোহাপুরের কলিমউদ্দিন শেখ এবং বিহার রাজ্যের বাঁকা জেলার সাগরামপুর গ্রামের ইন্তাজ শেখ ও মহম্মদ সানু খান। রামপুরহাট আদালতে সোমবার তোলা হলে ধৃতদের চোদ্দোদিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সারসডাঙা থেকে মুর্শিদাবাদ নিয়ে যাওয়ার সময় উনিশে সেপ্টেম্বর রামপুরহাট জাতীয় সড়ক থেকে পঞ্চাশটি গোরু উদ্ধার করে রামপুরহাট থানার পুলিশ। জাহাঙ্গীর শেখ সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে সুঁড়িচুয়া মাস্তান মোড় থেকে আটচল্লিশটি গোরু ও একটি বোলেরো পিকআপ ভ্যান একটি ষোলো চাকা লরি একটি চোদ্দো চাকা লরি সহ সেখ বাবর নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের বাড়ি বিহারের বাকা জেলার আমারপুর থানার চিড়িয়া গ্রামে। ধৃতকে রামপুরহাট আদালতে তোলা হয় । গত পনেরো সেপ্টেম্বর রাতে মনসুবা মোড় থেকে একটি বোলোরো গাড়ি এবং একটি দশ চাকা লরি আটক করে রামপুরহাট থানার পুলিশ । বোলোরো পিকআপ ভ্যান থেকে ছটি গোরু এবং একটি দশ চাকা থেকে একত্রিশটি বাছুর উদ্ধার করেছে পুলিশ। দুইজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতরা হলো - তারাপীঠ থানার বুধিগ্রামের টগর শেখ (৩৮) এবং মুর্শিদাবাদ জেলার খরজুনা গ্রামের মিরচাঁদ শেখ (৩৫)। ষোলো সেপ্টেম্বর রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে ধৃতদের শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন মহামান্য বিচারক। মল্লারপুর থানার পুলিশ বাইশটি গোরু উদ্ধার করেছে। দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ক্যানিং থানায় প্রবেশ স্বয়ং দেবী দশভূজার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ব্রিটিশ আমলের ঐতিহ্যবাহী এক শহর- ক্যানিং। মাতলা নদীর তীরে অবস্থিত এই শহর সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার নামে খ্যাত। ক্যানিং শহর দিয়েই নিত্যদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ যাতায়াত করেন। সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য দেশ-বিদেশের পর্যটকরা ক্যানিং শহর হয়ে নদী পথে কিংবা স্থলপথে সুন্দরবনে পাড়ি দেন । এমনকি ১৯৩২ সালে হ্যামিলটন সাহেবের ডাকে সাড়া দিয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর ক্যানিং হয়ে স্টিমারে করে গোসাবা দ্বীপে গিয়েছিলেন। কবিগুরুর চরণ স্পর্শে ধন্য হয়েছিল ক্যানিং শহর। উল্লেখ্য, ব্রিটিশ আমলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে ১৮৬৩ সালের ২০ এপ্রিল ক্যানিং শহরেই প্রথম থানার সূচনা হয়- যা আজ ইতিহাস। ইতিহাস তৈরি হয়,ইতিহাসের ঐতিহ্যের হাত ধরেই। তেমনই ১৮৬৩ সাল থেকে ক্যানিং শহরের শতাব্দী প্রাচীন এই থানায় বিভিন্ন সময়ে কালী পুজো অনুষ্ঠিত হলেও এক বারের জন্যও দেবী দশভূজার আগমন ঘটেনি। যা এক ঐতিহ্যবাহী বিরল যুগান্তকারী ইতিহাস। সেই ইতিহাসকে পিছনে ফেলে ১৫৯ বছরের প্রাচীন এই ক্যানিং থানায় নতুন এক দৃষ্টান্ত

স্থাপিত হতে চলেছে। আর মাত্র কয়েকদিন পর দেবী দশভূজার আগমন ঘটবে ধরাতলে। বঙ্গ জীবনের বৃহত্তম শারদীয়া উৎসবে মেতে উঠবে সমগ্র বঙ্গবাসী। পাশপাশি ক্যানিং-এ তৈরি হবে নতুন ইতিহাস।ক্যানিং থানার নতুন আইসি ও ক্যানিং থানার পুলিশ প্রশাসনের হাত ধরে দেবী দশভূজার আগমন ঘটবে গজ বাহনে, ব্রিটিশ আমলের ঐতিহ্যবাহী ক্যানিং শহরের মুকুটে আরো একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের পালক যুক্ত হবে। অন্য যেকোন উৎসবের ন্যায় শারদীয়া উৎসব চলাকালীন পুলিশ প্রশাসন ব্যস্ত হয়ে পড়েন সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে। দিন রাত ২৪ ঘন্টা পরিশ্রম করতে হয় তাঁদের, আর পাঁচজনের মতো উৎসবে আনন্দ করতে পারেন না পুলিশ প্রশাসন। চিন্ময়ী মায়ের দর্শন করার ইচ্ছা থাকলেও,সাধারণ মানুষের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত রেখে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। দেবী দশভূজা কে সামনে থেকে দর্শন করার সুযোগ হয়ে ওঠে না। সমস্ত দায় দায়িত্ব সামাল দিয়ে শতাব্দী প্রাচীন এই থানার বর্তমান ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের হাত ধরে সপরিবারে পুলিশ কর্মীরা আনন্দে মাতোয়ারা হবেন,তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মহাষষ্ঠীর ভোরে শিশির বিন্দু ঝরে পড়বে দূর্বা দলের উপর। শিউলি তার সুগন্ধ ছড়িয়ে দেবে সর্বত্র। নীলকণ্ঠ পাখি উড়ে যাবে মধ্য গগনে। শঙ্খধ্বনির সুমধুর সুরে মূর্ছনায় মুখরিত হবে চারদিক। আর ঢাকের বাদ্যি সহযোগে সপরিবারে শতাব্দী প্রাচীন ক্যানিং থানায় প্রবেশ করবেন দেবী দশভূজা, অবসান ঘটবে দীর্ঘ কয়েক যুগের প্রতীক্ষার।

উভয় সম্প্রদায়ের উদ্যোগেই পুজোর সৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালী থানার অন্তর্গত বাওয়ালী সখের বাজার দুর্গোৎসব পূজা কমিটি ২০২২ সালে শতবর্ষে পদার্পণ করল। তৃতীয়ার দিন এই শতাব্দী প্রাচীন পুজোর ভার্চুয়ালী উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। এই পুজো যখন শুরু হয় তখন ইংরেজ আমল এবং বাওয়ালীতে মণ্ডল জমিদারদের রাজত্ব চলছে। সখের বাজারটিও মণ্ডল জমিদারদের। যেখানে ঠাকুর ওঠে সেটা বর্তমানে দেবত্তর জায়গা। একশ বছর আগে সে সময় যারা ব্যবসা করতেন তার মধ্যে বেশ কয়েকজন দুর্গা ঠাকুর পুজো করার উদ্যোগ নেন। অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন একিন দর্জি নামে এক সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। তিনি পোশাক তৈরি করতেন। এবং মণ্ডল জমিদারদেরও পোশাক তৈরি করার সুবাদে তাঁর সঙ্গে জমিদারদের সঙ্গে সখ্যতা ছিল। এই একিন দর্জির সঙ্গে তারকচন্দ্র রায়, কালীকুমার রায়, অশ্বিনীকুমার মান্না, হৃষিকেশ ভক্তরা মণ্ডল জমিদারদের সঙ্গে কথা বলে পুজোর অনুমতি নিতে যান। তখন উল্লেখ যোগ্য যাঁরা জমিদার ছিলেন তাঁরা হলেন অরুণ কুমার মণ্ডল, প্রভাষচন্দ্র মণ্ডল, মোহন গোপাল মণ্ডল। জমিদাররা পুজোর অনুমতি দিলেন, তবে শর্ত দিলেন, পুজো যেন রীতি নিয়ম মেনে হয় তা না হলে শাস্তির মুখে পড়তে হবে পুজো কমিটিকে। পুজো কমিটি ব্রাহ্মণের খোঁজ শুরু করল। শেষে হাওড়া জেলার ৫৮ গেট থেকে কালীপদ চক্রবর্তীকে আনা হল। বংশ পরম্পরায় ওই চক্রবর্তী বাড়ির পুজারিরাই পুজো করছেন। শততম বর্ষে পুজো করছেন কালীপদবাবুর নাতি রাজকুমার চক্রবর্তী। আর একটা কাকতলীয় ব্যাপার হলো শততমবর্ষের পুজোর উদ্বোধন যাতে মুখ্যমন্ত্রী করেন তার জন্য মূল উদ্যোগ নেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী। যিনি বাওয়ালীর ভূমিপুত্র। উদ্বোধনের দিন তিনি ছিলেন অত্যন্ত তৎপর। সেখ বাপীর মা হচ্ছেন ফতেমা বিবি। ফতেমা বিবির বাবার নাম সাত্তার দর্জি। এবং সাত্তার দর্জির বাবা হচ্ছেন একশো বছর আগে যিনি বাওয়ালী সখের বাজারে দুর্গা পুজো করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন সেই একিন দর্জি। শতবর্ষের পুজোয় কোথাও যেন সম্প্রীতির ঐতিহ্য আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আবারও মর্মে মর্মে অনুভব হচ্ছে ধর্ম যার যার উৎসব সবার। পুজো কমিটির সভাপতি বাসুদেব কাবড়িও এই পুজো সৃষ্টির নেপথ্য কাহিনী জেনে পুলকিত। তিনি বলেন, তৃতীয়ায় মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করায় আমরা গর্বিত। চতুর্থীর দিন পৈলান স্বামী নারায়ন মন্দিরের মহারাজরা উপস্থিত হয়ে ১০০ প্রদীপ প্রজ্বলন করেছেন। ২০০জন মানুষকে বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। পুজো কমিটির প্রধান উপদেষ্টা সুকুমার ভক্ত বলেন, সেখ বাপীর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, কারণ তিনিই উদ্যোগ নিয়ে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীকে দিয়ে ভার্চুয়ালী উদ্বোধন করিয়েছেন বাওয়ালী সখের বাজার পুজো কমিটির। তিনি আরও বলেন, একশ বছর আগে যে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও রীতিনীতি মেনে পুজো হতো এখনও তেমনই হয়। ভক্ত বাড়ির মহিলরাই মূলতঃ পুজোর দায়িত্বে থাকেন।

পুজো কার!

প্রথম পাতার পর

এবার সে গুড়েও বালি কচকচ করছে। মহালয়ার আগে থেকে উদ্বোধনের চোটে, পুলিশের বাড়াবাড়িতে ব্যবসা লাটে উঠেছে। গাড়ি দাঁড়াতে পারছে না, খদ্দের আসতে পারছে না ব্যারিকেডের চোটে। দুরু দুরু বুকে তারাও ভাবছে পুজোটা সত্যি আসলে কার! পুজো এসেও শান্তি নেই বাঙালির। শেষ হলে আবার কোনো বাঙালির জেল যাত্রা হবে কিনা, কারোর ঘরে টাকা কত টাকা মিলবে তা নিয়ে চিন্তার শেষ নেই। আদৌ চাকরিটা থাকবে তো, এই ভাবনাতেও ভয়ে কাঁটা অনেকে। সরকারি কর্মীরা ডিএ পাবার লড়াইতে পুজোর পরে আদালতে নামার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। অনেক নেতা ও তাদের সঙ্গী সাথীদের আবার চিন্তা পুজোর কটা দিন কাটলে তারা খোলা আকাশের নিচে দিন কাটাতে পারবেন কিনা। বাবা, মা, স্ত্রী তাকিয়ে রয়েছেন পুজোর পরে বিচার পাবার আশায়। পুজোর রেশ কাটতে বেশ কটা দিন লাগে বাঙালির। সে সুযোগ হবে কিনা সেটাই এবার বড় প্রশ্ন।

পাঁচদিন মহিষাশুরমর্দিনী মায়ের কাছে কত কিছুই না চাইবে বাঙালি। ধন দাও, সম্পদ দাও, বিদ্যা দাও, সুবুদ্ধি দাও, সুখ দাও, সমৃদ্ধি দাও। আত্মবিস্মৃত, দুর্নীতিতে ডুবে যাওয়া সংস্কৃতি হারানো বাঙালিকে কতটা মা দিতে পারবেন তা সময়ই বিচার করবে। তবে সব চাওয়া পাওয়া ছাপিয়ে এবারের প্রার্থনা হোক - যোগ্যরা চাকরি পাক, অবৈধ চাকরি অসুর নিধন হোক। কাজহারাদের কাজ জুটুক। বিচার পাক অশ্রুসজল নয়নে যারা বসে আছেন বিচার পাবার আশায়।

ঐতিহ্যের শোলাশিল্প

প্রথম পাতার পর

তাই দিয়ে কোনও রকমে চলে আমাদের সংসার। কিন্তু এবছর তেমন বর্ষা না হওয়ায় নদী, নালা, খাল, বিলে জলের ব্যাপক ঘাটতি। সেকারণে তেমন ভাবে শোলা গাছ এবার জন্মাতে পারেনি। ফলে শিল্পীদের রুটি-রুজির জন্য এবার একটু সমস্যা আছে বৈকি।' বাকসা গ্রামের শোলা শিল্পী বিক্রম হালদার বলেন, 'বাগদা ব্লকে প্রায় শতাধিক পরিবার শোলা শিল্পের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে। এমনইতেই শোলা শিল্পীদের বেঁচে থাকার জন্যে কঠিন জীবন সংগ্রাম করতে হয়। তার উপর সাম্প্রতিক করোনা মহামারীতে দু'বছর লকডাউনে আমাদের একেবারে নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়।' বিশ্বনাথ বিশ্বাস বলেন, 'একে তো এই শিল্পকর্মের উচিত মূল্য পাওয়া যায় না। তার উপর রাজনৈতিক জাঁতাকলেও পিষ্ঠ হয়ে চলেছে এই শোলা শিল্প। উপযুক্ত সরকারি সহযোগিতা বঞ্চিত এই শিল্পকে তবুও সনাতন ধর্মীয় ঐতিহ্যের সাক্ষী হিসেবে আমৃত্যু বুকে আঁকড়ে থাকতে চাই।'

হাঁটু জল রামরাজাতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া রামরাজাতলা একটি জনপ্রিয় নাম। এখানে রামের মন্দিরে নিত্য পুজো হয়। রাম ঠাকুরের মন্দির অনুসারে এই জায়গায় নাম হয় রামরাজাতলা। এই রামরাজাতলা রেল স্টেশন কাছেই শঙ্কর মঠ আছে। এই শহর মঠের পাশ দিয়ে রাম মন্দির ও রামরাজা বাস স্টেশন যাবার রাস্তা। শঙ্কর মঠের কাছাকাছি রাস্তায় অল্প বৃষ্টিতেই হাঁটু সমান জল জমে যায়। গত বুধবার বৃষ্টিতে এমনি দৃশ্য দেখা গেল। প্রায় হাঁটু সমান জল পেরিয়েই সকলকে যাতায়াত করতে দেখা গেল। রাস্তার দুদিকে দোকান এবং দুদিকেই রয়েছে ড্রেন। বর্তমানে রাস্তার দু'দিকেই যে ড্রেন দিয়ে জমা জল যাওয়ার কথা তা যাচ্ছে না ঠিকমত। এমনি অভিযোগ সাধারণ মানুষের। এবং প্রশাসন উদাসীন বলেও অভিযোগ। এই পুজোয় আগেই বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। এই পুজোয় তাই চিন্তার ভাঁজ সকলের কপালে।

প্রতিমা দর্শন করতে যাওয়ার সময় যদি এমন জল জমে থাকে তবে সকলের প্রতিমা দর্শন করতে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। তাই এলাকাবাসী ও নিত্য যাত্রীদের একমাত্র দাবি বৃষ্টিতে জমা জল নিকাশির সুব্যবস্থা যদি প্রশাসনের পক্ষ থেকে করে তা হলে সকলের যাতায়াতের সুবিধা হয়। এখন দেখার প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুজোর এই দিনগুলিতে বৃষ্টি হলে এই জায়গার জল নিকাশি ব্যবস্থা করে সকলের জন্য প্রতিমা দর্শন করার সুব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে সকলের মুখে হাসি ফোটায়।

মানবাধিকার সংগঠন আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের পক্ষ থেকে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসত সদর হাসপাতাল চত্বরে এক গুণীজন সম্বর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের অনুষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে ছিলেন সংগঠনের কর্মী দেবাশিস বিশ্বাস ও পারমিতা ঘোষ। গুণীজন সম্বর্ধনার প্রায় ২৪-২৫ জন ব্যক্তিত্বকে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। এদিন সম্বর্ধিত হন বারাসত সদর হাসপাতাল ও বারাসত মেডিকেল কলেজের বিশিষ্ট চিকিৎসকদের অধ্যক্ষ ডা. মানস কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, উপাধ্যক্ষ ডা. প্রবীর কুমার মুখোপাধ্যায়, সুপার ডা. সুব্রত মণ্ডল, নার্সিং মেট্রন সীমা মহাপাত্র, পিয়ালি দাস, নিবেদিতা মিত্র, আকাশ মজুমদার, মলয় দাস, নিরাপত্তা কর্মী আবু হোসেন, সাফাই কর্মী চিন্তামণি ওঁরাও, গ্রুপ ডি কর্মী রজত দাস, পশুপ্রেমী সৌমেন্দু সাউ সহ বেশ কয়েকজন সাংবাদিক ও চিত্র সাংবাদিকগণ এমনটাই জানালেন, সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মী দেবাশীষ বিশ্বাস।

দশভূজা সম্মান

নিজস্ব প্রতিনিধি : দশভূজার আগমনের সাথে সাথেই উৎসব মুখর বাংলাকে আর একটু উৎসবের ছোঁয়া দিতে 'দক্ষিণ হাওড়া মুক্তধারা' এক মহতী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজে দশভূজাদের সম্মাননা জ্ঞাপন করেন ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ রোটারি সদনে। এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানে

উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রের দশভূজারা পরিচালক সুদেষ্ণা রায়, সাইকেল আরোহী মাধবী সরকার, ক্যারাটের মাধ্যমে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা ক্যারাটে মাস্টার অরিত্রী দে, চিত্রনাট্য লেখিকা লীনা গঙ্গোপাধ্যায়, গায়িকা দেবারতী মিত্র, ঠাকুর গড়ার কারিগর চায়না পাল সহ আরও অনেকে। থ্যালাসেমিয়া রোগীদের নিয়ে একটি সংগঠনের ছোটদের হাতে নতুন জামা তুলে দেওয়া হয় এছাড়াও বিশেষ শিশুদের হাতেও নতুন জামা প্রদান করে আয়োজক সংস্থা। হিন্দ সংঘের 'মা সারদা মহিলা কেন্দ্রে'র মহিলাদেরকেও সম্মাননা জ্ঞাপন করেন তারা।

এদিনের অনুষ্ঠানে অনন্য দুর্গা তথা নৃত্যনাট্যের মাধ্যমে রূপান্তরকামী ও যৌনকর্মী নারীদের মেলবন্ধনে জগৎ জননী মাকে আহ্বান করা হয়। পরিচালনায় ছিল মেঘ সায়ন্তনী ঘোষ। সঞ্চালনায় আবীর সেনগুপ্ত ও শ্রী সেনগুপ্ত। উদ্যোক্তা জয়দীপবাবু জানান, প্রত্যেক বছরের মতো এবছরেও তারা এই সম্মান দিতে পেরে খুবই আনন্দিত এবং ঋদ্ধ হয়েছেন এমন সব নারীদের হাতে সম্মাননা তুলে দিতে পেরে।

বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল–এ ভারত সরকারের পর্যটন বিভাগের পক্ষ থেকে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানের মূল ভাবনা ছিল পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক এবং হেরিটেজের মাধ্যমে পর্যটনের প্রসার। সেই ভাবনা নিয়ে বক্তব্য রাখেন ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত নির্দেশক সায়ক নন্দী। বাউল গান ও ছৌ নৃত্যে মুখরিত ছিল ভিক্টোরিয়ার আঙিনা।

গত ২৫ সেপ্টম্বর ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধিনস্ত সংস্থা বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে দঃ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের হাড়ভাঙ্গী গ্রামে শীতলা সংঘের ব্যবস্থাপনায় দীন দয়াল উপাধ্যায়ের ১০৬তম জন্ম দিবস পালন করা হয়। সুসজ্জিত র‍্যালিতে গ্রামের মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সেই সঙ্গে ওইদিন ইনসেনটিভ ভলেন্টিয়ার এনরোলমেন্ট প্রোগ্রাম ও সেবা সার্ভিস অ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্ট কর্মসূচিও পালিত হয়। গত ২৯ সেপ্টেম্বর রাজ্য নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্র ও কালীনগর সাবমেরিন ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় পক্ষকাল ব্যাপী হিন্দি দিবসের সমাপ্তি অনুষ্ঠান হয়। র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে প্রায় ৫০০ মানুষ। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর ডাঃ রজত শুভ্র নস্কর।

ফলতার ফতেপুরে ঝাড়খণ্ডের গ্রাম জীবনের চালচিত্র

অর্ঘ্য রায় : মন্ডপ জুড়ে এ কিসের আঁকিবুকি! ফুল–পাখি, জীব–জন্তু,গাছ–পাতা আরো কত কি! কুঁড়েঘরের দেওয়াল জুড়ে শুধুই চিত্রকলা। তার মাঝেই ছেলে–মেয়েকে সাথে নিয়ে ১০০ ভরি সোনার গহনা পরে অধিষ্ঠান করছেন দেবী মা দুর্গা। এমনই ছবি ধরা পরল ফলতার 'বটতলা আমরা সবাই' দুর্গোৎসব কমিটির পুজো মন্ডপে। ঝাড়খণ্ডের প্রত্যন্ত গ্রামের চিত্রকলায় সেজে উঠেছে গোটা মন্ডপ। ঝাড়খণ্ডের হাজারীবাগ জেলার বরকাগাঁও এলাকা থেকে মন্ডপ সাজাতে এসেছিলেন সুগিয়া দেবী ও তার দুই মেয়ে ও এক ছেলে কিরন দেবী, ললিতা দেবী ও মনোজ কুমার। তাদেরই হাতের রং তুলির টানে মণ্ডপ গাত্রে ফুটে উঠেছে গাছ–গাছালি,হরিণ,ময়ূর,গরু, হাতি, ছাগল সহ নানা কিছু। ফলতার গ্রামের পুজো মণ্ডপ এখন যেন ঝাড়খণ্ডের কোন গ্রামীণ কুঁড়েঘর। যার রূপে মোহিত সকলেই।

প্রসঙ্গত হাজারীবাগের গান্ধী ময়দানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভার আগে সভামঞ্চ গ্রামীণ চিত্রকলায় সাজিয়েছিলেন এই মহিলারাই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাদের তারিফও করেছিলেন। দেশ–বিদেশের বহু শংসাপত্র ও পুরস্কার পেয়েছেন তারা। চিত্রশিল্পী বছর ষাটের সুগিয়া দেবী জানান, এই চিত্রকলা তাদের বংশ পরম্পরায় চলে আসছে। তারা তাদের নিজেদের ঘর–বাড়ি ও মাটির দেওয়ালে এই ছবি আঁকেন। এলাকার যে কোন অনুষ্ঠানে বিশেষ করে বিয়ের অনুষ্ঠান, দীপাবলি ও নতুন ফসল ওঠার সময়ে দেওয়ালে এই ছবি আঁকা হয়। দেশের বিভিন্ন রাজ্য ছাড়াও বিদেশে তাদের আঁকা ছবির যথেষ্ট নামডাক রয়েছে। পুজো উদ্যোক্তা রূপেশ ভান্ডারীকে মন্ডপের শিল্প ভাবনার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন। আমাদের একটা ইচ্ছা ছিল আলপনা দ্বারা মন্ডপ কে সাজানো, সেই ইচ্ছেকে বাস্তবে রূপ দিতে ইন্টারনেটে বিভিন্ন খোঁজ করতে থাকেন এ ধরনের শিল্প কর্মের ব্যাপারে, খোঁজ পান প্রাচীন রক পেন্টিং ঘরানার এই শিল্পকলার। জানতে পারেন জি আই ট্যাগ প্রাপ্ত এই সোহরাই চিত্র কলার ব্যাপারে। তারপরে একটি এন জি ওর সাহায্যে যোগাযোগ করেন শিল্পী দের সঙ্গে। এছাড়া মন্ডপের প্রতিমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন এ বছর আমাদের পুজোর থিম 'মায়ের গয়না একশো ভরি ' অর্থাৎ ১০০ ভরি সোনার গয়না দিয়ে প্রতিমাকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। এবং সমগ্র পুজোতে খরচ হয়েছে সাড়ে ৬ লক্ষ টাকারও বেশি। চতুর্থীতেই শোভাযাত্রা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্বোধন হয় এই পুজোর। ফিতে কেটে পুজোর উদ্বোধন করেন ফলতার বিধায়ক শঙ্কর কুমার নস্কর। তারপরেই মন্ডপে ভিড় করতে শুরু করে দর্শনার্থীরা। দূরদূরান্ত থেকে দর্শনার্থীরা আসেন ফলতার ফতেপুর গ্রামের এই পুজো মন্ডপে। পুজোকে ঘিরে মেতে ওঠেন এলাকার মানুষজন। ফলতার বটতলার এই গ্রামীন পুজো নিঃসন্দেহে যে শহরের পুজোকে টেক্কা দেবে তা বলাই বাহুল্য।

বয়স্কদের ঠাকুর দেখালেন সহ সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ–সভাপতি বুচান ব্যানার্জী এলাকার ২০ জন দুঃস্থ বয়স্ক ও বয়স্কা দম্পতিদের নিয়ে পঞ্চমীর দিন সকালে ঠাকুর দেখাতে বের হলেন। পঞ্চায়েত সমিতিতে সকালে দম্পতিরা উপস্থিত হলে সকলকে টিফিন দেন। তারপর তাদের হাতে পুজোর নতুন পোশাক তুলে দেন। এসি বাসে

করে তারা কলকাতার বিভিন্ন মণ্ডপে ঘুরে বেড়ান। বুচান বাবু বলেন, দেখুন আমার বাবা মা নেই। এদের হাতে নতুন কিছু তুলে দিয়ে এবং ঠাকুর দেখাতে পেরে আমি গর্বিত। ওদের মধ্যেই আমি আমার বাবা মাকে খুঁজে পাই। মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। দম্পতিদের মধ্যে রবীন অধিকারী, বিফল প্রামাণিক সহ অন্যান্য সকলেই বুচান ব্যানার্জীর এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

মহেশতলা পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডে ৯টি পুজো কমিটিকে নিয়ে গড়ে উঠেছে আকড়া উৎসব পরিবার। যার ছোঁয়ায় সাধারণ পুজো চন্দননগরের আলোকসজ্জায় রূপ নিয়েছে অনন্য। পিছিয়ে পড়া এই সব পুজোই এগিয়ে এসেছে পাদপ্রদীপের আলোয়। কাউন্সিলর শুভ্রা চক্রবর্তী এই পরিবারের গাইড বুক প্রকাশ করলেন এক সাংবাদিক সম্মেলনে। উপস্থিত ছিলেন ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আতিউর রহমান, পুরপ্রধান ও পুজো কমিটির উ দ্যাক্তারা। ছবি : অরুণ লোধ

লেন্স বার্তা

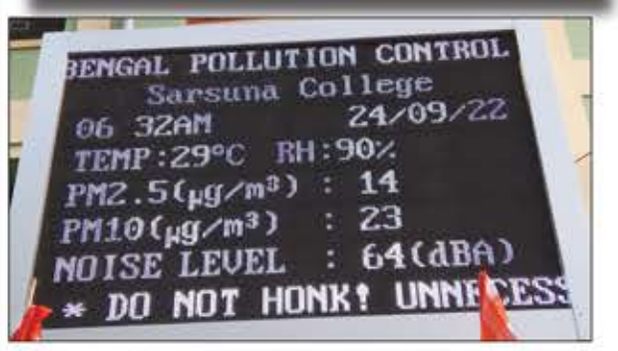

পরিশোধন : স্থানীয় বায়ুদূষণে নিরবচ্ছিন্ন নজরদারি চালাতে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদে'র তরফে সারা কলকাতা শহর জুড়ে আপাতত এমন ১৪ টি যন্ত্র বসানো হয়েছে। খুব শীঘ্রই আরও ৮ টি যন্ত্র বসানো হবে।

তথ্য : বরুণ মণ্ডল

With Best Compliments From :

PAPIYA ENTERPRISE
Govt. Contractor and General Order Suppliers
Prop : Debatosh Mahanti
Mob. : 9038721342/9002777785
Vill : Kultali, P.O. : Narayantala
P.S. : Basanti, Dist : 24 Pgs. (S), WB
GSTIN-19AJGPM2519R1ZK

এখানে ওখানে

আমেরিকার কৃষ্ণ মন্দির থেকে শৈলশহর দার্জিলিং থিমে সেজে উঠেছে চুঁচুড়া

মলয় সুর, হুগলি : বাঙালির সেরা উৎসব দুর্গাপুজো। প্রায় দু'বছর পর পুরোদমে শারোদৎসব হুগলি–চুঁচুড়াতে হতে চলেছে। আর বেশিরভাগ থিম–এর পুজো। তাই কোথাও থিম হয়ে উঠছে প্রায় হারিয়ে যাওয়া ডাকঘর, কেউ বা সযত্নে তুলে আনছেন আমেরিকার কৃষ্ণমন্দিরকে। আবার শিল্পীর অনবদ্য শিল্পায়নে থিম–এ শৈল শহর গোটা দাজিলিংকে দশনার্থীদের সামনে তুলে ধরবেন। এবারে চুঁচুড়া শহরের বড় বাজেটের পুজোর মণ্ডপগুলির থিম আকর্ষণীয় হওয়ার দরুণ দর্শনার্থীদের ভিড় উপচে পড়বে। হুগলির চুঁচুড়াতেই সবচেয়ে বেশি দুর্গাপুজো হয়। স্থানীয় কেন্দ্রীয় দুর্গোৎসব কমিটির কাছে নথিভুক্ত পুজোর সংখ্যা প্রায় চারশো। এই চুঁচুড়াতে দুর্গা প্রতিমা ও প্যান্ডেল দেখতে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকজন পুজোর কয়েকটা দিন ভিড় জমাতে আসেন। প্রতিমা, আলোকসজ্জা, থিম– সবকিছুই যেন চোখ জুড়িয়ে যাওয়ার মতো। এর মধ্যে চুঁচুড়া কারবালা মোড় সর্বজনীন ৬৬ বছরে পা দিল। পুজো কমিটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক তথা কাউন্সিলর ইন্দ্রজিৎ দত্ত (বটাদা) বলেন, আমেরিকার কৃষ্ণমন্দিরের আদলে পুরো মণ্ডপটি নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে। মণ্ডপের ভিতর দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের ধাঁচে কারুকার্য রয়েছে। প্লাস্টার অফ প্যারিসের শৈলী নকশা মণ্ডপ জুড়ে এক অপূর্ব পরিবেশ ও আবহ তৈরি হয়ে উদ্বুদ্ধ হবেন কয়েক হাজার দর্শনার্থী। মণ্ডপের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিমা ও আলোক সজ্জা সব কিছুই থিমের অনুকরণে। বাজেট ১৮ লাখ টাকা। এখানে প্রেসিডেন্ট দেবাশিস চ্যাটার্জী ও সম্পাদক প্রদীপ ব্যানার্জী। চতুর্থীর দিন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন এবং আনন্দসজ্জায় থাকবে উড়ন্ত চিঠির দল। হারিয়ে যাওয়া ডাকবাক্স। ব্যান্ডেলের কৈলাশনগর মেরিপার্ক উন্নয়ন সমিতি এবার পঞ্চাশ বছরের পুজোয় তুলে আনছে আস্ত রূপসী সুন্দরী দার্জিলিং শহর। ক্লাবের নিজস্ব ময়দানে এই শৈলশহরটি গড়ে উঠবে। পাহাড়ে থাকছে টয় ট্রেন ও রোপওয়ে। এমনকি রেল স্টেশন। দার্জিলিংয়ের পাহাড় চূড়ায় থাকবে মহাকালেশ্বর শিব মন্দির। পাহাড়ের নীচে মৃন্ময়ীদেবী পূজিত হবেন দার্জিলিংয়ের বিশেষ আকর্ষণ ম্যাল। পুজো কমিটির সহ সম্পাদক নারায়ণ সরকার বলেন, বাঙালির অতি প্রিয় জায়গা এখানে দেখা যাবে, পাহাড়ি ঝরনার জল অনবরত কুল কুল শব্দে বয়ে যাবে। পাহাড়ে গুহা ও ওঠার সিঁড়ি থাকছে। পুরো পাহাড়টা পেঁজা তুলের মতো দেখতে পাওয়া যাবে। সঙ্গে কনকনে ঠাণ্ডা উপলব্ধি করতে পারবে দর্শকরা। এর পাশেই পুজো মণ্ডপ মেরি পার্ক সার্বজনীন দুর্গোৎসব ২৭ বছরের পুজোতে তারা তুলে আনছেন এক টুকরো ওড়িশার গ্রাম 'পিপলি'। সেখানকার বাসিন্দাদের সৃষ্টি শিল্পকর্মে তৈরি হচ্ছে মণ্ডপ। পুরী থেকে ৪০ কিলোমিটার এবং ভুবনেশ্বর থেকে মাত্র ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। তবু পিপলি গ্রামটি এখনও খুব বেশি প্রচারের আলোয় আসেনি। পুজোর থিম সম্পর্কে কমিটির অন্যতম উদ্যোক্তা লাল্টু দাস বলেন, আমাদের থিমের নাম 'পিপলি'। বহু বছর ধরে রঙিন কাপড়ের বিভিন্ন ঘর সাজানোর কুটির শিল্পের সামগ্রী তৈরি হয়। গোটা মণ্ডপই তৈরি হবে ওড়িশার ওই গ্রামের আদলে। ঢুকলে মনে হবে যেন পিপলি গ্রামে আছি মণ্ডপের মাঝখানে মন্দির সেখানেই মা দুর্গার আরাধনা হবে। সোসাইটির সেক্রেটারি দীপক চন্দ্র পাল যিনি ডিসি পাল বলেই সকলের কাছেই পরিচিত। তিনি বলেন, মণ্ডপের শোভা বাড়ানোর জন্য চারিদিকে রঙিন কাপড়ের ব্যবহার করা হচ্ছে। তার সবটাই কৃষ্ণনগরের মণ্ডপ ডেকরেটর্সরা তৈরি করছেন। এই ছিমছাম মণ্ডপ শুধু শিল্পের জোরেই দর্শনার্থীদের অবাক করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

মহিলা ঢাকি

পুরুষ ঢাকির চাহিদা কমে, আগেই মহিলা ঢাকির চাহিদা দ্বিগুণ বেড়েছে পুজো উদ্যোক্তাদের মধ্যে। শুধু নিজের রাজ্যে নয় ভিন্ন রাজ্যে। এমনকি দেশের বাইরে থেকেও ডাক আসছে মহিলা ঢাকিদের। এরকমই মছলন্দপুরের লক্ষ্মীপুরে ভবতারিণী মহিলা ঢাকি সম্প্রদায় দু'বছরের দুঃসময় কাটিয়ে ফের স্বস্তির হাসি উপভোগ করছেন। এ বছর পুজোয় ৪০ জন মহিলা ঢাকি বিভিন্ন জায়গায় অসমের ডিব্রুগড়, গৌহাটি, আগরতলা, মুম্বইয়ের পায়াই, শিলিগুড়ির বাগডোগরা এয়ারপোর্টের কাছে, পাহাড়ের কালিম্পংয়ে পাড়ি দিচ্ছে।

পুজোর তৃতীয়াতে যাত্রা শুরু করছেন। এখন পুজোর মহড়া তুঙ্গে। তাদের নেতৃত্বে রয়েছেন সমীর দাস ও দীপঙ্কর দাস

'তানালাপ' সংস্থার মহিষাসুরমর্দিনী

পিতৃপক্ষের অবসান, দেবীপক্ষের সূচনা। আশ্বিন মাসে পেঁজা তুলোর মতো নীল আকাশে শিউলি ফুলের গন্ধ বাতাসে ভাসছে। চারিদিকে আগমনীর সুর কানে আসছে। তারই মধ্যে ভদ্রেশ্বর কয়লা ডিপু গঙ্গার ঘাটে 'তানালাপ সাংস্কৃতিক সংস্থা' মহিষাসুর মর্দ্দিনী প্রদর্শিত করল। এরই সঙ্গে আগমনী নৃত্য, চণ্ডীপাঠ, গীতিআলেখ্য ছিল। সংস্থার কর্ণধার সুকুমার চক্রবর্তী ও উপস্থাপনায় শেফালি চক্রবর্তী সহ অন্যান্য শিল্পীরা ছিলেন।

ভার্চুয়াল পুজো উদ্বোধন

গত ২৮ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর পশ্চিমপাড়া যুবকবৃন্দের ২২ তম বর্ষের দুর্গোৎসব ভার্চুয়ালী উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক সুমিত গুপ্তা, ডাঃ হারবার পুলিশ জেলার এস পি ধৃতিমান সরকার। মহকুমা শাসক প্রসেনজিৎ ঘোষ, অ্যাডিশনাল এস পি অর্ক ব্যানার্জী, জেলা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক অনন্যা মজুমদার প্রমুখ। যুবকবৃন্দ ক্লাবের সম্পাদক শ্রী সৌমেন মণ্ডল (ভাঞ্জু) বলেন, মুখ্যমন্ত্রী আমাদের পুজো উদ্বোধন করায় আমরা গর্বিত এবং আনন্দিত।

মাঙ্গলিকী

আগমনী উৎসব ও গুণীজন সংবর্ধনা

অর্ঘ্য রায় : দুই বাংলার গুণীজন সমাবেশে আগমনী উৎসব পালন করলো পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা ফতেপুরের বাংলার মুখ। বাংলাদেশের স্বনামধন্য সঙ্গীতশিল্পী, সম্পাদক ও সাহিত্যিক হাসান মাহমুদের হাতে অর্পণ করা হয় 'পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার ২০২২' । দুই বাংলার আত্মিক সেতুবন্ধনে বিশেষ অবদানের জন্য তাঁকে এই সম্মান দেওয়া হয়। একই মঞ্চে পশ্চিমবঙ্গের প্রথিতযশা কবি রফিক উল ইসলামের হাতে তুলে দেওয়া হয় 'বাংলার মুখ সাহিত্য পুরস্কার ২০২২'। আধুনিক বাংলা কবিতায় সামগ্রিক অবদানের জন্য তাঁকে এই সম্মান প্রদান করা হয়। বাংলা শিশু সাহিত্যে সামগ্রিক অবদানের জন্য 'বাংলার মুখ সাহিত্য পুরস্কার ২০২২' প্রদান করা হয়, বিশিষ্ট শিশুসাহিত্যিক শ্যামাচরণ কর্মকারকে। তিনি প্রায় চল্লিশ বছর ধরে নিরলস শিশু সাহিত্য চর্চা করে যাচ্ছেন, লিখেছেন অজস্র বইপত্র।

এই সম্মান গ্রহণ করবার পর তিনি প্রতিক্রিয়াতে জানান, আমি জীবনে অনেক কঠিন সময় দেখেছি, ছেলেবেলায় ঠিকমতো খেতে পেতাম না, অনেক ভাই বোনের সঙ্গে বড় হয়েছি, বিভিন্ন ক্লাব সংগঠন থেকে একটা বই পাওয়ার জন্য আমি ক্লাসে ফার্স্ট কিংবা সেকেন্ড হতাম। ক্লাসে ভালো রেজাল্ট করলে তবেই তো বই পাওয়া যাবে আর সেজন্যই আমি ফার্স্ট হতাম। ছেলেবেলায় বাবাকে হারিয়েছিলাম, কিন্তু আজ আমরা সবাই প্রতিষ্ঠিত, সবাই ভালো ভালো জায়গায় চাকরি করি। জীবনে হাল ছাড়লে হবে না লড়াই জারি রাখতে হবে। ছোটরা আমার প্রাণ, ছোটদের জন্য সারা জীবন লেখালেখি করছি। তার জন্যে পুরস্কার পেয়ে সত্যিই খুব ভালো লাগছে।

বিশিষ্ট কবি বনানী চক্রবর্তীর হাতে তুলে দেওয়া হয় 'কুসুমকুমারী দেবী স্মৃতি পুরস্কার ২০২২'। পরপর অনন্য সাধারণ চারটি কাব্যগ্রন্থ রচনার জন্য তাঁকে এই সম্মান জানানো হয়।

পুরস্কার সভায় তিনি বলেন, আমি নিজের মতো করে লিখতে ভালবাসি, কবিতা লেখার জন্য

আমি যে পুরস্কার পাবো তা কখনো ভাবি নি। সভা- সমিতি আমাকে বিশেষ টানে না। তাহলে ও বাংলার মুখের এই আহ্বান আমি উপেক্ষা করতে পারলাম না। এই আলোকিত সভায় উপস্থিত থাকতে পেরে আমি সত্যিই আনন্দিত। কবিতা চর্চার প্রতি মনোযোগ ও দায়িত্ব যেন আরো বেড়ে গেল।

অত্যন্ত ধ্রুপদী ঘরানার এই সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত দর্শকদের মনোরোগ ও আগ্রহ ছিল দেখার মতো। এই সংবর্ধনা সভাতে মূলত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। তাদের মার্জিত উপস্থিতি অনুষ্ঠানে আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছিল। 'বাংলার মুখ ' এর প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট সাহিত্যিক অবশেষ দাস বলেন, আমরা ঐতিহ্য পরম্পরা ও উত্তরাধিকারে বিশ্বাসী। আমরা বিশ্ব নাগরিক হওয়ার স্বপ্ন দেখি। দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে আমরা এই সংবর্ধনা সভার আয়োজন করে আসছি। ইতিপূর্বে কবিতা পাঠের আসরে এক প্রকার মাতিয়ে দিয়েছেন বলা যায়। তবে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল কণ্ঠশিল্পী হাসান মাহমুদের সংগীত। তাঁর গান এই দিন দর্শকদের মন ভরিয়ে দেয়। হাসান মাহমুদ বলেন , পশ্চিমবঙ্গে তিনি আগেও এসেছেন অজস্র বন্ধুবান্ধব এখানে ছড়িয়ে আছে সময় পেলেই তিনি চলে আসেন। সাংবিধানিকভাবে দুটো দেশের আলাদা অস্তিত্ব থাকলেও তিনি বাঙালি জাতিকে অখণ্ড সত্তা অনুভব করেন। জীবনে চাওয়া পাওয়া তে তিনি বিশ্বাসী নন খুব সাধারণভাবেই সততা ও মূল্যবোধের সঙ্গে একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে পৃথিবী দেখতে চান। তার এই অঙ্গীকারে দর্শকরা করতালীতে এদিনের সভাঘর মুখর করে তোলে।

কবি রফিকুল ইসলাম বলেন, বর্তমান প্রজন্ম বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে সাহিত্য চর্চার মতো সময় তারা বিশেষ পায় না। তারপরেও সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহ, কবি জয় গোস্বামী, সাহিত্যিক কার্তিক ঘোষ, কবি ভবানীপ্রসাদ মজুমদার, কবি জহরসেন মজুমদার, কবি শামীম রেজা সহ দুই বাংলার বহু স্বনামধন্য কবিদের বাংলার মুখের আন্তরিক আয়োজনে পেয়েছি। আগামী দিনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে বাংলার মুখ সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে।

সংবর্ধিত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যের বেলাভূমি পত্রিকার সম্পাদক কবি অরুণ পাঠক। এছাড়া শিক্ষক উপল দাস, শ্রুতিনন্দা পাল, সোনালিসা বেড়া, ঈশানী মোদক, স্নেহা মন্ডল, কথিকা দেব, ঋষিকেশ মন্ডল, অঙ্কিতা হালদার, সুদীপা মন্ডল, মৌবনী মন্ডল, অয়ন্তিকা সরদার প্রমুখের অংশগ্রহণ ছিল নজর কাড়া।

সমগ্র অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন ডায়মন্ড হারবার শহরের স্বনামধন্য চিকিৎসক হিমাদ্রি পাল। আয়োজকদের পক্ষ থেকে তরুণ শিক্ষক রাজেশ কয়াল বলেন, বাংলার মুখ আমাদের প্রথম প্রদর্শক, আমাদের স্পন্দন। আগামী দিনে বাংলার মুখ দুই বাংলা জুড়েই কাজ করবে। সম্পূর্ণভাবে ধ্রুপদী ঘরানার এই অনুষ্ঠানে মনোজ্ঞ সঞ্চালনের দায়িত্ব পালন করেন 'বাংলার মুখ' এর প্রতিষ্ঠাতা সাহিত্যিক অবশেষ দাস।

বিদ্যানগর কলেজে বইপ্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : একসঙ্গে চারটি কবিতার বই ও দুটি পূজাবার্ষিকী উদ্বোধন করা হলো বিদ্যানগর কলেজের সেমিনার হলে। উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন কলেজের ছাত্রী সুপর্ণা চক্রবর্তী। আগ্রহী অজস্র ছাত্র–ছাত্রীদের উপস্থিতিতে কবি বনানী চক্রবর্তীর দুটি কবিতার বই 'ক্রমাগত চরকার ঘ্রাণ' ও 'বৃষ্টি সময় অন্তরে ' প্রকাশ পায়। গ্রন্থদুটি প্রকাশ করেন বিদ্যানগর কলেজের অধ্যক্ষ ড. সূর্য প্রকাশ আগরওয়ালা ও কবি শুভদীপ রায়। পাশাপাশি কবি অবশেষ দাসের দুটি কবিতার বই 'কিশোর কবিতা সংগ্রহ' ও 'বুকের ভেতর ময়ূরাক্ষী ' প্রকাশ করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অধ্যাপক সুব্রত সার ও কবি অরুণ পাঠক। বিশিষ্ট সাহিত্যিক অশোক কুমার মিত্র সম্পাদিত 'ঝালাপালা ' ছোটগল্পবার্ষিকী প্রকাশিত হয়। সাহিত্যিক অধীর বিশ্বাসের গাঙচিল থেকে প্রকাশিত 'দোয়েল ' পত্রিকার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় এই মঞ্চে। একই দিনে এতগুলি বই প্রকাশে ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যে আগ্রহ ছিল নজর কাড়া। বিশিষ্ট অধ্যাপক – অধ্যাপিকাদের মধ্যেও আন্তরিক আগ্রহ চোখে পড়ে। বিশেষ করে সহকর্মী বন্ধুদের বই প্রকাশ ঘিরে এইদিন কলেজে উৎসবের আমেজ চলে আসে। বিশেষ গ্রন্থপ্রদর্শনীর ব্যবস্থাও ছিল। কবি বনানী চক্রবর্তীর দুটি গ্রন্থ নিয়ে অসামান্য আলোকপাত করেন সাহিত্যের

বেলাভূমি পত্রিকার সম্পাদক কবি অরুণ পাঠক। কবি অবশেষ দাসের দুটি গ্রন্থ নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন কবি শুভদীপ রায়। সমগ্র অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বিদ্যানগর কলেজের অধ্যক্ষ ড. সূর্য প্রকাশ আগরওয়ালা। তিনি বলেন, সহকর্মীদের কাজের জায়গায় কেবলমাত্র একজন অধ্যাপক হিসেবে জানি। কিন্তু তার বাইরে এমন সাহিত্য চর্চা আমাদের কলেজের মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়। আগামীদিনে আরও গ্রন্থ নিশ্চয়ই প্রকাশিত হবে। অন্যান্য সহকর্মীদের যেকোনও স্তরের বই প্রকাশ করার বিষয়ে তিনি উৎসাহ দেন। তিনি আরও বলেন, কলেজ থেকে নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশ করা হয়,যত্ন সহকারে। সেখানে ছাত্র–ছাত্রীদের প্রতিভা বিকশিত হচ্ছে। সহকর্মীদের লেখা প্রকাশ পাচ্ছে। আমরা ছাত্র–ছাত্রীদের মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশ করতে পারি, তেমন প্রতিভার সন্ধান চাই। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অধ্যাপক সুব্রত সার অসাধারণ বক্তব্য পেশ করেন। তিনি এই কলেজের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হলেও বাংলা কবিতার চর্চার নিয়মিত খবর রাখেন। তিনি নিজেও লেখেন। সহকর্মী দুই কবির বইপ্রকাশে তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। বনানী চক্রবর্তী এবং অবশেষ দাসের কবিতা সম্পর্কেও অসামান্য বক্তব্য রাখেন। কলেজের ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি আমন্ত্রিত শিল্পীদেরও উপস্থিতি ছিল বেশ উজ্জ্বল। সাংস্কৃতিক ভাবে বিদ্যানগর কলেজ ছড়িয়ে আছে বলেই এইভাবে ঘর ও বাহির জুড়ে এই বৃহৎ আয়োজন বলে মনে হয়। বিখ্যাত চার নৃত্য শিল্পী সৌমিলি, ঈশানী , অর্পিতা ও শ্রেয়া আগমনী গানের ধারায় দর্শকদের আচ্ছন্ন করে দেন। বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ঈশানীর নৃত্য আলাদা মাত্রা এনে দেয়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন ড.গোপা বিশ্বাস, অধ্যাপক সৌরভ সামন্ত, অধ্যাপক অর্ঘ্য চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

বিদ্যানগর কলেজের অধ্যাপক–অধ্যাপিকাদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি দেখে মনে হয়, বই প্রকাশ অনুষ্ঠান আগমনী উৎসব হয়ে উঠেছে। একঝাঁক অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের মধ্যে ছিলেন নিয়তি ড. নিয়তি মাজি, অনন্যা পাকড়াশি, কমল কান্তি বিশ্বাস, সমিত চট্টোপাধ্যায়, অর্পণ কুমার রায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ সামন্ত,ড. পলাশ দাস, সুদীপ্ত পাত্র, সাহিদুর রহমান লস্কর, ড. সুদীপ কুমার দাস, দোয়েল আইচ, গৌরব দাস, ঝুমা ভান্ডারী, পঙ্কজ মন্ডল, অভিজিত দাস,মেহেলী কাঞ্জী, রিয়া ভট্টাচার্য, সুপর্ণা বেরা সহ আরও অনেকে।

কবি বনানী চক্রবর্তী বলেন, লকডাউন পরবর্তী সময়ে ছাত্র–ছাত্রীদের মূল স্রোতে ফিরে আনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় সংস্কৃতি চর্চা। বইপ্রকাশ বিষয়টি গৌণ ছাত্র–ছাত্রীদের জড়িয়ে নিয়ে পড়াশুনার মধ্যে তাদের ফিরিয়ে আনতে হবে।

অবশেষ দাস বলেন, বইপ্রকাশের জন্য অজস্র সভাঘর আছে। কিন্তু সকল সহকর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের সামনে বই প্রকাশের আনন্দ আলাদা। মহাসিন্ধুর ওপার থেকে ভেসে আসা সঙ্গীতের মতো অভিনব। সবমিলিয়ে বিদ্যানগর কলেজে উৎসবমুখর একটি দিন ছিল এই বই প্রকাশ অনুষ্ঠান।

রোটারি ক্লাবের আগমনী অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা সোমবার ২৬ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল রোটারি সদনে। অনুষ্ঠানের নাম আগমনী। বাংলায় বারো মাসে তেরো পার্বণকে স্মরণে রেখে দুর্গাপূজা থেকে শুরু করে সরস্বতী পূজা পর্যন্ত সব দেবীর বন্দনা করা হলো এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। অনুষ্ঠান পরিচালনার কৃতিত্ব রোশনী গাঙ্গুলী এবং সোনাল ওরা'র। শুরুতে জাগো দুর্গা গানটি গাইলেন হীরক রায়। নৃত্যে

মা দুর্গাকে বন্দনা করলেন শাখী চক্রবর্তী। বাজলো তোমার আলোর বেণু সহ কয়েকটি গান পরিবেশন করলেন শম্পা ঘোষ, সর্বাণী গুপ্ত, ড. সুকল্যাণ পুরকায়স্থ এবং ড. আয়ুষ্মতী ঠাকুর। সভ্যারা মিলে ডান্ডিয়া নৃত্য পরিবেশন করলেন। মাতৃ বন্দনার কবিতা পাঠ করলেন শুভা পাল। মায়ের পায়ের জবা হয়ে উঠনা ফুটে মন এই জনপ্রিয় শ্যামাসঙ্গীতটি গাইলেন ড. শঙ্কর ঘোষ। একক নৃত্যের আসরের শিল্পী শতরূপা ঘোষ মুখার্জি। কচিকাঁচারা সরস্বতী বন্দনায় অংশ নিয়েছে। শেষে পুরুষদের র‍্যাম্প শো'তে হাঁটা। সবকটি অনুষ্ঠানই দর্শকরা উপভোগ করেছেন। শিল্পীরা প্রত্যেকেই ছিলেন সাবলীল। অনুষ্ঠান সঞ্চালনার দুরূহ দায়িত্ব দারুণ ভাবে সামলেছেন শম্পা ঘোষ।

'জ্যোতির্ময়ের' বার্ষিক মিলনোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ সন্ধ্যায় সিঁথি হরেকৃষ্ণ শেঠ লেনের 'চয়ন' ক্লাব ঘরে 'জ্যোতির্ময়ের' উদ্যোগে, এলাকার বিশিষ্ট জনসেবক ডাক্তার সিদ্ধার্থ ব্যানার্জীর পৌরোহিত্যে, সম্পাদক টুবলু দত্তের সুষ্ঠ পরিচালনায়, মৌমিতা রায় চৌধুরীর সুন্দর সঞ্চালনায় ও একনিষ্ঠ সভ্য প্রান্তিক রায়চৌধুরীর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে 'দ্বাদশ বার্ষিক মিলনোৎসব' সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। সংস্থার পক্ষ থেকে মোট ত্রিশজন 'দরিদ্র মানুষকে' বড় ব্যাগ বিতরণ করা হয়। বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজের ভূয়সী প্রশংসা করে সারগর্ভ ভাষণ দান করেন স্বামী মুক্তিকামানন্দ মহারাজ, অভিজিৎ বসু, সুবীর গাঙ্গলী, অভিষেক ঘটক, সৌরভ দত্ত, হাসি নিয়োগী, রাজকুমার নিয়োগী দীপেন হাজরা, চন্দ্রনাথ দাস, উদয় বসু, চন্দন মুখার্জী, স্বপন পালিত, অসিত মণ্ডল, শচীন ত্রিবেদী, অরুণ সেন, তপন মিশ্র প্রমুখ।

কবিতা পাঠ করে অসংখ্য শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন গুণী বাচিক শিল্পী শ্রীলতা সেন। অস্মিত মোদক প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করে শ্রোতাদের মোহিত করে দেন প্রতিভাময়ী শিল্পী সুমা দাস। ডাক্তার সিদ্ধার্থ ব্যানার্জী, সঞ্চিতা সেন, শুভেন গুহ, সারদা প্রিয়া সরকার প্রমুখ।

সাথে তবলা বাজান প্রণব সেন ও সুব্রত সরকার, নৃত্য পরিবেশন করেন সৃজা দে। বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন প্রান্তিক রায় চৌধুরী, অভিষেক প্রসাদ প্রমুখ। পবিত্র প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানে অগণিত দর্শক উপস্থিত ছিলেন। শুভ অনুষ্ঠানটি শুরু হয় বিশ্ব পরিব্রাজক বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের পাদপদ্মে (ছবি) পুষ্প স্তবক নিবেদন করে শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং শেষ হয় জাতীয় সঙ্গীত (সমবেত) পরিবেশন ও কেক কেটে অতিথি ও সভ্য–সভ্যাদের খাওয়ানোর মাধ্যমে। অসংখ্য দর্শকবৃন্দ শুভ ভাবগম্ভীর উৎসবটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

বাঘ বিধবা মায়েদের মিলন উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : শনিবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী বিধানসভা কেন্দ্রের শিবগঞ্জে কয়েকশো বাঘ বিধবা মায়ের হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি বাঘ বিধবা ছেলে মেয়েদের পড়াশুনার জন্য বই,খাতা,পেনসিল সহ বিভিন্ন সরঞ্জাম তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া

যে সমস্ত মৎস্যজীবীরা বাঘের আক্রমণে জখম হয়ে অথর্ব্য হয়ে গেছে তাদের ও আর্থিক সাহায্য করা হয় ব্যাঘ্র বিধবা মায়েদের মিলন উৎসব অনুষ্ঠানে মাধ্যমে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষারত্ন পুরস্কার প্রাপ্ত অমল নায়েক, ব্যারাকপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী নিত্যরূপানান্দ মহারাজ,রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সুভাষ নস্কর, জেনেসিস হাসপাতলের কর্নধার ডাঃ পূর্ণেন্দু রায়,অভিনেতা দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য,ক্যানিং মহকুমা প্রেস কর্ণারের সম্পাদক বিশ্বজিত পাল,কোষাধ্যক্ষ আমানুল্লা মোল্লা,ক্রীড়া সম্পাদক রুহুলআমিন মন্ডল প্রমূখ। এদিনের অনুষ্ঠানে শিক্ষারত্ন পুরস্কার প্রাপ্ত অমল নায়েক বলেন, সুন্দরবনের বাঘ বিধবা এবং বাঘ–বিধবা মায়েদের সন্তান এবং বাঘের সাথে লড়াই করে যেসব মৎসজীবী, মৌলেরা ফিরে এসে অসুস্থ অবস্থায় রয়েছেন তাদের হাতেও নতুন পোশাক সহ নানারকম পরিষেবা দেওয়া হল এই অনুষ্ঠানে। এদিনের অনুষ্ঠানে বাঘ বিধবাদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতন।

ভদ্রেশ্বর বাঙ্ময়ের বার্ষিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভদ্রেশ্বর বাঙ্ময় কালচারাল সোসাইটি আয়োজিত ১৯ সেপ্টেম্বর ৩৫তম তাদের এক মনোজ্ঞ জান, কবিতা আলেখ্য, শ্রুতিনাটকে জমে উঠেছিল সান্ধ্য কলকাতার জীবনানন্দ সভাঘরে। এই অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা 'যদি নির্বাসন দাও' কবিতা পাঠ করে শোনালেন অনমিত্র মণ্ডল। এরপরে কবিতার আলেখ্য 'অপরূপে রূপে বাংলা' ছিলেন সংগঠনের কর্ণধার রীনা দত্ত, সুদীপ ভট্টাচার্য ও রত্না মিত্র। শুনিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করলেন। আবৃত্তি পাঠ করেন হৈমন্তী দাস। রীনা দত্ত ও সুদীপ ভট্টাচার্যের শ্রুতিনাটক 'অব্যক্ত' পরিবেশন করে শ্রোতাদের মাতিয়ে দেন। এদিনের অনুষ্ঠানের আবহ সঙ্গীতে অনবদ্য ছিলেন শ্রীমন্ত ভট্টাচার্য। এদিন উপস্থিত ছিলেন 'লাল পাহাড়ের দেশে যা' কালজয়ী গানের রচয়িতা জাতীয় কবি অরূপ চক্রবর্তী এবং বাংলার রসগোল্লা জিআই স্বীকৃত ব্যক্তি হরিপদ ভৌমিক, ডাক্তার

ক্যাপ্টেন সমীর দত্ত, যদিও মঞ্চে হরিপদ বাবুর ৭৩তম জন্মদিন কেক কেটে পালন হয়। ১৯৭২ সালে কবি অরুণ চক্রবর্তী এই মন মাতানো কবিতাই হয়ে উঠল এক পাগলপারা লোকগান। যার ৫০ বছর পূর্ণ হল। এটি শ্রীরামপুর স্টেশনের মহুয়া গাছের ঘটনা। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন সুস্মিতা নন্দী।

এক ভিন্ন স্বাদের চিত্র প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : মা ছোট একটি শব্দ। কিন্তু তার গভীরতা বিশাল। 'মা' মানে শুধুই জন্মদাতা মা নয়, মা মানে কেবল দুর্গা বা কালী মা নয়, নারীর এই রূপকে শিল্পী তাঁর চিন্তাভাবনায় নানা ভাবে প্রকাশ করেছেন ক্যানভাসে। একজন শিল্পীর চোখে 'মা'–এর নানারূপকে নিয়েই প্রস্তুতি অভিবন্দনা ৫ দিনের এক 'মা' শীর্ষক চিত্র ভাস্কর্যের প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন গগনেন্দ্র শিল্প প্রদর্শশালায়। ২৫ জন শিল্পীর ৪৭টি চিত্র ও ৬টি ভাস্কর্য ছিল এই প্রদর্শনীর প্রধান আলোচ্য বিষয়। অভিবনন্দনার নির্ধারিত বিষয়কে প্রত্যেক শিল্পী তাঁদের সম্পূর্ণ নিজস্ব স্বাধীন চিন্তাভাবনায় 'মা' কে নানাভাবে উপস্থাপনা করেছেন। প্রত্যেক শিল্পীর কাজের মধ্যে একটা নিজস্বতা খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। যেমন শিল্পী মহুয়া দাস চারকোল ও মিক্স মিডিয়ার মাধ্যমে ক্যানভাসে 'মা' দুর্গাকে একটু অন্য আঙ্গীকে তুলে দিয়েছিলেন। অসাধারণ কাজ। শিল্পী কুন্তলিকা চক্রবর্তী মাকে প্রকৃতির সাথে মিশিয়ে এক অন্যরূপে 'মা'কে উপস্থাপন করেছিলেন। শিল্পী রত্নাবলী দাসের কাজ কিন্তু সবার থেকে একটু ভিন্ন। নারী রূপের পূর্ণতা লাভ করে সন্তান লালন পালনের মধ্যে দিয়ে। প্রকৃতির মাঝে রাষ্ট্রর সেই রূপকে অসাধারণভাবে ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলেছেন রত্নাবলী দত্ত। ব্যস্ত তিলোত্তমা কলকাতার মাঝে 'মা' দুর্গাকে খুঁজে পেয়েছেন সৌভিক ব্যানার্জীর ক্যানভাস। পেন ও রঙিন পেনসিলের মাধ্যমে মা 'দুর্গা'কে একটু অন্যভাবে তুলে ধরেছেন শিল্পী সুব্রত ভৌমিক। বিশ্বজনীন মাদার টেরেসাকে মা রূপে দেখেছেন শিল্পী শিশির চক্রবর্তী। একজন নারুর মুখ যদি

কোন ভাবে অগ্নীদগ্ধ হয়ে যায় তাহলে তার সমস্ত সৌন্দর্য্য হারিয়ে যায়। সেই রকম এক অগ্নীদগ্ধ নারীর মুখকে অত্যন্ত সুচারুভাবে ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী পরিচয় মণ্ডল। মা দুর্গাই পৃথিবীর সর্বশক্তির প্রধান শক্তি। সেই শক্তি রূপেন মা কেই একটু অন্যভাবে ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলেছেন সুস্মিত মুখোপাধ্যায়।

অভিবন্দনা আয়োজিত 'মা' শীর্ষক এই প্রদর্শনীর অন্য আর একটি দিক হল ভাস্কর্য্য। ৩টি ভাস্কর্য ছিল। সুমিত চ্যাটার্জী দুটি ফাইবার কাস্টিং–এর ভাস্কর্য্য খুবই সুমন চ্যাটার্জী দুটি ফাইবার কাস্টিং–এর ভাস্কর্য্য খুবই সুন্দর। ৪টি ভাস্কর্য্য ছিল মেটাল আর্ট দ্বারা নির্মিত। মেটাল আর্ট দ্বারাও যে এত সুন্দর 'মা'এর রূপ আনা সম্ভব তা কাশ্যম রেয় এর কাজ না দেখলে হয়তো অনেক কিছুই মিস করে যেতাম। অসাধারণ কাজ। সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় মা কালী এবং দুর্গাকে উপস্থাপনা করেছেন শিল্পী কাশ্যম রেয়। এই প্রদর্শনীর আর একটি অনবদ্য দিক হল কপার অর্থাৎ তামার তার দ্বারা নির্মিত কাজ। ৬টি সম্পূর্ণ তামার তার ভারা নির্মিত কাজ যেখানে শিল্পী সঞ্জয় ভারতী তার হাতের অসাধারণ নৈপুণ্যে ও দক্ষতার নারীকে ৬টি ভিন্ন রূপে উপস্থাপন করেছেন। প্রতিটি কাজই অসাধারণ। এই ধরনের কাজ খুব একটা প্রদর্শনীতে দেখা যায় না।

অভিবন্দনার এই প্রদর্শনীর প্রতিটি কাজই সাধারণ মানুষের মন ছুঁয়ে গিয়েছে। বলা যেতে পারে আমাদের মনের গভীর মণিকোঠায় সুখ স্মৃতিরূপে দীর্ঘদিন চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে।

'মা' বা নারীর গর্ভে সৃষ্টি হয় ভ্রূণ। গর্ভবতী মায়ের সেই দৃশ্যটি অত্যন্ত সুচারু ভাবে ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী প্রিয়াঙ্কা ঘোষ। প্রায় একই বিষয় বস্তুকে একটু অন্যভাবে ডিজিটাল অয়েল প্রিন্ট এর মাধ্যমে ক্যানভাসে নারীর রূপকে চিত্রিত করেছেন সুনয়না নায়ার।

শিক্ষারত্ন শুভেন্দু ঘোষকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহালয়ার পুণ্য তিথিতে ডায়মন্ড হারবার মহকুমা বিদ্যালয় ক্রীড়া পরিষদ এর উদ্যোগে 'শিক্ষারত্ন' শুভেন্দু ঘোষ কে সম্বর্ধনা প্রদান করা হলো। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ডায়মন্ড হারবার মহকুমা শাসক অঞ্জন ঘোষ, ডায়মন্ড হারবার এর বিধায়ক পান্নালাল হালদার, পুরপ্রধান প্রণব দাস মহাশয়,জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পরিষদ এর কার্যকরী সভাপতি সন্দীপ কুমার কামার মহাশয় প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলার বিভিন্ন শারীরশিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাগণ। উল্লেখ্য, শুভেন্দু ঘোষ কে সম্বর্ধনা দিয়ে সকলে আনন্দিত। জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পরিষদ এর সম্পাদক হিসেবে শুভেন্দু ঘোষ জানান,তাঁর এই সম্মান প্রাপ্তি জেলার সকল শারীরশিক্ষার শিক্ষক শিক্ষিকাদের সহযোগিতার ফসল। আগামী দিনে জেলার ক্রীড়ার উন্নতিকল্পে তিনি পরিশ্রম করে যাবেন।

বিদ্যাসাগরের জন্মদিন পালনে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৬ সেপ্টেম্বর পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ২০৩ তম জন্ম বার্ষিকী। তার আগেই শুরু হতে চলেছে পিতৃপক্ষের অবসান এবং দেবী পক্ষের সূচনা। এমনই এক সন্ধিক্ষণে বিদ্যাসাগরের ২০৩ তম জন্মদিবস উপলক্ষে সাজো সাজো রব শুরু হয়েছে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের হানা নদীর তীরে অবস্থিত প্রান্তিক গ্রামের চুনাখালি হাটখোলা

অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। স্কুলের প্রতিটি দেওয়ালে শিক্ষক–শিক্ষিকা সহ স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন দেয়ালচিত্রে ভরিয়ে তুলতে ব্যস্ত। বিদ্যালয়ের শিশুরা যাতে করে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেই চেষ্টায় ব্রতী স্কুলের প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্য শিক্ষক–শিক্ষিকারা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তথা শিক্ষারত্ন প্রাপ্ত নিমাই মালি জানিয়েছেন, শিশুরা আগামী দিনে প্রস্ফুটিত ফুল। যা আমাদের আনন্দ দেবে। তারা যাতে সুন্দর পরিবেশে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় সেই চেষ্টায় ব্রতী রয়েছি। শিশুরাই আমাদের ভবিষ্যত।'

আফ্রিকা–এশিয়া কী নজর কাড়বে?

অরিঞ্জয় মিত্র

আর মাত্র কটা দিন। তারপর ফের টিভির সামনে বসে গোটা বিশ্ব প্রত্যক্ষ করবে বিশ্ব ফুটবলের সব থেকে বড় উৎসব। রাশিয়া বিশ্বকাপকে ঘিরে এখন থেকেই সাজ সাজ রব পড়ে গিয়েছে চারিদিকে। বিভিন্ন টিম তাদের প্রস্তুতি পর্ব চালু করে দিয়েছে। ইতিমধ্যেই অন্যতম ফেভারিট এবং গতবারের চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্সকে ০–২ হারিয়ে প্রস্তুতি পর্বের ম্যাচে রীতিমতো সাড়া ফেলে দিয়েছে ডেনমার্ক। আরও এক শক্তিধর দেশ ক্রোয়েশিয়া অস্ট্রিয়াকে ৩–১ হারিয়ে নজর কেড়েছে ফুটবলপ্রেমীদের। প্রসঙ্গত বিগত ৭–৮ বছরে ক্রোয়েশিয়া নিজেদের মেলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। অন্য প্রস্তুতি ম্যাচগুলিতে প্রত্যাশামতো জয় এসেছে ইউরোপের বিভিন্ন দলের। যদিও ওয়ার্ম–আপ পর্বের এইসব ম্যাচকে অতোটা গুরুত্ব দিতে নারাজ সমর্থকরা। তাদের বক্তব্য, কাতারের মাটিতে যেটা হবে সেটাই হল আসল লড়াই। এখন কে জিতল, কে হারল তা নিয়ে মাথা ব্যথা না করলেও চলবে। তাও প্রস্তুতি পর্বের ম্যাচকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে দেখা যাচ্ছে ব্রাজিল এবং আর্জেন্টিনা সমর্থকদেরও। তাদের সাফ বক্তব্য, 'এবার নয় নেভার'। ৫ বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল শেষ বার কাপ পেয়েছিল ২০০২ সালে। ২০ বছরের খরা মেটাতে তাই বদ্ধপরিকর ফুটবল জাদুকর পেলের দেশ। এর আগে ১৯৭০–এর পর টানা ২৪ বছর ব্রাজিলকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল পরের বিশ্বকাপটি পেতে। ১৯৯৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে রোনাল্ডোর জাদুর ওপর নির্ভর করে কামাল করেছিল ব্রাজিল। এরপর ১৯৯৮তে প্যারিসের মাটিতে ফ্রান্সের কাছে অদ্ভুতভাবে ০–৩ হার মানতে হয় লাতিন আমেরিকার এই হিরোদের। এরপর ২০০২ সালে ফের বিশ্বকাপ ঘরে তোলে ব্রাজিল। তাদের নিকটতম পড়শি আর্জেন্টিনা আবার মারাদোনা ক্যারিশ্মার উপর নির্ভর করে সেটাই। এটা অনস্বীকার্য ইউরোপের তাবড় ফুটবল ফান্ডাদের হারানোর ক্ষমতা রাখে একমাত্র ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা। লাতিন আমেরিকার দেশ হিসেবে প্রথমবারের বিশ্বকাপ জিতলেও উরুগুয়ে এখন কোনও হিসাবেই আসে না। তাও এই মুহূর্তে ফর্মের বিচার ও সাফল্যের পরিসংখ্যান মাপলে আর্জেন্টিনাই

১৯৮৬ সালে শেষবার বিশ্বকাপ জেতে। এর চার বছর পর অর্থাৎ ১৯৯০তে ফের ফাইনালে মুখোমুখি হয় আর্জেন্টিনা ও জার্মানি। এই ম্যাচে পেনাল্টি থেকে পাওয়া গোলে জার্মানি মধুর প্রতিশোধ নেয়। ব্রাজিলের পর বিশ্বকাপ জেতার রেকর্ড যুগ্মভাবে জার্মানি ও ইতালির (৪ বার)। লাতিন আমেরিকার আর্জেন্টিনার মতো দুবার বিশ্বকাপ জিতেছে ইউরোপের ফ্রান্স।

তবে গত ৪ টি বিশ্বকাপেই সুবিধা করতে পারে নি লাতিন আমেরিকা। ইতালি, স্পেন ও জার্মানি ও ফ্রান্স শেষ ৪ বার বিশ্বকাপ নিয়ে গিয়েছে ইউরোপে। এবার কি সেটা অন্য মহাদেশে যাবে দেখার লাতিন মহাদেশের যোগ্য দাবিদার। ল অফ অ্যাভারেজ জিনিসটি ক্রিকেটে ব্যবহৃত হলেও ফুটবলের ক্ষেত্রে তা ধরা হলেও আর্জেন্টিনা নামটাই যেন বারংবার বেজে উঠছে। লড়াইয়ে এত সহজে পিছিয়ে থাকার নয় ব্রাজিল। ৫ বারের চ্যাম্পিয়নরা নেমে পড়েছে নিজের মতো করে।

ইউরোপ বনাম লাতিন আমেরিকা! এই লড়াইয়ের কিস্তি নিয়ে বসলে আলোচিত হয় ইউরোপের পাওয়ার ফুটবল ভার্সাস লাতিন আমেরিকার স্কিলের। ফুটবলের ধারাবাহিক বিবর্তনের দিকে চোখ রাখলেও খেলার এই দুটি দিক ভেসে ওঠে। কেউ বলেন, শিল্প বা স্কিল নিঃসন্দেহে জরুরি। কিন্তু পাওয়ার ও স্ট্যামিনা নির্ভর ফুটবলের আধিপত্য সুদূরপ্রসারী। সেটাই যেন দেখাচ্ছে গত কয়েক দশকের ইউরোপিয়ান রাজত্ব। ফুটবলের ফ'য়ের ওপর কর্তৃত্বটা এভাবেই জাহির করেছে ইউরোপের সুপার জায়ান্ট জার্মানি, ইতালি, ফ্রান্স কিংবা হালফিলের স্পেন, ক্রোয়েশিয়া। ইংল্যান্ড ১৯৬৬–র পর বেশ কয়েকবার বিশ্বকাপের অন্যতম দাবিদার হয়েও কিছু করে উঠতে পারে নি। ক্রোয়েশিয়া খুব ভালো খেলেও বিশ্বকাপ জিতে উঠতে পারে নি। আরেকটি ইউরোপিয়ান দেশ হল হল্যান্ড বা নেদারল্যান্ডস। জোহান ক্রুয়েফের দামাল জমানায় হল্যান্ডকে চ্যাম্পিয়ন দেখতে চেয়েছিল তামাম ফুটবলদুনিয়া। কিন্তু সবাইকে হতাশ করে হল্যান্ডকে থেমে যেতে হয় সেমিফাইনালে। পরের বছরগুলিতে কোয়ার্টার ফাইনালের করিডর টপকাতে জানপ্রাণ ওষ্ঠাগত হত। সেই হল্যান্ড পুনরুজ্জীবিত হয় নব্বইয়ের দশকে রুড গুলিট, মার্কো ফান বাস্তেন, ফ্রাঙ্ক রাইকার্ডদের আমলে। ইউরোপিয়ান কাপ জিতে সেবারেও হল্যান্ড জয়ের স্বপ্ন চাগিয়ে তোলে। কিন্তু না, এক রাশ হতাশা ঝরে পড়ে ডাচদের প্রত্যাশায়। স্পেনের একটা ফুটবল ইতিহাস থাকলেও বিশ্বজয়ী হতে লম্বা সময় লেগেছিল। তা বলে ডাচেদের মতো সুদূরপ্রসারী গ্লানিতে ঢেকে যায় নি। গ্রিসের ফুটবল সেইঅনুযায়ী তকমাধারী নয়। তাও গ্রিস একবার ধুম ফেলে দিয়েছিল ফুটবল জগতে। পরে অবশ্য সেই বেলুন চুপসে যেতে দেরি হয় নি।

তাও ক্রীড়াপাগল তথা ফুটবলভক্তদের একটা বড় অংশ কেন বারংবার লাতিন আমেরিকান ফুটবলের কথা বলে। ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনা হয়ে ওঠে তাদের দুচোখের মণি। এর প্রধান কারণ হল, পেলে ও মারাদোনা। এইমুহূর্তে অবশ্য সেই উপমহাদেশের দুই সুপার স্টার হলেন মেসি ও নেইমার। যদিও খেলনৈপুণ্যে মেসি কয়েক সহস্র যোজন এগিয়ে নেইমারের তুলনায়। এতো গোল ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার কড়চার কিস্‌সা। এশিয়া এবং আফ্রিকার দলগুলিকে নিয়ে কেন বিশ্বকাপ মঞ্চে সেভাবে আলোচনা হয় না? অথচ এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশ অনেকবার চমকে দিয়েছে তাদের দুরন্ত ফুটবলের মাধ্যমে। এদের মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া তো সেমিফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। জাপান, চিন, কুয়েত, কাতার, ইরাক, ইরান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর মতো দেশ অবশ্য দক্ষিণ কোরিয়ার মতো এতটা সফল হতে পারে নি। আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে নাইজেরিয়া, ক্যামেরুন, সেনেগাল, ঘানা জায়ান্ট কিলার হিসাবে নজর কাড়লেও ধারাবাহিক হতে ব্যর্থ হয়েছে।

বিরাটের ফর্মে ফেরা আশা বাড়াচ্ছে টিম ইন্ডিয়ার

পারঙ্গম শাস্ত্রী : ভারতীয় ক্রিকেট বলে নয়, ফের ক্রিকেট দুনিয়াকে শাসন করা আরম্ভ করেছে বিরাটের বিশাল রান খিদে। বিরাটাকার তারকা এশিয়া কাপ থেকেই ফর্মে ফেরার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সেটাই অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আরও ডানাপালা মেলছে। এর আগেও বহু তারকা এসেছে ক্রিকেট বিশ্বে। মাঝের দুটো বছরের অফ ফর্ম বাদ দিলে এমন দাপটের সঙ্গে দিনের পর দিন ২২ গজে গুজরান করা বোধহয় বিরাটকেই শোভা দেয়। তাছাড়া দেশে ও বিদেশে একের পর এক দেশকে রীতিমতো নাস্তানাবুদ করে হারানোর ঘটনাও সংগঠিত হয়েছে বিরাটের রাজত্বকালেই। ব্যাট হাতে রানের ফুলঝুরি তোলাই যাঁর কাজ। এই দু–দুটি অসামান্য কৃতিত্ব একক হাতে প্রদর্শন করে চলেছেন মিস্টার কোহলি। রানের হিসাবেও ভারতে এখন দ্বিতীয় তিনি। সামনে শুধু শচীন। যে মেজাজে তিনি রান করে চলেছেন তাতে শচীন কেন, ক্রিকেট জগতের বহু রথীমহারথীর রেকর্ড যে সামনেই ভাঙতে চলেছে তার দেওয়াল লিখন স্পষ্ট। ক্রিকেটপ্রেমীদের ক্রীড়া নৈপুণ্যে বিরাটের এই অসামান্য কৃতিত্ব ইতিমধ্যে জায়গা করে নিয়েছে ফেসুবকের দেওয়ালে। ভারতের জয়ের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার কোহলির অসাধারণ ক্লাস ব্যাটিং। এর আগেও তিন–তিনবার বিরাটের শতরানে ভর করে ভারত জিতেছে। রান তাড়া করায় কোহলির এই অসামান্য দক্ষতা তাঁকে বিশ্ব ক্রিকেটে নিঃসন্দেহে একটা আলাদা জায়গা দিচ্ছে।

বিরাট কোহলি অধিনায়ক থাকাকালীন যেভাবে একের পর এক সিরিজে আধিপত্য দেখিয়েছে ভারত তা প্রমাণ করেছে টিম ইন্ডিয়া এখন বিশ্বের অন্যতম সেরা শক্তি। অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে টক্কর নেওয়ার প্রকৃত ক্ষমতা একমাত্র ভারতেরই আছে বলে মনে করছে ক্রিকেট বিশ্ব। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে সেদেশের মাটিতে হারানো, নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়াকে দেশে সিরিজে ল্যাজেগোবরে করা সব কিছুই বিরাটের অধিনায়কত্বে সম্ভবপর হয়েছে। সেই কোহলি যখন বেশ কিছুদিনের অফফর্মে চলে গিয়েছিলেন তখন পুরো দেশবাসী হতাশ হয়েছিলেন। কিন্তু বিরাটের রাজকীয় মেজাজের প্রত্যাবর্তন ঘটল একের পর এক শতরানের মাধ্যমে। যে পালকে যোগ হয়েছে কতগুলি বোমব্লাস্টিক অর্ধশতরান ও সেঞ্চুরি। অধিনায়কত্ব হারিয়েও ব্যাটসম্যান কোহলির দাপট আবার প্রত্যক্ষ করল ক্রিকেট দুনিয়া। বিরাট ঝড় যে গতিতে এগোচ্ছে তাতে আগামী দিনে কোনও রেকর্ডই যে

নিরাপদ নয়, তা এখন থেকেই বলে দেওয়া যায়। বিশেষ করে আসন্ন টি–২০ বিশ্বকাপের আগে বিরাটের এই ছন্দে ফেরা ভারতকে নিঃসন্দেহে আলো দেখাচ্ছে।যদিও অজিদের মাঠ মোটেই এতটা সহজ হবে না। সেক্ষেত্রে কিন্তু এদের মুখ ভোঁতা করে দিতে পারবে ভারত। আর বলাইবাহুল্য বিশ্বকাপ জিতে। টি–২০ বিশ্বকাপের পর ২০২৩ য়ে ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ। ১৯৮৩ তে প্রথম বিশ্বমঞ্চে ভারতীয় ক্রিকেটকে মেলে ধরেন কপিলদেবের দল। তারপর ২৮ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটান ভারতের সর্বকালের সফল অধিনায়ক ধোনি। মাঝে সৌরভের নেতৃত্বাধীন ভারতের ফাইনালে ওঠা ছাড়া বাকিটা ছিল ভোঁভাঁ। বস্তুত, মহেন্দ্র সিং ধোনি ভারতকে টি–২০ বিশ্বকাপও জয়ী করেছেন। ক্রিকেটে একচেটিয়া অজি–রাজেরও পতন হয়েছে তার আমলেই। সেই পরম্পরা কিয়দংশ ধরে রাখলেও বিশ্বকাপের মঞ্চে বিরাটের ভাগ্যও সৌরভের মতো ব্যাড লাকে পর্যবসিত হয়েছে। রোহিত যদি বিশ্বকাপ এনে দিতে পারে তবে ক্রিকেটার হিসেবে তো বটেই অধিনায়ক হিসেবেও অন্য মাত্রায় চলে যাবেন তিনি। কপিল, ধোনির পাদুকায় পা গলাবেন রোহিত।

টি–২০ বিশ্বকাপ জিততে রোহিতকে তাকিয়ে থাকতে হবে বিরাট কোহলির বিশ্বমানের ব্যাটিং, সূর্যকুমার যাদব, হার্দিক পাণ্ডিয়াদের সেরা ফর্ম আর যশপ্রীত বুমরার বুম বুম বোলিংয়ের দিকে। এর সঙ্গে সোনায় সোহাগা হতে পারত যদি রবীন্দ্র জাদেজাকে পাওয়া যেত। যারা আছে তাদের মধ্যে কেএল রাহুলের দুরন্ত ব্যাটিংও ভরসা জোগাচ্ছে অতিঅবশ্যই। শুধু অধিনায়ক রোহিতের ধারাবাহিকতার অভাবই একটু চিন্তার এই মুহূর্তে। ধারাবাহিক ব্যর্থতা যেমন অত্যন্ত প্রতিভাবান ঋষভ পন্থকে মূল দলে থাকতে দিচ্ছে না। সেদিক থেকে ফিনিশার তথা উইকেটকিপার ব্যাটার দীনেশ কার্তিক সেরা চয়েজ। অক্ষর পটেল ও যজবেন্দ্র চহ্বাল স্পিন অ্যাটাকের দুই ফলা হলে বিপক্ষকে ফালাফালা করতে বুমরাই প্রধান অস্ত্র। কিন্তু সাপোর্টিং পেসারের জায়গাটি নিয়েও টিম ইন্ডিয়ার যথেষ্ট চিন্তা থেকে যাচ্ছে। হর্ষল পটেল যদি আরেকটু ভালো বল করতে পারেন তবে হার্দিকের পর দ্বিতীয় অলরাউন্ডার পেয়ে ভারত অনেকটা বিন্দাস হয়ে উঠবে। ভুবনেশ্বর কুমার নিয়ে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বলা যেতে পারে ভুবি ঠিক ভরসা করার মতো নয়। অস্ট্রেলিয়ার দ্রুত গতির পিচে তিনি কতটা কী করতে পারবেন সেটাও দেখার। তবে শেষমেশ এটাই বলা চলে বিরাট কোহলির ফর্মে ফেরাটাই এই বিশ্বকাপ প্রত্যাশী দলের কাছে ইউএসপি হয়ে উঠতে পারে। কে বলতে পারে টুর্নামেন্ট শেষে দেখা গেল বিরাটই হয়ে উঠলেন ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট।

সাইকেলে কলকাতা থেকে কন্যাকুমারী

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ মাটিই আমাদের জীবন ধারণ করে। মাটির ফসল আমাদের জীবন ধারণের প্রধান উৎস। কিন্তু সেই ফসলেই যদি মেশে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক তাহলে তার প্রভাব পড়ে আমাদের শরীরে। তাই ভারত জুড়েই বেশ কয়েকদিন ধরেই সেভ দ্য সয়েল এই শীর্ষক একটি সচেতনমূলক প্রচার চলছে। এই প্রচারকে সমগ্র ভারতের কোনায় কোনায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য কলকাতার রবীন্দ্র সরোবরের সামনে থেকে এক সাইকেল

আরোহী পরীক্ষিত ভুঁইয়া যাত্রা শুরু করেন। এরপর কন্যাকুমারী হয়ে মুন্নার কোয়াম্বাটোর তারপর ব্যাঙ্গালুরুর পথ ধরে ফিরবে কলকাতা। ৫২০০ কিলোমিটার একাই সাইকেল চালাবে সে এবং সুস্থ থাকার আর মাটি বাঁচানোর প্রচার চালাবে। সাইকেলের পিছনে ভারতের তিরঙ্গা উড়িয়ে সকল বন্ধু এবং শুভানুধ্যায়ীদের আশীর্বাদ আর শুভেচ্ছা নিয়ে রওনা দেওয়ার আগে বলেন, যে দুটি জিনিস আমি প্রচার চালাচ্ছি সে দুটি নিয়ে অনেক দিন ধরেই আমি ভাবছি। সঙ্গে নিয়েছি সাইকেল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যাবতীয় সরঞ্জাম, জামাকাপড়, টেন্ট সহ আরও অনেক কিছুই। রাত্রে লোকালয়ে খোলা আকাশের নীচে টেন্ট খাটিয়েই থাকব। আনুমানিক ৫০ দিন লাগবে বলে মনে হয় আমার এই যাত্রা সম্পূর্ণ করতে। আমাদের তরফ থেকেও রইল শুভেচ্ছা।

পুজোয় আলিপুর বার্তার ডবল ধামাকা কম্বো অফার ১০০ টাকা

লিখেছেন
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদার
ড. জয়ন্ত চৌধুরী, ড. দীপক বড়পন্ডা
ডা: শঙ্কর নাথ, বিশ্বদেব মুখোপাধ্যায়
পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, অরিন্দম আচার্য্য, বিভাস চক্রবর্ত্তি, সুখেন্দু হীরা, সুকুমার মন্ডল, কৃষ্ণা বসাক
সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়, প্রশান্ত মাজী
অনিন্দিতা মন্ডল, মধুময় পাল
সহ অনেকে
কবিতা লিখেছেন আরও অনেকে

সাক্ষাৎকার দিয়েছেন
সন্দীপ রায়, চুণী গোস্বামী

ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন
দেবাশীষ দেব

প্রকাশিত

দাম মাত্র ৭০ টাকা

কবিতা লিখেছেন
শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, দীপ মুখোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, শৌভিক গাঙ্গুলি ও আরও অনেকে

প্রবন্ধ লিখেছেন
ড. দীপককুমার বড় পন্ডা, পি সি সরকার (জুনিয়র), ড. জয়ন্ত চৌধুরী, পাঁচু গোপাল মাজী
রম্যরচনায় সুকুমার মণ্ডল

বিভিন্ন স্বাদের গল্পে সিদ্ধার্থ সিংহ, পার্থসারথি গুহ, প্রণব গুহ, অরিন্দম আচার্য, দ্যুতিমান ভট্টাচার্য ও আরও অনেকে

সিনেমায় ভ্রমণ : ড. শঙ্কর ঘোষ
বিষ্ণুক্ষেত্রে ডাঃ সুবোধ চৌধুরী

প্রকাশিত

দাম মাত্র ৫০ টাকা

এখনি বলে রাখুন আপনার নিকটবর্তী স্টলে। যোগাযোগ : ৯৮৭৪০১৭৭১৬

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com